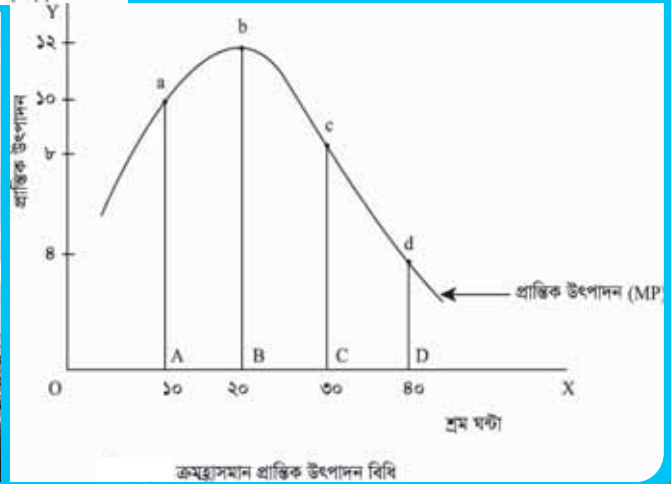
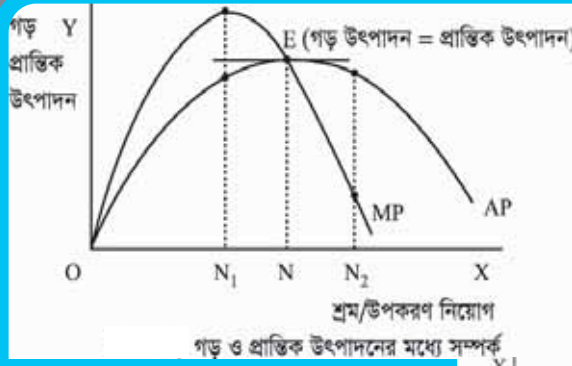


# অর্থনীতি

## নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

RvZxq wk¶vµg I cW`cy ÍK tew©KZK 2013 wk¶vel ¶\_tK  
beg-`kg tk¶Yi cW`cy ÍKi#c wba¶i Z

---

A\_¶xwZ  
beg-`kg tk¶Y

i Pbvq  
tgt R¶ni j Bmjvg wmk`vi  
W. tgt AvRg Lvb  
tgt dKij Avjg

m¶úv`bv  
c¶dmi g¶¶¶ BmgiBj tn¶mb  
c¶dmi tgt Awgi tn¶mb

---

RvZxq wk¶vµg I cW`cy ÍK tew©XvKv|

RvZxq wk¶µg I cv"cyÍK tew©  
69-70, gwZµSj ewYµR"K GjµKv, XvKv  
KZK cKwkZ |

[cKvkK KZK me^Zµmsi¶Z]

cix¶vgjK ms<iY

cŭg cKvk : A±vei, 2012

Mš' iPbvq mgš^qK  
w`jiµv Avn±g`

KµúDUvi K±úvR  
cvi dgKµjvi Mµd· (cŭt) µj t

cŭQ`  
mµ kŭ evQvi  
mµRvDj Avte`xb

µWRvBb  
RvZxq wk¶µg I cv"cyÍK tew©

mi Kvi KZK webvg±j" µeZi±Yi Rb"

---

gµ±Y :

## cñ½-K\_v

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের ceRZ® আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার cñ½ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া প্রাথমিক -½i অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে D"PZi শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ -½ii শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত cñ½gi প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক -½ii শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক gj`teva থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃঽ Zপ্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ev`-evqtb শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক -½ii cñ½ mKj cW`cy-K। উক্ত cW`cy-K প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও ce®অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। cW`cy-K,tjvi বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইজিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে gj`vqbK সৃজনশীল করা হয়েছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বরূপ-প্রকৃতি অবহিত হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অতীব জরুরি বিষয়। সেই প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে নবম-দশম শ্রেণির অর্থনীতি শীর্ষক cW`cy`ÍKñU প্রণীত হয়েছে। cW`cy`ÍKñU½Z আধুনিক অর্থনীতির পরিচয় ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে উপযোগ, চাহিদা, উৎপাদন, বাজার, ব্যাংক ব্যবস্থা, সরকারের অর্থব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রায় সকল উপাদান সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

একবিংশ শতকের অজীকার ও প্রত্যয়ে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে cW`cy`ÍKñU রচিত হয়েছে। কাজেই cW`cy`ÍKñUi আরো সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো MVbgj K ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। cW`cy`ÍK প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে cy`ÍKñU রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে cW`cy`ÍKñU½K আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

cW`cy`ÍKñU iPbv, mçúv`bv, সমন্বয়ক, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। cW`cy`ÍKñU শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

cñdmi tgrt tgv`-vdv Kvgvj Dñi b  
†Pqvi g`vb  
RvZxq wk`ñ½gi I cW`cy`-K teW`XvKv

# mPcÎ

Aa`vq	Aa`v`qi wk`i vbg	c`pV
cŮg	A_ŮwZ cwi Pq	1-11
wŮZxq	A_ŮwZi ,iȳcY©avi Yvmgn	12-23
ZZxq	Dc`thvM, Pwn`v, thvMb I fvi mvg`	24-36
PZL©	Drcv`b I msMVb	37-49
cÂg	evRvi	50-62
l ô	RvZxq Avq I Gi cwi gvc	63-71
mßg	A_Ų e`vsK e`e`´v	72-88
AÓg	evsj v`tki A_ŮwZ	89-106
beg	evsj v`tki ,iȳcY©A_ŮwZK cñ½	107-124
`kg	evsj v`k mi Kv`i i A_Ų e`e`´v	125-140

# প্রথম অধ্যায়

## অর্থনীতি পরিচয়

### Introduction of Economics

#### ১. অর্থনীতি পরিচয়

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে। মানুষ আজীবন নানাবিধ বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলে। মানুষের চলার পথের সমস্যা বা বাধা অতিক্রম করতে অর্থনীতি বিষয় নানাভাবে সহায়তা করে। মানুষ, সমাজ বা দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব পালন করে। অর্থনীতি বিষয় মানুষের জ্ঞান বা শেখা সেজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ অধ্যায়ে অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা; অর্থনীতির সংজ্ঞা ও নীতি; আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।



আশা করা যায় যে এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- ☐ • অর্থনীতির উৎপত্তি ও এর বিকাশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • উৎপাদন ও অসীম অভাবের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতে পারব
- ☐ • অর্থনীতির ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • অর্থনীতির প্রধান দশটি নীতি বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক সুবিধা ও অসুবিধা গুল্যায়ন করতে পারব



## অর্থনীতি পরিচয়

### ১.১ অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ

আজকের যে অর্থনীতি আমরা পড়ি তা c#eএতটা গোছালো ছিল না। সনাতন বা আদিম সমাজে মানুষের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সহজসরল। খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় এবং বাড়িঘর— এসবই ছিল মানুষের মৌলিক চাহিদা। দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময়ের রীতি ছিল খুব সীমিত। gjZ মানুষের কায়িক পরিশ্রম ছিল উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ। মুসা নবীর সময়ে অর্থাৎ ২৫০০ LiÓceহিব্রু (Hebrew) সভ্যতার যুগে ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে অগোছালোভাবে কিছু আলোচনা হয়। আয়, ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন অর্থনীতি তখন একসঙ্গে আলোচিত হতো। অর্থনীতি বিষয়ের আলাদা কোনো A#ÍZ; ছিল না।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার gj ভিত্তি হলো গ্রীক চিন্তাবিদদের চিন্তা ভাবনা, রোমান আইন এবং খ্রীষ্টধর্ম। গ্রীসে প্রথম এরিস্টটলসহ অন্যান্য গ্রীক দার্শনিক ব্যক্তিমালিকানার ধারণাটি গ্রহণ করেন এবং f#gi উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসে এরিস্টটলকে প্রথম অর্থনীতিবিদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। শ্রমবিভাজন, ব্যবসা এবং অর্থের ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রীক সভ্যতা gjZ নগররাষ্ট্র ভিত্তিক সভ্যতা। দাসপ্রথা ছিল সে যুগের একটা স্বীকৃত বিষয়। শহরের অধিবাসীরা ছিল gjZ ব্যবসায়ী এবং #g#Í| অর্থনীতির ইংরেজি শব্দ Economics গ্রীক শব্দ *Okonomia* থেকে এসেছে। *Okonomia* অর্থ গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা (*Management of the Household*)। প্লেটো (৪২৭ - ৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং এরিস্টটল (৩৮৪ - ৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব) ছিল গ্রীক সভ্যতার বিখ্যাত দুই চিন্তাবিদ। এ দুজন চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত #m#ÍE, শ্রমিকের মজুরি, দাসপ্রথা ও সুদসহ অর্থনীতির অনেক মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রোমানরা সামরিক এবং সফল রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে অধিক পরিচিত। রোমানরা gjZ গ্রীকদের দেওয়া অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে নিজের করে নেয়। রোমান সমাজে কৃষিকে অত্যন্ত মহৎ এবং সম্মানজনক পেশা হিসেবে মনে করা হতো। রোমান দার্শনিকরা টাকা লগ্নি করাকে বা টাকা সুদে খাটানোকে খুনের সমান অপরাধ বলে মনে করতেন।

প্রাচীন ভারতে চতুর্থ LiÓc#eকৌটিল্যের 0A\_#ÍÍ| রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সামরিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৫৯০-১৭৮০) ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে প্রসার ঘটে তাকে ‘বাণিজ্যবাদ’ (Mercantilism) বলা হয়। দেশের ধন-#m#Í বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাণিজ্য উদ্বৃত্তকরণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ীরা বেশি রপ্তানি করত এবং খুব সামান্যই আমদানি করত। ইংল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে gj`evb ধাতু (সোনা, রূপা, হীরা ইত্যাদি) আমদানি করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরা সে দেশের ধনী মানুষের বিলাসী জীবনযাপন, অতিরিক্ত করারোপ এবং ইংল্যান্ডের বাণিজ্যবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে ভূ#gev` (Physiocracy) মতবাদ প্রচার করেন। f#gev`Í i মতে, কৃষিই (খনি ও মৎসক্ষেত্রসহ) হলো উৎপাদনশীল খাত। অন্যদিকে শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে মনে করা হতো।

এভাবেই প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অগোছালোভাবে অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা হয়। অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি পায় যখন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে তার বিখ্যাত বই “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” রচনা করেন। আজকের অর্থনীতির gj ভিত্তি হলো স্মিথের এ বই।

**কাজ :** অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লিখ।

## ১.২ দুটি প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা : `PũłłC`Zv ও অসীম অভাব

মানুষ যা চায় তার সবকিছু পায় না। এই না পাওয়ার নাম অভাব। মানুষের জীবনে অভাবের শেষ নেই। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি একজন শিক্ষার্থী। ধরো, তোমার কাছে এক হাজার টাকা আছে। তোমার সার্ট, প্যান্ট এবং ভালো জুতা দরকার। এভাবে দেখা যাবে তোমার অনেক কিছু দরকার। কিন্তু তোমার আছে মাত্র এক হাজার টাকা। তোমার প্রয়োজনের তুলনায় এই টাকার পরিমাণ অনেক কম। অর্থনীতিতে এটাকে  $0m\mu\dot{t}^i$  `PũłłC`Zv বলে। `PũłłC`Zv জন্য মানুষ গুরুত্ব অনুযায়ী পছন্দ বা নির্বাচন করে। পছন্দ করার প্রয়োজন না হলে অর্থনীতি বিষয়েরও প্রয়োজন থাকত না।

## `PũłłC`Zv ও অসীম অভাব (Scarcity and Unlimited Wants)

চাওয়া অনুযায়ী সবকিছু না পাওয়াই মানুষের  $g\dot{t}$  সমস্যা। যে কোনো দ্রব্য (যেমন: বই) বা সেবাসামগ্রী (চিকিৎসা সেবা) উৎপাদন করতে  $m\mu\dot{t}^i$  দরকার হয়। কিন্তু  $0m\mu\dot{t}^i$  সীমিত। সীমিত  $m\mu\dot{t}^i$  দিয়ে সীমিত দ্রব্য বা সেবা পাওয়া সম্ভব। সে জনাই সীমিত  $m\mu\dot{t}^i$  দিয়ে মানুষের সব অভাব  $C\dot{t}Y$  হয় না। `PũłłC`Zv কারণ এটাই। অভাব কম হলে `PũłłC`Zv সৃষ্টি হতো না। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল. রবিন্স বলেন “অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য `PũłłC`  $m\mu\dot{t}^i$  মধ্যে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত মানবীয় আচরণ বিশ্লেষণ করে।” অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসনের মতে  $m\mu\dot{t}^i$  সীমিত বলেই সমাজে  $m\mu\dot{t}^i$  সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যবহারের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়।  $m\#hP$  আলো, বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতি থেকে পাওয়া জিনিসগুলোর চাহিদা অনেক। কিন্তু এগুলো পেতে আমাদেরও তেমন কোনো অর্থ খরচ করতে হয় না। এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণত অভাব দেখা দেয় না। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং  $m\mu\dot{t}^i$  সীমিত, তাই সীমিত  $m\mu\dot{t}^i$  দিয়ে মানুষের সকল অভাব  $C\dot{t}Y$  হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব  $C\dot{t}Y$  করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো  $C\dot{t}Y$  করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে  $C\dot{t}Y$  করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

## ১.৩ অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে অর্থনীতি বিষয়ের পরিধিও অনেক বেড়েছে। অতীত ও বর্তমান অর্থনীতি বিষয়ের সমন্বয়ে অর্থনীতি বিষয় এখন অনেক উন্নত বা সমৃদ্ধ। প্রথমে যারা অর্থনীতি বিষয়ে উপস্থাপন করেছেন এদের মধ্যে এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জন স্টুয়ার্ট মিল অর্থনীতিকে  $m\mu\dot{t}^i$  বিজ্ঞান বলে মনে করেন। এদের মধ্যে এ্যাডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক বলা হয়। অর্থনীতির এই ধারা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি হিসেবে পরিচিত।

**এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা :** “অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা  $R\omega Zmg\#ni$   $m\mu\dot{t}^i$  ধরন ও কারণ অনুসন্ধান করে।”  $0m\mu\dot{t}^i$   $\dot{t}K$  কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। তাই  $m\mu\dot{t}^i$  আহরণই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলির  $g\dot{t}$  উদ্দেশ্য। স্মিথের সংজ্ঞার দুর্বলতা হলো : ১. অর্থনীতি মানুষের অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত  $m\mu\dot{t}^i$  দিয়ে মেটাবে, এই সংজ্ঞায় তার উল্লেখ নেই। ২. এই সংজ্ঞায়  $m\mu\dot{t}^i$  উপর অধিক জোর দেওয়া হলেও মানুষ ও তার কাজ-কর্মকে অবহেলা করা হয়েছে। ৩.  $m\mu\dot{t}^i$  আহরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও কী উপায়ে  $m\mu\dot{t}^i$  যোগাড় করা হবে তা বলা হয়নি। ৪. এই সংজ্ঞায়  $m\mu\dot{t}^i$  বলতে দ্রব্যকেই বোঝানো হয়েছে কিন্তু সেবা  $m\mu\dot{t}^i$   $\dot{t}K$  কিছু বলা হয়নি।

## অধ্যাপক মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

মার্শাল  $m\mu\dot{t}^i$  চেয়ে মানবকল্যাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, “অর্থনীতি মানব জীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।” অর্থনীতির  $g\dot{t}$  আলোচ্য বিষয় মানুষের অর্থ উপার্জন এবং অভাব মোচনের জন্য সেই অর্থের ব্যয়। অর্থাৎ অর্থনীতির  $g\dot{t}$  উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন।



মার্শাল শুধু মানুষের  $ew^{-1}e$  কল্যাণ সাধন করা নিয়েই আলোচনা করেছেন। বর্তমানে স্বল্পতার সমস্যাটি অর্থনীতির  $gj$  সমস্যা। মার্শালের সংজ্ঞায় মানুষের এ মৌলিক সমস্যাটি বিবেচনা করা হয়নি।

### অধ্যাপক এল. রবিন্স প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা

অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মতে, “অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য  $DckiYmg\#ni$  মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।” এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের। ২. অভাব  $c\ddot{Y}Kvix\ m\ddot{u}$  ও সময় খুবই সীমিত। ৩. অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত  $m\ddot{u}$  দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায় তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ৪.  $m\ddot{u}\ddot{f}\ddot{i}$  যোগান সীমিত বলে একই  $m\ddot{u}$  দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব  $c\ddot{Y}i$  চেষ্টা করতে হয়। ৫. অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা  $c\ddot{Y}$  করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

**রবিন্সের সংজ্ঞাটির সমালোচনা :** ১. রবিন্স অর্থনীতির  $welqe^{-1}\ddot{K}\ w\ddot{e}^{-1}\ddot{Z}$  দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। ২. মানুষ তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কিছু পছন্দ করে যা অর্থনীতিতে আলোচনা হয় না। ৩. অর্থনৈতিক কাজকর্মের  $gj$  উদ্দেশ্য যে মানব কল্যাণ তার উল্লেখ নেই। ৪. রবিন্সের সংজ্ঞায় অর্থনীতির সামাজিক অবস্থাকে আলোচনা করা হয়নি। ৫. আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তার সংজ্ঞায় আসেনি। ৬. রবিন্স অর্থনীতিকে শুধু  $gj$  নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু জাতীয় আয়, নিয়োগ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ইত্যাদি আলোচনা করেননি। সবশেষে বলা যায় রবিন্সের সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত জটিল। অর্থনীতিতে কোনো তত্ত্বই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার পরেও রবিন্সের সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

১.৪ আমাদের সমাজে  $m\ddot{u}$  স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবেলা করতে হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন  $avi\ Ymg\#ni$  আলোচনার  $c\ddot{f}e$  অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

## অর্থনীতির দশটি নীতি

### ১। মানুষ দেওয়া-নেওয়া করে (People Face Trade-Offs)

পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, তুমি যদি অর্থনীতি বিষয় পড়তে সব সময় ব্যয় কর তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে পড়া থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে। এরূপ তুমি যদি টিভি দেখ তবে খেলাধুলার পেছনে সময় ব্যয় করতে পারবে না। সরকার যদি বাজেটে সামরিক খাতে বেশি ব্যয় করে তবে শিক্ষাখাতসহ অন্যান্য বেসামরিক খাতে ব্যয় কমায়। অর্থাৎ সমাজে মানুষ একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) বিকল্প অবস্থা বেছে নেয়।

### ২। সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

তুমি যদি স্কুলে লেখা পড়ার জন্য সময় ব্যয় কর তবে তুমি তোমার বাড়িতে তোমার বাবার কাজে সাহায্য করতে পারবে না। অথচ তুমি বাড়িতে কোনো একটি অর্থনৈতিক কাজ করলে তা থেকে তোমাদের পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারত। কিন্তু সে সময় তুমি স্কুলে লেখাপড়া করছো। এখানে লেখাপড়া করার জন্য বাড়িতে কাজ করতে না পারা লেখাপড়ার সুযোগ ব্যয়।

### ৩। মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে (Rational People Think at the Margin)

মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ে চিন্তা করে। বিয়েবাড়িতে খাওয়া শেষে তোমরা কেউ কেউ ভাবো আরো একটু খেতে পারতাম, আবার কেউ কেউ ভাবো আর একটু কম খেলে ভালো হতো। এই অল্প একটু বেশি বা অল্প একটু কম খাওয়া হচ্ছে প্রান্তিক খাওয়া। ধরো, তুমি একটি বিষয়ে A পেলে, তোমার মনে হবে আরেকটু পড়লেই A+ পেতে। মানুষ প্রান্তিক সুবিধা-অসুবিধার কথাও ভাবে। ধরো, তুমি পর পর তিনটি কলা খেলে। ৩ নম্বর কলাটি হলো প্রান্তিক কলা। প্রান্তিক কলা খেয়ে তুমি যে তৃপ্তি পেলে তার নাম প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক বা ৩ নম্বর কলাটি পেতে তুমি যত টাকা ব্যয় করলে তার নাম প্রান্তিক ব্যয়। যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে তুমি তখনই প্রান্তিক কলাটি খাবে যখন প্রান্তিক উপযোগ প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে।

### ৪। মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় (People Respond to Incentives)

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ প্রণোদনা পায় বলে কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। তোমার বাবা যদি বলেন তুমি পরীক্ষায় সোনালী A+ পেলে তিনি তোমাকে একটি সাইকেল কিনে দেবেন। নিশ্চয়ই তোমার ভেতরে পড়াশোনা করার উৎসাহ আরো বেড়ে যাবে। তেমনি অর্থনীতিতে শ্রমিক প্রণোদনা পেলে বেশি উৎপাদন করে।

### ৫। বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয় (Trade can Make Everyone Better-Off)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড এবং জাপানের টয়োটা বিশ্বে গাড়ি ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিচিত দুটি। দুটি সাধারণ ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দাম যথাসাধ্য কমিয়ে বাজার দখল করতে চায়। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান ব্যবসায়িকভাবে লাভবান হয়; অন্য দিকে মানুষও কম দামে গাড়ি কেনার সুযোগ পায়।

### ৬। অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা (Markets are Usually a Good Way to Organize Economic Activities)

অর্থনৈতিক কাজকর্ম সংগঠিত হয়ে থাকে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে। ফার্ম ও কৃষি-প্রতিক্রিয়ার ফলেই কোনো দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। ফার্মের মালিকরা বাজারের চাহিদা দেখে দ্রব্য সরবরাহ করে এবং অসংখ্য পরিবার তাদের আয় ও প্রয়োজন অনুসারে এ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করে।

### ৭। সরকার কখনো কখনো বাজার নির্ধারিত ফলাফলের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে (Governments Can Sometimes Improve Market Outcomes)

বাজার ব্যবস্থা ‘অদৃশ্য হাতের’ ইশারায় চলে। কিন্তু সব সময় ব্যাপারটি সঠিকভাবে হয় না। নানা কারণে অদৃশ্য হাত সঠিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়। এমন অবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে। সুরক্ষা ব্যবহারে অপারগতা, পরিবেশ এবং দুর্নীতির মতো বিষয়গুলো থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের দরকার হয়।

### ৮। একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে সে দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতার উপর (A Country's Standard of Living Depends on Its Ability to Produce Goods and Services)

যেসব দেশের মানুষের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা বেশি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উন্নত মানের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতা বেশি বলে তাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৭,৫০০ মার্কিন

ডলার এবং জাপান ৩৫,২০০ মার্কিন ডলার। ফলে তারা উন্নত খাবার গ্রহণ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত নাগরিক সুবিধা লাভ করে। শ্রমিকদের কর্মক্ষমতাও বাড়ে।

### ৯। যখন সরকার অতি মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায় (Prices Rise When the Government Prints Too Much Money)

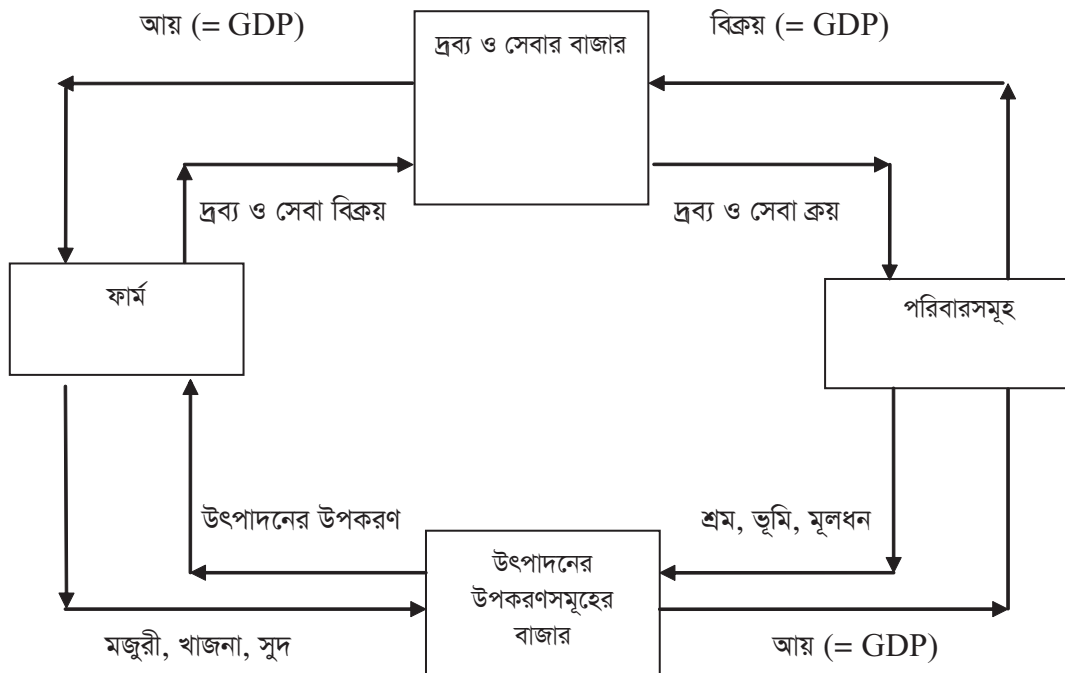
মুদ্রা ছাপানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অধিক মাত্রায় মুদ্রা ছাপায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে অর্থাৎ দ্রব্যের গ্যাম্বলি বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মান বা গ্যাম্বলি কমে যায়। ধরো, তুমি ৫০০/- টাকা খরচ করলে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়ে যাও। কিন্তু টাকার মান কমে যাওয়ায় ঐ সামগ্রী পেতে তোমাকে ৬৫০/- টাকা ব্যয় করতে হয়। যা ৫০০/- টাকার চেয়ে (৬৫০/- - ৫০০/-) = ১৫০/- টাকা বেশি।

### ১০। সমাজ মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে স্বল্পকালীন দেওয়া-নেওয়ার মুখোমুখি হয় (Society Faces a Short-Run Trade-Off between Inflation and Unemployment)

দেওয়া-নেওয়ার গ্যাম্বলি বাড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে পারে না—এরা হলো বেকার। গ্যাম্বলি কমে গেলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার বেকারত্ব কমে গেলে গ্যাম্বলি বাড়ে।

### ১.৫ আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দুটি খাত)

একটি সর্বল অর্থনীতিতে দুই ধরনের প্রতিনিধি (Agent) থাকে। ভোক্তা বা পরিবার এবং উৎপাদক বা ফার্ম। এই দুই ধরনের প্রতিনিধির মধ্যে আয়-ব্যয় কীভাবে চক্রাকারে প্রবাহিত হয় তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।



আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ

চিত্রে আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহে দেখানো হয়েছে ফার্ম তার প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপকরণগুলো (fertilizer, seed, labor) পায় cwi ewimgn থেকে। এর বিনিময়ে পরিবারের সদস্যরা ফার্ম থেকে পায় খাজনা, মজুরী ও সুদ। এখানে ফার্মের যা ব্যয় পরিবারের তা আয়। আবার পরিবারসমূহ প্রাপ্ত আয় ফার্ম উৎপাদিত দ্রব্য কেনার জন্য ব্যয় করে যা ফার্মের আয়। এভাবে পরিবার এবং ফার্মের মধ্যে আয়-ব্যয়ের বা জাতীয় আয় জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে চক্রাকার প্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

**১.৬ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করে দেশের কল্যাণ বাড়ানো বিশ্বের সব দেশেরই কাম্য। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে যে অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, দর্শন, নিয়ম-কানুন ও যে পরিবেশে অর্থনৈতিক কার্য-কলাপ পরিচালিত হয় তাকে বোঝায়। পৃথিবীতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন, ক. ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, খ. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, গ. মিশ্র অর্থব্যবস্থা এবং ঘ. ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

### ১.৬.১ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Capitalistic Economy)

এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং প্রধানত বেসরকারি উদ্যোগে, সরকারি নাকি ক্ষেত্র ছাড়া স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমগ্র ইউরোপে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মর্ফ CVZ ঘটে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ ও তাঁর অনুসারীগণ এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

### ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Capitalistic Economy)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

- ১। সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা :** ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো নাকি ক্ষেত্র ও ভোগ করে থাকে।
- ২। ব্যক্তিগত উদ্যোগ :** ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের নাকি ক্ষেত্র কাম্য নয়।
- ৩। অবাধ প্রতিযোগিতা :** এ ব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে অনেক ফার্ম অবাধে প্রতিযোগিতা করে। ফলে দ্রব্যের দাম কম হয় এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।
- ৪। স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা :** ধনতন্ত্রে বাজারে চাহিদা ও যোগান স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে।
- ৫। মুনাফা অর্জন :** ধনতন্ত্রে উৎপাদক মূল্যে মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদন করে।
- ৬। ভোক্তার স্বাধীনতা :** প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, BQV ও বুচি অনুযায়ী অবাধে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে।
- ৭। আয় বৈষম্য :** ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভবান ও সাধারণ জনগণের আয়ের মধ্যে বৈষম্য বেশি থাকে।
- ৮। সরকারের ভূমিকা :** এ ব্যবস্থায় সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত থাকে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে CVI -úwi K নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেউ নিঃস্বার্থভাবে নয়, বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থে অর্থনৈতিক কার্যাবলি মমúv b করে।

### ১.৬.২ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নির্দেশমূলক অর্থনীতি (Socialistic or Command Economy)

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ মাধ্যম ও উৎপাদনের উপাদানের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে। অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে। কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে, কীভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে তা সরকার নির্ধারণ করে।

#### সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialistic Economy)

- ১। **সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা** : সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অধিকাংশ মাধ্যম (জমি, কলকারখানা, খনি ইত্যাদি) ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর মালিক হলো সরকার।
- ২। **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা** : সরকার দেশের উৎপাদন ও বণ্টনসহ অন্যান্য সব কাজ করে থাকে। সব পরিকল্পনা কেন্দ্র বা সরকার গ্রহণ করে থাকে।
- ৩। **ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব** : সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার-নির্ধারিত উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করে থাকে। কোনো ভোক্তা B"QIKZ অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।
- ৪। **অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব** : অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হওয়ায় সেখানে বহু সংখ্যক বেসরকারি উদ্যোক্তার অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে না।
- ৫। **ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপস্থিতি** : সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সবই সরকারের অধীনে থাকে বলে ব্যক্তিগত মুনাফা থাকে না।

#### মিশ্র অর্থব্যবস্থা (Mixed Economic System):

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলে। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত fllgKl পালন করে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। যথা- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, বাংলাদেশ, ভারত ইত্যাদি।

#### মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Mixed Economy)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য আলাদা রকমের। সাধারণত মিশ্র অর্থনীতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করা যায়:

- ১। **মাধ্যমিক ব্যক্তিগত ও সরকারি মালিকানা** : মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি তার স্থাবর ও অস্থাবর মাধ্যমিক অবাধে ভোগ করতে পারে ও ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। পাশাপাশি গণদ্রব্য (মহাসড়ক) ও সেবা (স্বাস্থ্যসেবা) উৎপাদনকারী cllZôlbmg সরকার পরিচালনা করে।
- ২। **ব্যক্তিগত উদ্যোগ** : মিশ্র অর্থনীতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, বণ্টন ও ভোগসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

- ৩। **সরকারি উদ্যোগ :** মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ সরকার পরিচালনা করে থাকে।
- ৪। **মুনাফা অর্জন :** মিশ্র অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতে ব্যাপক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- ৫। **ভোক্তার স্বাধীনতা :** এ ব্যবস্থায় ভোক্তা সাধারণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে কোনো দ্রব্যের উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন- ধূমপান, মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ ইত্যাদি।
- বিশ্বে কোথাও বিশুদ্ধ ধনতন্ত্র বা সমজতন্ত্র না থাকায় অনেকে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলে মনে করেন।

## ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Islamic Economic System)

ইসলামের মৌলিক নিয়ম-কানূনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বলা হয়।

### ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য :

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পৃথিবীর যাবতীয় মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

- ১। **মানবজীবনের সামগ্রিক দিকের সাথে মিল :** ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবজীবনের কোনো বিশিষ্ট বা আংশিক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা না করে মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করে।
- ২। **মানুষের অধিকার ও দায়িত্বে কোনো বৈষম্য নেই :** ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টির অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্বে কোনোরূপ বৈষম্য নেই। কারণ এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে মর্যাদা এবং জীবন ধারণের পূর্ণাঙ্গ অধিকার দেওয়া হয়।
- ৩। **ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে পরিচালনা :** ইসলামী অর্থনীতির মূল নীতিমালা ইসলামী শরিয়তের উপর নির্ভর করে। ইসলাম ধর্মের মূল দর্শন, পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও রাসুল (স.) এর হাদিসের বিধান মোতাবেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়েছে।
- ৪। **মানবকল্যাণে সব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার :** ইসলামী অর্থব্যবস্থায় দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক ও মানবীয় সম্পদকে মানুষের আয়ত্তাধীন এবং তার কল্যাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়।
- ৫। **সম্পদের আমানতদারি মালিকানা :** সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে কেবল সৃষ্টির আমানতদার হিসেবে গণ্য করে। এজন্যই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাফল্য মানুষের চরিত্রে দুর্নীতি ও লোভ সৃষ্টি করতে পারে না।
- ৬। **সুদমুক্ত আমানত :** ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ গ্রহণের স্বীকৃতি নেই। এখানে ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদমুক্ত আমানতের ব্যবস্থা করা হয়।
- ৭। **যাকাত ও ফিতরা :** এ ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে যাকাত ও ফিতরার মাধ্যমে ধনীদেব নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।



## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনীতির উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২. অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। কোন সংজ্ঞাটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং কেন?
৩. অর্থনীতির দশটি নীতি আলোচনা কর।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব বলতে কী বুঝ?
২. এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতিতে সংজ্ঞা দাও।
৩. আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ (দ্বিখাত) বলতে কী বুঝ।
৪. ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?
৫. মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতির জনক কে?
 

ক. ডেভিড রিকার্ডো	খ. এরিস্টটল
গ. এ্যাডাম স্মিথ	ঘ. এল রবিনস
২. অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংগঠিত করার জন্য বাজার একটি উত্তম পন্থা। কেননা এতে-
  - i. দর কষাকষি করা যায়
  - ii. সর্বাধিক ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করা যায়
  - iii. চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নাবিল বাজারে চিনি কিনতে যেয়ে দেখলেন, চিনির দাম অনেক বেশি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ক্রেতা বলল, রাঁটার ওপারে এই চিনি সরকারি বিক্রয় কেন্দ্রে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি হবে।

৩. নাবিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| ক. ইসলামি      | খ. মিশ্র         |
| গ. ধনতান্ত্রিক | ঘ. সমাজতান্ত্রিক |

৪. নাবিলের দেশের অর্থব্যবস্থায়-

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ক. আয় বৈষম্য দেখা দেয়           | খ. সুদবিহীন ঋণের লেনদেন হয়             |
| গ. মূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে | ঘ. ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা থাকে না |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রুমি ও তার প্রবাসী বন্ধুর টেলিফোনে কথোপকথন-

রুমি : প্রতিমাসে চালের খরচ বেড়েই চলেছে।

সুমি : আমার মাসিক খরচ সবসময় একই থাকে।

রুমি : তোমাদের দেশে এটি কীভাবে সম্ভব?

সুমি : কেউ ইংরেজি করলেই এ দেশের দ্রব্যের দাম বাড়াতে পারে না।

ক. ভূমিবাদ মতবাদ কী?

খ. দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কী বোঝায়?

গ. সুমির দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সুমির দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থব্যবস্থার পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. আসাদ দীর্ঘদিন 'A' দেশে বাস করেন। সম্মুখি তিনি দেশে বেড়াতে এসে ছোট ভাইকে তার প্রবাসী জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনান। সেখানকার মানুষের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত বেশি। সেখানে তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তার মালিককে কারখানা প্রতিষ্ঠার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হয়নি। আবার সে তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

ক. এ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখ।

খ. অর্থনীতিতে প্রণোদনার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. 'A' দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভোক্তার স্বাধীনতা রক্ষায় 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ কর।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

## The Important Ideas of Economics

### ২. অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ

অর্থনীতি সমাজকে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা জরুরি। সমাজ ও দ্রব্যের সংজ্ঞা ও এর শ্রেণি বিভাগ, সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন, আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের মানুষের কর্মকাণ্ড এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনীতির মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এ ধারণাগুলো অর্থনীতিকে বুঝতে সহায়ক হবে।



প্রত্যাশা করা যাচ্ছে যে, এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা

- ☐ ● ☐ অর্থনৈতিক সমাজদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ প্রাকৃতিক সমাজ, মানবসমাজ এবং উৎপাদিত সমাজদের মধ্যে তুলনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমাজ চিহ্নিত করতে পারব
- ☐ ● ☐ দ্রব্য কী তা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ অবাধলভ্য দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- ☐ ● ☐ স্থায়ী ও অস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্যের তুলনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ মধ্যবর্তী দ্রব্য ও মলধনী দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- ☐ ● ☐ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমাজিক নির্ণয় করতে পারব
- ☐ ● ☐ বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির খাতওয়ারী তালিকা তৈরি করতে পারব

## ২.১ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

আমরা সবাই ‘সমৃদ্ধি’ শব্দটির সাথে কমবেশি পরিচিত। আমাদের প্রতিদিনের আলোচনায় অনেকভাবে সমৃদ্ধি শব্দটি আসে। যেমন মি. রহিম অনেক সমৃদ্ধির মালিক। একজন অর্থনীতিবিদের কাছে সব জিনিস সমৃদ্ধি নয়। অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যোগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। সংক্ষেপে আমরা এ দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্যও বলে থাকি। যেমন- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তু গত সমৃদ্ধি এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সমৃদ্ধি। উল্লিখিত জিনিসগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোনো জিনিসকে যদি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি বলতে হয় তবে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

- ১। **উপযোগ :** উপযোগ বলতে বোঝায় কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব মেটানোর ক্ষমতা। কোনো দ্রব্য সমৃদ্ধি হতে হলে সেই দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে। উপযোগ নেই এমন দ্রব্য মানুষ অর্থ দিয়ে কেনে না।
- ২। **অপ্রাচুর্যতা:** কোনো দ্রব্য সমৃদ্ধি হতে হলে তার পরিমাণ ও যোগান সীমিত থাকবে। যেমন : নদীর পানি, বাতাস প্রভৃতির যোগান প্রচুর। এগুলো সমৃদ্ধি নয়। অন্যদিকে ভূমি, গ্যাস, যন্ত্রপাতি এগুলো চাইলেই প্রচুর পাওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ এগুলো আমাদের কাছে অপরিমিত দ্রব্য।
- ৩। **হ-১/২স্তরযোগ্য :** সমৃদ্ধির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর হ-১/২স্তর যোগ্যতা। হ-১/২স্তরযোগ্য বলতে বোঝায় হাত বদল হওয়া। অর্থাৎ যে দ্রব্যের মালিকানা বদল বা পরিবর্তন করা যায় তাই হলো সমৃদ্ধি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সমৃদ্ধি বলা যাবে না। কারণ তার প্রতিভাকে হ-১/২স্তর বা মালিকানার বদল করা সম্ভব নয়। আবার টিভির মালিকানা বদল করা যায় বলে টিভি সমৃদ্ধি।
- ৪। **বাহ্যিকতা :** যে সমৃদ্ধি দ্রব্য মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ বোঝায় তা অর্থনীতির ভাষায় সমৃদ্ধি নয়। কেননা এর কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারিনা। যেমন : কোনো ব্যক্তির কম্পিউটারের উপর বিশেষ অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান কিংবা কারো চারিত্রিক গুণাবলিকে সমৃদ্ধি বলা যাবে না।

## সমৃদ্ধির শ্রেণিবিভাগ

উৎপত্তির দিক থেকে সমৃদ্ধি তিন প্রকার। আবার মালিকানার ভিত্তিতে সমৃদ্ধি চার প্রকার। উৎপত্তির দিক থেকে সমৃদ্ধি তিন প্রকার। যথা-

- ১। **প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি :** প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যে সব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি বলে। যেমন- ভূমি, বনভূমি, খনিজ সমৃদ্ধি, নদ-নদী ইত্যাদি।
- ২। **মানবিক সমৃদ্ধি :** মানুষের মানবীয় গুণাবলিকে মানবিক সমৃদ্ধি বলা হয়। যেমন- শারীরিক যোগ্যতা, প্রতিভা, উদ্যোগ, দক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মানবিক সমৃদ্ধি। এগুলোর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই বলে অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি বলা হয় না।
- ৩। **উৎপাদিত সমৃদ্ধি :** প্রাকৃতিক ও মানবিক সমৃদ্ধি কাজে লাগিয়ে যে সমৃদ্ধি সৃষ্টি হয় তাকে মানুষের তৈরি সমৃদ্ধি বলা হয়। যেমন- কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি মানুষ তৈরি করে বলে এগুলো উৎপাদিত সমৃদ্ধি।



২. **চূনাপাথর** : সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, রিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চূনাপাথর ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেটের ভাঙ্গারহাট ও বাগলীবাজার, সুনামগঞ্জের টেকেরহাট, জয়পুরহাট, জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ এবং চট্টগ্রামের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চূনাপাথরের মজুদ রয়েছে।
৩. **চীনা মাটি** : ময়মনসিংহের বিজয়পুর ও নওগাঁ জেলার পল্লীতলায় চীনা মাটির মজুদ রয়েছে। এটি বাসনপত্র, সেনিটারি দ্রব্য তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. **কয়লা** : বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, ফরিদপুর ও দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।
৫. **কঠিন শিলা** : দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া এবং রংপুর জেলার রাণীপুকুরে কঠিন শিলার মজুদ রয়েছে। রাস্তা, রেলপথ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এ শিলা দরকার হয়।
৬. **সিলিকা বালু** : সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালুর মজুদ রয়েছে। এটি কাচ, রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৭. **গন্ধক** : বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানা, তেল পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গন্ধক লাগে। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৮. **খনিজ তেল** : সিলেটের হরিপুরে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। দেশের উপকূলীয় এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে তেল অনুসন্ধানের কাজ চালানো হবে।
৯. **তামা** : রংপুর জেলার রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার মাঝে সামান্য তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তার, মুদ্রা প্রভৃতি তৈরির জন্য তামা ব্যবহার করা হয়।

#### M. বনভূমি

বনভূমি ও বনজ সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা ভালো রাখার জন্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডের কমপক্ষে ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট বনভূমি মোট ভূখণ্ডের প্রায় শতকরা ১৭ ভাগ যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। যেমন, আমেরিকায় শতকরা ৩৪ ভাগ, জাপানে শতকরা ৬৩ ভাগ, বার্মায় শতকরা ৬৭ ভাগ এবং ভারতে শতকরা ২২ ভাগ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশের সমগ্র বনভূমিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **সুন্দরবন** : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সমুদ্র উপকূলে এ বন অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গরান, গোয়া, কেওড়া, বাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ জন্মায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত বাঘ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' এবং বিভিন্ন প্রজাতির মূল্যবান পশু-পাখি বাস করে।
২. **চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি** : এ দুটি জেলার প্রায় ১৫,৩৩৩ বর্গকিলোমিটার পাহাড়ি এলাকা জুড়ে এ বন। এ বনে সেগুন, গর্জন, গামারি, জারুল, শিমুল, পাঁশ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।



৩. **মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি** : ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলার ভাওয়ালের গড় মিলে এ বনভূমি আয়তন প্রায় ১০৬৪ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি, বনজাম কড়ই প্রভৃতি গাছ জন্মায়।
৪. **সিলেটের বনভূমি** : এ বনভূমি সিলেট জেলায় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ১,০৪০ বর্গকিলোমিটার। এখানে শিমুল, বনজাম, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বহু রকমের গাছ জন্মায়।
৫. **দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি** : এ বন দেশের উত্তর-পশ্চিমে দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৯ বর্গকিলোমিটার। এখানে শাল, গজারি প্রভৃতি গাছ জন্মায়।

## N. cōYR mṣú`

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদনদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়।

## O. kṡṡ mṣú`

কলকারখানা, যানবাহন ও যোগাযোগ, যান্ত্রিক চাষাবাদ, গৃহকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে শক্তি mṣú`i ব্যবহার অপরিহার্য। কয়েকটি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এগুলো হলো কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌরশক্তি এবং বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি সামগ্রী।

বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা এখনও উত্তোলন করা শুরু হয়নি। সিলেটের হরিপুরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোলিয়াম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আণবিক ও সৌরশক্তির উৎপাদন এখনও এ দেশে শুরু করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশে শক্তির যোগান বহুলাংশে প্রাকৃতিক গ্যাস, বিদ্যুৎ ও প্রচলিত উপকরণ থেকে আসে। আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস কলকারখানা, গৃহকর্ম ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি। এ দেশে পানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। একে পানি বিদ্যুৎ বলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলি নদীর তীরে দেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত। গ্যাস, তেল কয়লার সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাকে তাপ বিদ্যুৎ বলে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে খনিজ তেল জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

১. গোয়ালপাড়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, খুলনা
২. ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
৩. ঠাকুরগাঁও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
৪. সৈয়দপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নীলফামারী

এ দেশের গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো হলো—

১. সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
২. আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩. ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র, নরসিংদী
৪. শাহজিবাজার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সিলেট
৫. চট্টগ্রাম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

এ দেশে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত জ্বালানি যেমন, কাঠ, খড়, গোবর, পাটখড়ি, তুষ, পাতা ইত্যাদি থেকেও তাপ শক্তি সৃষ্টি হয়। বর্তমান সরকার কুইক রেন্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ করা দরকার, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বায়ুপ্রবাহ, সৌর তাপ ও জৈব গ্যাসকে শক্তি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে আণবিক শক্তির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে<sup>৩</sup>। আশা করা যায়, A`t ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এসব উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

## P. cmb mshu`

পানি একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য। দেশের কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ ও শক্তি সম্পদের অর্ধেক রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত তিনটি, যথা : ১. নদনদী, খালবিল, পুকুর ও সমুদ্র, ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. ভূ-গর্ভস্থ পানি।

এ তিনটি উৎসের পানি আমাদের কৃষির জন্য অপরিহার্য। পানির যোগান কম বা বেশি হলে কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সমুদ্র এলাকায় রয়েছে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ। নদীর স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। আমাদের অসংখ্য নদনদী, খালবিল ও জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। নদনদীর পানি ও বৃষ্টিপাত দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্য অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। পানি সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাড়বে।

**২.২ দ্রব্য :** দ্রব্য বলতে আমরা সাধারণত শুধু বস্তুগত সম্পদকে বুঝে থাকি। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো অবস্গত (যেমন- আলো, বাতাস ইত্যাদি) হলেও অর্থনীতিতে এগুলো দ্রব্য। অতএব, মানুষের অভাব মিটারার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত ও অবস্গত সব জিনিসকে আমরা অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে থাকি। অর্থাৎ যে জিনিসের উপযোগ আছে অর্থনীতিতে তাই দ্রব্য।

**অবাধলভ্য দ্রব্য :** যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন- আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

**অর্থনৈতিক দ্রব্য :** যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে মূল্য প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলা হয়। এদের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি।

**স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য :** যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- ফ্রিজ, গাড়ি, ঘরবাড়ি, জমি, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

**অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য :** যে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য স্বল্পকালে ভোগ করা যায় এবং কোনো ক্ষেত্রে একবার মাত্র ভোগ করা যায় তাকে অস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, অলংকার, তরিতরকারি ইত্যাদি।

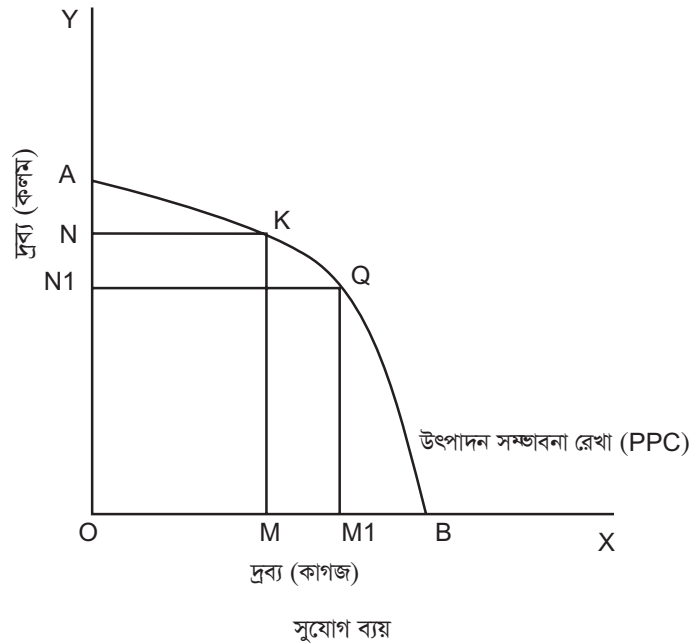
**মধ্যবর্তী দ্রব্য :** যে সম- $\bar{I}$  Drcw $\bar{Z}$  দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে। যেমন, কাঁচামাল, রসগোল্লা তৈরির জন্য ব্যবহৃত দুধ ও চিনি মধ্যবর্তী দ্রব্য।

**মূলধনী দ্রব্য :** যে সম- $\bar{I}$  Drcw $\bar{Z}$  দ্রব্য, অন্য দ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য করে তাকে মূলধনী দ্রব্য বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। মূলধনী দ্রব্য আবার মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়।

**কাজ :** কোনটি কোন প্রকৃতির দ্রব্য তা উল্লেখ কর- আলো, নদীর পানি, টেবিল, জমি, অলংকার, যন্ত্রপাতি।

## ২.৩ সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন

অর্থনীতিতে বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা ‘সুযোগ ব্যয়’। মনে কর তুমি একজন শিক্ষার্থী। তুমি কি প্রতিদিন সব কাজ করতে পারবে? যেমন : তুমি একই সঙ্গে অর্থনীতি পরীক্ষা এবং মাঠে ক্রিকেট খেলা দেখতে পারবে না। তুমি যদি একটি কাজ করতে চাও তবে অবশ্যই অন্য কাজটি করা সম্ভব হবে না। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, মনে কর তোমাদের এক বিঘা জমি আছে। এ জমিতে ধান চাষ করলে বিশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। ঐ জমিতে ধান চাষ না করে যদি পাট চাষ করতে চাও তবে দশ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যেত। এক্ষেত্রে বিশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো দশ কুইন্টাল পাট। সংক্ষেপে বলা যায়, কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়- এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির ‘সুযোগ ব্যয়’ (Opportunity Cost)। সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি একটি চিত্রের মাধ্যমে আরো ভালোভাবে দেখানো যায়-



চিত্রে OX অক্ষে কাগজ এবং OY অক্ষে কলম দেখানো হয়েছে। আমার সম- $\bar{I}$  সম্পদ যদি কলম উৎপাদনের জন্য ব্যয় করি তবে OA পরিমাণ কলম উৎপাদন করতে পারব। আবার যদি শুধু কাগজ পেতে চাই তবে OB পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করতে পারব। A ও B বিন্দু সংযোগকারী AB রেখাটি হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা PPC (Production Possibility Curve)। আমি চাইলে দুটি দ্রব্যই পেতে পারি। আমার পুরো সম্পদ ব্যয় করে আমি ON পরিমাণ কলম এবং OM পরিমাণ কাগজ উৎপাদন করতে পারব। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার K বিন্দু এই অবস্থা দেখায়। এখন যদি

আমি  $MM_1$  পরিমাণ কাগজ বেশি উৎপাদন করতে চাই তাহলে আমাকে  $NN_1$  পরিমাণ কলমের উৎপাদন ত্যাগ করতে হবে।  $Q$  বিন্দু এই অবস্থা দেখায়। এখানে  $NN_1$  পরিমাণ কলম হলো  $MM_1$  পরিমাণ অতিরিক্ত কাগজের সুযোগ ব্যয়।

এবার একটু চিন্তা করলে নির্বাচনের ধারণাটিকে বুঝতে পারব। আমাদের কি একটি দ্রব্য দিয়ে জীবন চলে? অবশ্যই না। আমাদের বাঁচার জন্য অনেক দ্রব্যের প্রয়োজন। এখানে বোঝার সুবিধার্থে শুধু দুটি দ্রব্য নেওয়া হলো। তুমি কলম চাও আবার চকলেটও চাও। সুযোগ ব্যয় রেখার এমন একটি বিন্দু (যেমন-  $Q$  অথবা  $K$ ) আমরা নির্বাচন করি যেখানে কলম ও চকলেট দুটোই পাওয়া যায়। শুধু ব্যক্তির জন্য নয় আমাদের সমাজেও এমন একটি অবস্থা নির্বাচন করে নিতে হয় যেখানে সীমিত সম্পদের অপচয় না করে সমাজের সর্বোপকার সাধিত হয়।

**কাজ :** বাঁচ জীবনের সুযোগ ব্যয় সংক্রান্ত দুটি উদাহরণ উল্লেখ করে চিত্রে উপস্থাপন করে তোমার শিক্ষককে দেখাও।

## ২.৪ আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

**আয় :** উৎপাদনের কোনো উপকরণ ব্যবহারের জন্য উপকরণটি বা এটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায় তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরী বলে।

**সঞ্চয় :** মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এধারগাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন :  $S = Y - C$  (যখন  $Y > C$ )

এখানে,  $S$  = সঞ্চয়,  $Y$  = আয়,  $C$  = ভোগ ব্যয়

ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।

**বিনিয়োগ :** মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। ধরো, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা ঐ কারখানায় ব্যবহৃত হলো। অতিরিক্ত এ পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

**কাজ :** বিনিয়োগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনে এ রকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ কর।

## ২.৫ অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নানাবিধ কাজ করে। এসব কাজের মূল লক্ষ্য হলো জীবিকা সংগ্রহ করা। জীবিকার জন্য কেউ কল-কারখানায়, কেউ অফিস বা কেউ জমিতে কাজ করে। জীবিকা সংগ্রহ ছাড়াও মানুষ খেলাধুলা, চিন্তাবিনোদন বা সর্জন প্রতিপালনের মতো কাজও করে। আবার অনেকে চুরি, ডাকাতি এবং ছিনতাই এর মতো কাজের সাথেও জড়িত থাকে। উপরের সবগুলো কাজকে আমরা অর্থনৈতিক কাজ বলব না। উপরের এ কার্যাবলি আমরা দুভাবে ভাগ করি। যেমন- ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি, খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

### ক) অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলি করে থাকে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবন ধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন- শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে- এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রেরণা হলো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব পূরণ করা।

### খ) অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি

যে সম- অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে ভূমিকা রাখতে পারে না। যেমন- পিতামাতার সন্তান লালন-পালন, খেলাধুলা করা, ধার্মিক লোকের ধর্মচর্চা ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ। এ ছাড়া যে সম- কাজে সমাজে বিরূপ ফল বা সমাজ ক্ষতিগ্র- হয় সে সম- কাজ অর্থনৈতিক কাজ নয়। যেমন- চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, দুর্নীতি ইত্যাদি।

## ২.৬ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন আয়ের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। তবে সাম্প্রতিককালে শিল্প খাতের অবদান ক্রমেই বাড়ছে।

**কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি :** বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত। এ দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৫০% ভাগ শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির উপর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। জমিচাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশু পালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

**কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ :** কৃষিকাজ ছাড়াও এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো- পোষাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প ও কল-কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকুরি, রা-ঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ। এ ছাড়া এ দেশের অনেক মানুষ খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালা, বিড়ি তৈরির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকে গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজী, ঝাড়ফুঁক, বন্য প্রাণীর খেলা দেখানো, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের। অতি প্রাচীন কাল থেকে বিচিত্র এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সুখ-স্বা-ন্দ্যে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাে।

**কাজ :** বাংলাদেশের মানুষের কৃষি সংক্রান্ত এবং কৃষি বহির্ভূত ১০টি করে অর্থনৈতিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
২. বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দাও।
৩. সুযোগ ব্যয় ও নির্বাচন চিত্রসহ বুঝিয়ে দাও।
৪. বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো ব্যাখ্যা কর।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
২. সম্পদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৩. দ্রব্য কী?
৪. দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৫. সুযোগ ব্যয় কী?
৬. আয়ের সংজ্ঞা দাও।
৭. সঞ্চয় কী?
৮. বিনিয়োগ বলতে কী বুঝ?
৯. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী?
১০. অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বুঝ?

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি সমষ্টিগত সম্পদ?

ক. ঘরবাড়ি

খ. ডাকঘর

গ. পদ্মা নদী

ঘ. বঙ্গোপসাগর

২. ব্যবসায়ের সুনাম সম্পদ। কারণ এর-

i. অভাব পরণের ক্ষমতা আছে

ii. স্বত্ব পরিবর্তন করা যায়

iii. সাময়িক মালিকানা দেখা যায়



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

রাহেলার একটি সেলাই মেশিন আছে। এর থেকে তাঁর মাসিক আয় ১০,০০০/- টাকা। তিনি পারিবারিক ভরণ পোষণ, সন্তানের শিক্ষা ব্যয় বাদে বাকি টাকা সঞ্চয় পত্রে জমা করেন। সঞ্চয়ের অর্থ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছেন।

৩. রাহেলার নতুন সেলাই মেশিন ক্রয়কে অর্থনীতিতে কী বলে?

ক. সঞ্চয়

খ. মলধন

গ. বিনিয়োগ

ঘ. সুযোগ ব্যয়

৪. রাহেলার শেষোক্ত কাজের মাধ্যমে-

i. পারিবারিক নিরাপত্তা বাড়বে

ii. সন্তানের প্রতি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে

iii. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i ও iii

**সৃজনশীল প্রশ্ন**

১. শফিকদের বাড়িতে কয়েকজন মেহমান এসেছেন। তার মা তাকে ১০০০/- টাকা দিয়ে কিছু মাছ ও মাংস কিনতে বাজারে পাঠান। সে বাজারে গিয়ে দেখে পুরো টাকা দিয়ে ২ কেজি মাছ অথবা ৪ কেজি মাংস কিনতে পারে। অনেক চিন্তার পর সে ১ কেজি মাছ এবং ২ কেজি মাংস ক্রয় করে।

- ক. অধ্যাপক সেলিগম্যানের মতে আয় কাকে বলে?
- খ. শক্তি সমৃদ্ধ বলতে কী বোঝায়?
- গ. শফিকের মাছ-মাংস ক্রয়ের ধারণাটি চিত্রে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শফিকের দুটি দ্রব্য নির্বাচনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২. হাফিজ তাঁর কথার মাধ্যমে সহজেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। মানুষকে সংগঠিত করার দক্ষতা তার অপরিসীম। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মালামাল সংরক্ষণের জন্য সদর ঘাটে তার একটি ঘর আছে। এখান থেকে তাঁর কর্মচারীরা তাঁর কথামতো দেশের বিভিন্ন স্থানে মালামাল সরবরাহ করেন।

- ক. অর্থনৈতিক দ্রব্য কাকে বলে?
- খ. প্রাকৃতিক সমৃদ্ধ বলতে কী বোঝায়?
- গ. হাফিজের সদরঘাটের ঘরটি অর্থনীতিতে কী ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. হাফিজের গুণাবলি কী সমৃদ্ধ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

## তৃতীয় অধ্যায়

### উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য

## Utility, Demand, Supply and Equilibrium

এ অধ্যায়ে উপযোগ, ভোগ, মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি, চাহিদা, বাজার চাহিদা রেখা ও ভারসাম্য দাম নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



প্রত্যাশা করা যাচ্ছে এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- ☐ • ☐ উপযোগের ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • ☐ উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব
- ☐ • ☐ মোট উপযোগ যে প্রান্তিক উপযোগের সমষ্টি তা প্রমাণ করতে পারব
- ☐ • ☐ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি চিত্র সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ দাম ও চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ দাম ও যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • ☐ ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব

### ৩. উপযোগ, চাহিদা, যোগান ও ভারসাম্য

#### ৩.১ উপযোগ, ভোগ ও ভোক্তা

**উপযোগ :** আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। খাবার সামগ্রী, পরিধানের সামগ্রীসহ অনেক কিছুই প্রয়োজন হয়। এগুলো না থাকলে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারিনা। যেমন- খাদ্য, বৈদ্যুতিক, বইপত্র, ডাক্তারের সেবা প্রভৃতি দ্রব্য মানুষের অভাব মেটায়। অতএব, অর্থনীতিতে উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের মানুষের অভাব পরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

**ভোগ :** প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম, ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে কিন্তু এগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না। কেননা আমরা কোনো জিনিস ধ্বংস বা নিঃশেষ করতে পারিনা। আমরা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে এর উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। অতএব অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

**ভোক্তা :** যে ব্যক্তি ভোগ করে তাকে আমরা ভোক্তা বলি। অর্থাৎ কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলা হয়।

**কাজ :** ভোগ ও ভোক্তার মধ্যে ২টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

#### ৩.২ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

##### মোট উপযোগ

বাজারে গিয়ে তুমি খাওয়ার জন্য একাধিক আম কিনতে চাও। ১ম আমটি কিনতে তুমি যে টাকা ব্যয় কর ২য়, ৩য় বা ৪র্থ বার আম ক্রয় করতে তা কর না। কারণ ১ম আমটি ভোগ করার পর তোমার আম খাওয়ার ইচ্ছা অনেকটা পরণ হয়ে যায়। ২য় বার আমের প্রতি তোমার আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ কমে যায়। ৩য়, ৪র্থ আমের ক্ষেত্রে আগ্রহ আরো কমবে। এমন হতে পারে যে, তুমি আর আম কিনবে না। কারণ আম খাওয়ার প্রতি সে সময়ে তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকে না বা তোমার কাছে অতিরিক্ত আমের উপযোগ শূন্য। আম ক্রয় করতে তোমাকে টাকা ব্যয় করতে হয়। ধরি, ১ম আমটি তুমি কিনলে ৮ টাকায়, ২য় আমটি কিনতে তুমি ৭ টাকা দিতে রাজি থাকো, ৩য় আমের জন্য ৬ টাকা দিতে চাও এবং ৪র্থ আমের জন্য ৫ টাকা। এভাবে  $(৮ + ৭ + ৬ + ৫) = ২৬$  টাকা দিয়ে তুমি ৪টি আম কিনলে। টাকাকে উপযোগের মাপকাঠি ধরলে এখানে ৪টি আমের মোট উপযোগ ২৬। অতএব, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিতে মোট উপযোগ বলে। যেহেতু অতিরিক্ত আম থেকে ক্রমান্বয়ে কম তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেহেতু ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

##### প্রান্তিক উপযোগ :

মনে কর তুমি ৩টি আম কিনেছ। এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে। এই অতিরিক্ত ৪র্থ আমটি হলো প্রান্তিক আম। এই প্রান্তিক আম থেকে তুমি যে তৃপ্তি বা উপযোগ খেলে তাই প্রান্তিক উপযোগ। এই আম কিনতে তুমি ৫ টাকা

ব্যয় করলে প্রান্তিক উপযোগ হবে ৫। অর্থাৎ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

### সচির মাধ্যমে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ উপস্থাপন

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৮	৮.০০
২য়	$৮ + ৭ = ১৫$	৭.০০
৩য়	$১৫ + ৬ = ২১$	৬.০০
৪র্থ	$২১ + ৫ = ২৬$	৫.০০
৫ম	$২৬ + ৪ = ৩০$	৪.০০
৬ষ্ঠ	$৩০ + ০ = ৩০$	০.০০
৭ম	$৩০ - ১ = ২৯$	-১.০০

উপরের সচিতে দেখা যায় ১ম আমের দাম যখন ৮ টাকা প্রান্তিক উপযোগ তখন ৮ টাকা। ২য় আম কেনায় ১ম ও ২য় আমের ব্যয় ১৫ টাকা। দুটি আম থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ ১৫। ২য় আম থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৭। এভাবে ৪টি আম থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ২৬। ৪র্থ আমের প্রান্তিক উপযোগ ৫। এভাবে প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ০ ও -১ টাকা। ৭ম আমটির তোমার কাছে কোনো উপযোগ না থাকায় তুমি তা কিনবে না।

**কাজ :** মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের চারটি পার্থক্য লিখ।

### ৩.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

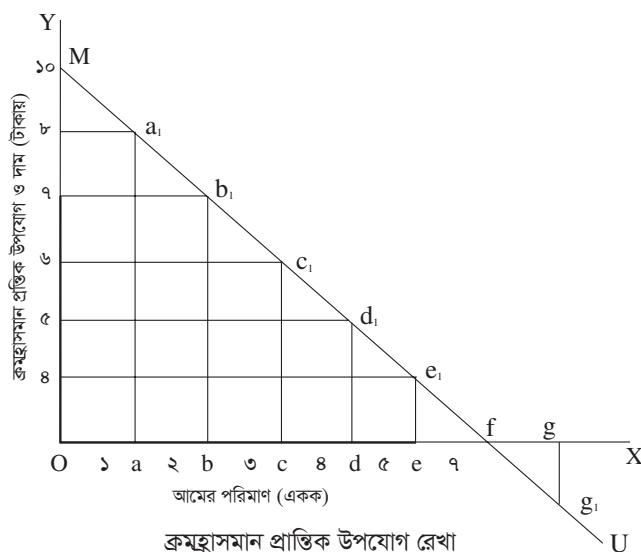
উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে<sup>৩</sup> তুমি বার বার একই পরিমাণ আম খেলে আমের প্রতি তোমার আগ্রহ কমতে থাকে এবং উপযোগও কমে। উপযোগ কমে বলেই তুমি অতিরিক্ত একক আমের জন্য কম দাম দিতে চাও। ৬ষ্ঠ আমের জন্য উপযোগ শূন্য (Zero) এবং ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (Negative)। অর্থাৎ একই জিনিস বার বার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। সুতরাং ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের একক বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাবার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কিছু শর্ত মেনে চলে। তা হলো ক) ভোক্তা হবে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি সম্বল; খ) ভোক্তা চাইলে দ্রব্যের উপযোগ অর্থ দিয়ে পরিমাপ করতে পারে; গ) দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হবে; ঘ) দ্রব্যটি ভোগ করার সময় ভোক্তার আয়, রুচি এবং পছন্দের পরিবর্তন হবে না।

### রেখাচিত্রের সাহায্যে বিধিটির ব্যাখ্যা

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়। চিত্রে ভিন্ন অক্ষে আমের পরিমাপ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ ও দাম পরিমাপ করা হয়েছে।

চিত্র :



চিত্রে তুমি ১ম আম থেকে  $aa_1$  পরিমাণ উপযোগ তথা প্রান্তিক উপযোগ লাভ কর এবং ১ম আমের জন্য ৮ টাকা দাম দাও। ভোগ বাড়ার সাথে সাথে ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম আম থেকে তুমি যথাক্রমে  $bb_1$ ,  $cc_1$ ,  $dd_1$  এবং  $ee_1$  পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ কর। অর্থাৎ ভোগ বাড়ার সাথে সাথে তুমি ২য় আমের জন্য ৭ টাকা, ৩য় আমের জন্য ৬ টাকা, ৪র্থ আমের জন্য ৫ টাকা, ৫ম আমের জন্য ৪ টাকা দিতে রাজি থাকা। ৬ষ্ঠ আমের প্রান্তিক উপযোগ শূন্য এবং ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক অর্থাৎ -১.০০ টাকা। ভবিষ্যৎ রেখার  $f$  বিন্দু শূন্য প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করে। ৭ম আমের প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক (-১ টাকা) বিধায়  $gg_1$  তা নির্দেশ করে। এখানে  $ee_1 < dd_1 < cc_1 < bb_1 < aa_1$ । এ থেকে বুঝা যায় আমের জন্য ভোগ বাড়ার সাথে সাথে তোমার কাছে অতিরিক্ত এককগুলোর উপযোগ ক্রমেই কমে যায়। এবার  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$ ,  $d_1$ ,  $e_1$ ,  $f$  এবং  $g_1$  বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উপযোগ বা MU (Marginal Utility) রেখা পাওয়া যায়। রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী। এখানে লক্ষ্য করা যাবে “Q ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাবে”। সে কারণেই প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি নিম্নগামী।

**৩.৪ চাহিদা, চাহিদা বিধি, চাহিদা সচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন (স্বাভাবিক দ্রব্য) :** আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছু পেতে চাই। গাড়ি, সুন্দর বাড়ি, উন্নত খাবার ইত্যাদি। আমাদের সব আকাঙ্ক্ষা কিন্তু চাহিদা নয়। ভিক্ষকের উদাহরণ দারিদ্রের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখানো। অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। যেমন- ১. কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, ২. ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থিক সামর্থ্য, এবং ৩. অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয়ের ইচ্ছা। সুতরাং ক্রেতার একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে অর্থনীতিতে চাহিদা (Demand) বলে।

**চাহিদা বিধি :** তোমার মা তোমার বাবাকে বাজার থেকে ইলিশ মাছ আনতে বললেন। বাজার থেকে এসে তোমার বাবা বিরক্তির সাথে বললেন, ইলিশ মাছের দাম বেশি তাই কেনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দাম বেড়ে যাওয়ায় তোমার বাবার কাছে ইলিশ মাছের চাহিদা নেই বা কমে গেছে। আবার একদিন তোমার বাবা হঠাৎ দুটি ইলিশ মাছ নিয়ে বাড়ি এলেন এবং হাসিমুখে বললেন আজকে ইলিশ মাছের দাম কম তাই দুটো মাছ নিয়ে এলাম। অর্থাৎ চাহিদার সাথে দামের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।



অতএব চাহিদা বিধি বা সত্ত্র বলতে আমরা বুঝি “অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে।” [দাম (↑) - চাহিদা (↓) আবার দাম (↓) - চাহিদা (↑)]। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হ’ল, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি।

### চাহিদা সচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন

চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি দামের সাথে চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে আবার দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। এ ধারণাটি যখন সচির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে চাহিদা সচি বলে। অতএব, বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয় তা যে তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা সচি বা চাহিদা তালিকা বলে।

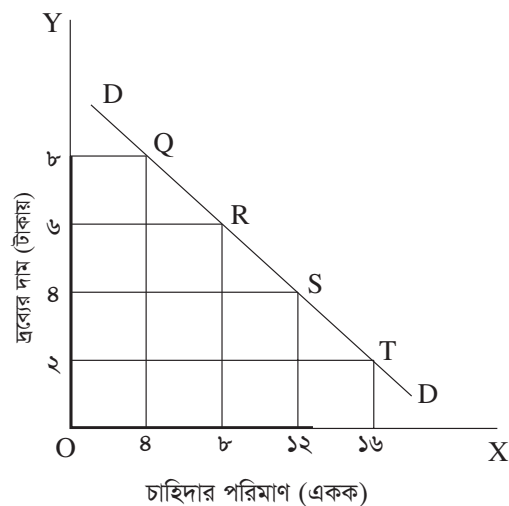
### চাহিদা সূচি বা চাহিদা তালিকা

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
৮.০০	৪
৬.০০	৮
৪.০০	১২
২.০০	১৬

সচিতে দেখা যায়, কোনো দ্রব্যের প্রতি এককের দাম ৮ টাকা হলে একজন ভোক্তা ৪ একক দ্রব্য ক্রয় করে। দাম কমে ৬ টাকা, ৪ টাকা ও ২ টাকা হলে চাহিদা বেড়ে যথাক্রমে ৮ একক, ১২ একক ও ১৬ একক হয়। চাহিদা সূচির মাধ্যমে দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

উপরের এ চাহিদা সচি থেকে আমরা চাহিদা রেখা অংকন করতে পারি।

### চাহিদা রেখা



উপরের রেখাচিত্রে ভমি অক্ষে বা OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে বা OY অক্ষে দ্রব্যের দাম দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক এবং রেখা দুটি Q বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এভাবে R, S ও T বিন্দুতে যথাক্রমে ৬ টাকায় ৮ একক, ৪ টাকায় ১২ একক এবং ২ টাকায় ১৬ একক দ্রব্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার Q, R, S ও T বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা পাবো DD রেখা। এই DD রেখাই চাহিদা রেখা। DD চাহিদা রেখার বিন্দুগুলো দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ নির্দেশ করছে।

এভাবে আমরা চাহিদা বিধি অনুযায়ী চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন করতে পারি। উল্লেখ্য, আমরা এখানে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখা অংকন করেছি। অস্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখাও অংকন করা সম্ভব। যা তোমরা উপরের শ্রেণিতে শিখতে পারবে।

**কাজ :** চাহিদা সচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

### ৩.৫ বাজার চাহিদা রেখা অংকন

একজন ব্যক্তির চাহিদা সচি থেকে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অংকন করা যায়। তেমনি বাজার চাহিদা রেখাও অংকন করা সম্ভব। বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা। আমরা বোঝার সুবিধার্থে ধরে নেব একটি বাজারে ভোক্তার সংখ্যা হলো দুজন। নিচে দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখার মাধ্যমে বাজার চাহিদা রেখা অংকন করা হলো:

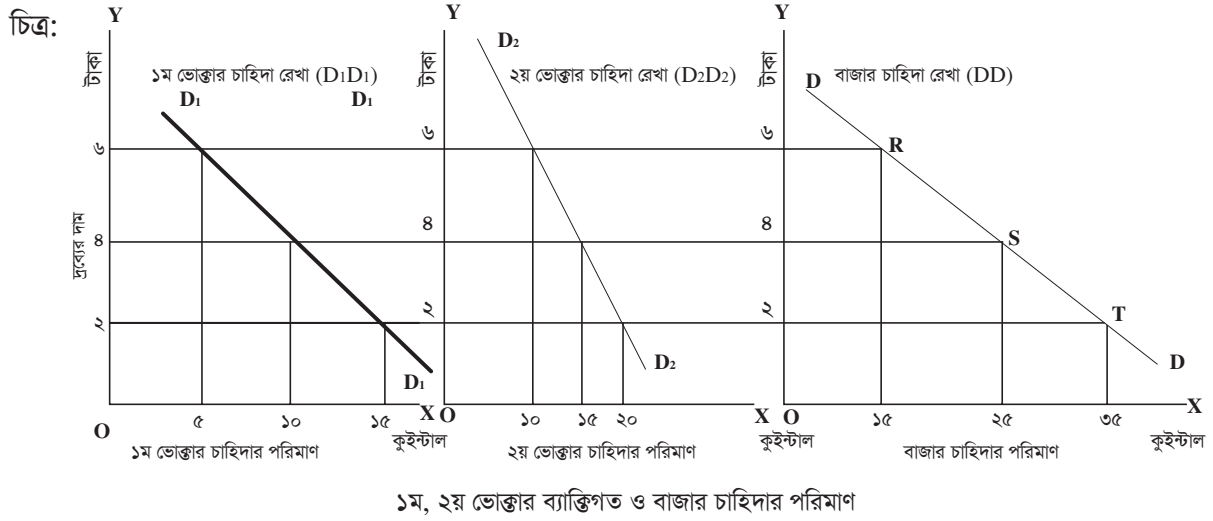
#### বাজার চাহিদা সচি

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা ( $Q_1$ ) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	২য় ভোক্তার চাহিদা ( $Q_2$ ) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	বাজার চাহিদা (Q) ( $Q=Q_1+Q_2$ ) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
৬.০০	৫	১০	১৫
৪.০০	১০	১৫	২৫
২.০০	১৫	২০	৩৫

উপরের সচিতে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদা দেখানো হয়েছে। এ দুজন ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা সূচি থেকে কীভাবে বাজার চাহিদা সচি তৈরি করা হয়েছে তা দেখানো হলো।

কোনো সমজাতীয় দ্রব্য বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ব্যক্তি যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক বা  $C_d$  ' Z থাকে তা যে চাহিদা রেখায় সাহায্যে দেখানো হয় তাকে বলা হয় বাজার চাহিদা রেখা।

১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদা রেখা পাশাপাশি যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা অংকন করা যায়।



উপরের রেখাচিত্রে বাজারের ১ম ও ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা হলো যথাক্রমে  $D_1D_1$  ও  $D_2D_2$ । দ্রব্যের দাম যখন ৬ টাকা তখন ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৫ কুইন্টাল ও ১০ কুইন্টাল এবং বাজার চাহিদা হবে (৫ কুইন্টাল + ১০ কুইন্টাল) বা ১৫ কুইন্টাল। যা বাজার চাহিদা রেখায় R বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। দাম কমে ৪ টাকা ও ২ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত চাহিদা যথাক্রমে (১০ কুইন্টাল + ১৫ কুইন্টাল) বা ২৫ কুইন্টাল এবং (১৫ কুইন্টাল + ২০ কুইন্টাল) বা ৩৫ কুইন্টাল যা বাজার চাহিদা রেখায় S ও T বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এবার আমরা R, S ও T বিন্দু যোগ করে DD চাহিদা রেখা অংকন করি। এটি বাজার চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত।

### ৩.৬ যোগান, যোগান বিধি, যোগান সচি থেকে যোগান রেখা অংকন

**যোগান :** বাজারে গেলে আমরা দেখব বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে বিক্রেতাগণ দোকান সাজিয়ে রেখেছেন। তবে আমরা এটাকেই যোগান বা সরবরাহ বলব না। অর্থনীতিতে যোগান বলতে একজন বিক্রেতা কোনো একটি দ্রব্যের যে পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট দামে সরবরাহ করতে ইচ্ছুক ও সমর্থ থাকে তাকে যোগান বলে। উল্লেখ্য- একটি দ্রব্য, একটি নির্দিষ্ট সময় ও একটি নির্দিষ্ট দাম এখানে বিবেচ্য। অতএব, বিক্রেতা যে দামে দ্রব্যের যে পরিমাণ সরবরাহ করতে ইচ্ছুক তাকেই অর্থনীতিতে যোগান (Supply) বলে।

### যোগান বিধি

আমরা প্রতিনিয়ত বাজারে জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি। একজন বিক্রেতা কখন তার দ্রব্যটি বিক্রয় করতে আগ্রহী হবেন? অবশ্যই ঐ দ্রব্যের দাম যখন বাজারে সবচেয়ে বেশি তখনই একজন বিক্রেতা তার পণ্য বিক্রয় করতে চাইবেন। ধরো, আলুর কেজি যখন ১৫ টাকা তখন বিক্রেতা ২ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করে। দাম বেড়ে ২০ টাকা কেজি হলে বিক্রেতা বেশি পরিমাণে আলু সরবরাহ করতে চায়। মনে করি, তখন সরবরাহ হবে ৩০ কুইন্টাল। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমার সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ কমে যায়। অতএব দাম ও যোগানের সম্বন্ধ সম্মুখী। দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয় যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে (যেমন, প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত), দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

### যোগান সচি থেকে যোগান রেখা অংকন

দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের এ সম্মুখী পরিবর্তনকে যোগান সচিতে দেখানো যায়।

যোগান সচির একদিকে দ্রব্যের দাম এবং অন্যদিকে দ্রব্যের যোগান গাণিতিকভাবে দেখানো হলো।

#### যোগান সচি

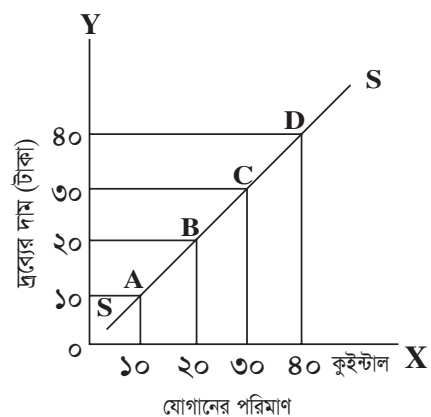
প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কুইন্টাল)
১০.০০	১০
২০.০০	২০
৩০.০০	৩০
৪০.০০	৪০

সচিতে দেখা যায় কোনো দ্রব্যের প্রতি কেজি দাম ১০ টাকা হলে তার যোগান হয় ১০ কুইন্টাল। দাম বেড়ে ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল ও ৪০ কুইন্টাল। এভাবে যোগান সচিতে যোগান বিধি প্রতিফলিত হয়।

### যোগান রেখা

কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের এ সম্মুখী পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে।

যোগান সচি থেকে কীভাবে যোগান রেখা অংকন করা যায় তা নিচে দেখানো হলো।



চিত্রে OX বা ভূমি অক্ষে দ্রব্যের যোগান বা পরিমাণ ও OY বা লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হলো। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল। যা মিলিত হয়েছে A বিন্দুতে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৪০ টাকা তখন দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল, ৩০ কুইন্টাল এবং ৪০ কুইন্টাল। বিন্দুগুলো মিলিত হয়েছে যথাক্রমে B, C এবং D বিন্দুতে। এবার আমরা A, B, C ও D বিন্দুগুলোকে যোগ করলে পাবো SS রেখা যাকে যোগান রেখা বলা হয়।

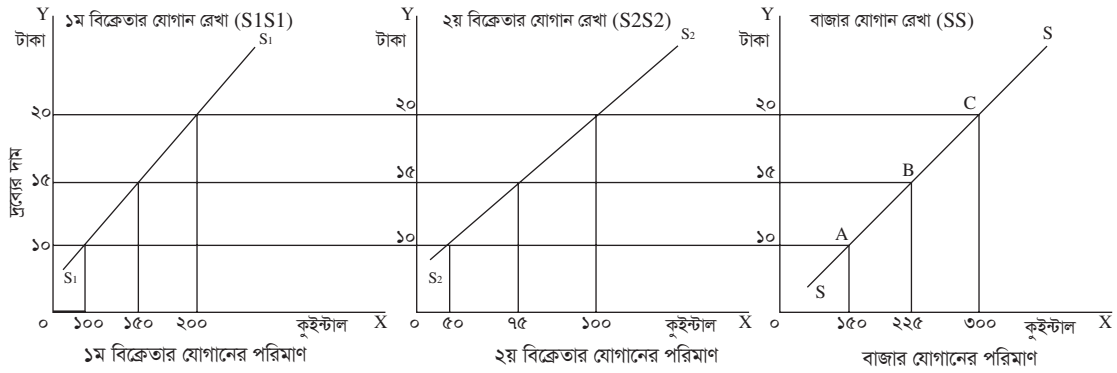
### ৩.৭ বাজার যোগান রেখা অংকন

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেন তাকে ব্যক্তিগত যোগান বলে। অন্যদিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বাজারের সব বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেন তাকে বাজার যোগান বলে। সব বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগানসমূহ যোগ করে বাজার যোগান সচি তৈরি করা যায়। নিচে একটি সংক্ষিপ্ত ও সরলীকৃত বাজার যোগান সচি দেখানো হলো-

#### বাজার যোগান সচি

দ্রব্যের দাম (টাকা)	১ম বিক্রেতার যোগান ( $S_1$ ) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	২য় বিক্রেতার যোগান ( $S_2$ ) দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)	বাজার যোগান ( $S$ ) $S=S_1+S_2$ দ্রব্যের একক (কুইন্টাল)
১০.০০	১০০	৫০	১৫০
১৫.০০	১৫০	৭৫	২২৫
২০.০০	২০০	১০০	৩০০

উপরের টেবিলে ১ম ও ২য় বিক্রেতার দ্রব্যের যোগান দেখানো হয়েছে। এ দুজন বিক্রেতার যোগানকৃত দ্রব্য দিয়ে কীভাবে বাজারে যোগান রেখা অংকন করা যায় তা দেখানো হলো-



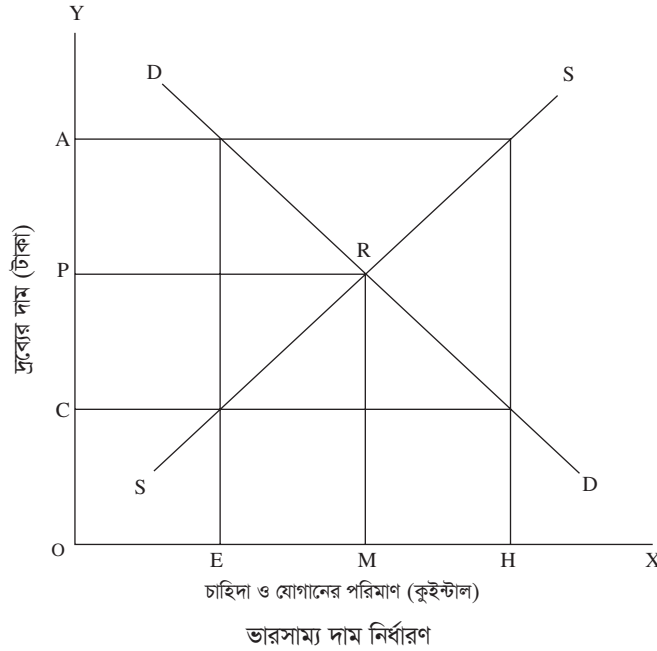
১ম, ২য় ভোক্তার ব্যক্তিগত ও বাজার যোগানের পরিমাণ

উপরের রেখা চিত্রে ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান রেখা হলো যথাক্রমে  $S_1$  ও  $S_2$ । দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন ১ম ও ২য় বিক্রেতার সরবরাহের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০ ও ৫০ কুইন্টাল এবং বাজার যোগান হবে  $(100+50) = 150$  কুইন্টাল। যা চিত্রে A বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম বেড়ে ১৫ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৫০ ও ৭৫ কুইন্টাল এবং বাজার যোগান  $(150+75) = 225$  কুইন্টাল। যা চিত্রে B বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম আরো বেড়ে ২০ টাকা হওয়ায় ১ম ও ২য় বিক্রেতার যোগানের পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০০ ও ১০০ কুইন্টাল। মোট যোগানের পরিমাণ হবে  $(200+100) = 300$  কুইন্টাল। যা চিত্রে C বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এবার A, B এবং C বিন্দু যোগ করে আমরা SS রেখা অংকন করি। যা বাজার যোগান রেখা হিসেবে পরিচিত।

**কাজ :** যোগান সচি ও যোগান রেখার মধ্যে ৩টি পার্থক্য উল্লেখ কর।

### ৩.৮ ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

বাজারের একটি সাধারণ দৃশ্য হলো ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে দর কষাকষি করা। ক্রেতা চেষ্টা করে সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যটি ক্রয় করতে। আবার, বিক্রেতা চেষ্টা করে সর্বোচ্চ দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে। ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির ফলে এমন একটি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয় যেখানে তার চাহিদা ও যোগান  $Q_d = Q_s$  সমান। যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।



উপরের রেখা চিত্রে ভমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। রেখাচিত্রে বাজার চাহিদা রেখা DD এবং বাজার যোগান রেখা SS অঙ্কন করা হয়েছে।

ধরো, OA দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে OE ও OH। এ দামে চাহিদা থেকে যোগানের পরিমাণ বেশি। চাহিদা থেকে যোগান বেশি হলে দামের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি হবে। ফলে দাম কমে OA থেকে OP তে আসবে। যেখানে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। আবার দাম যদি OC হয় তাহলে যোগানের পরিমাণ OE এবং চাহিদার পরিমাণ OH। অর্থাৎ এখানে যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ বেশি ফলে দ্রব্যের দাম অবশ্যই বাড়বে এবং দাম OP তে গিয়ে স্থির হবে। যেখানে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ  $Q_d = Q_s$  সমান। এভাবে দেখা যায় দাম যখন OP হয় কেবল তখনই চাহিদা ও যোগানের মোট পরিমাণ সমান অর্থাৎ OM। অতএব OP দামে চাহিদা ও যোগান সমান থাকে এবং দাম বাড়া কিংবা কমার কোনো প্রবণতা থাকে না। কাজেই OP হলো ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য পরিমাণ হলো OM। R বিন্দুতে DD এবং SS  $Q_d = Q_s$  কে ছেদ করে। R ছেদ বিন্দুতে নির্দেশিত হলো ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য পরিমাণ।

**কাজ :** ভারসাম্য বিন্দু থেকে দাম কেন নড়াচড়া করে না? কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।



## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উপযোগ কী?
২. ভোগ ও ভোক্তা বলতে কী বুঝ?
৩. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বুঝ?
৪. চাহিদার সংজ্ঞা দাও। চাহিদার বিধিটি কী?
৫. বাজার চাহিদা রেখা কী?
৬. যোগান বিধিটি কী?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ক্রমহাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি আলোচনা কর।
২. একটি চাহিদা সচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন কর।
৩. একটি বাজার চাহিদা সচি থেকে একটি বাজার চাহিদা রেখা অংকন কর।
৪. একটি যোগান সচি থেকে যোগান রেখা অংকন কর।
৫. একটি বাজার যোগান সচি থেকে একটি বাজার যোগান রেখা অংকন কর।
৬. চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণের বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অর্থনীতিতে চাহিদার শর্ত কয়টি?

- |      |      |
|------|------|
| ক. ২ | খ. ৩ |
| গ. ৪ | ঘ. ৫ |

২. বাজার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নিচের কোন শর্তটি আবশ্যিক?

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| ক. যে বিন্দুতে চাহিদা = যোগান | খ. যে বিন্দুতে চাহিদা > যোগান      |
| গ. যে বিন্দুতে যোগান > চাহিদা | ঘ. যে বিন্দুতে যোগান $\neq$ চাহিদা |

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাহসীন স্কুলে গিয়ে পেয়ারা কিনে খেল। তার পেয়ারার উপযোগ সচি নিচে দেওয়া হলো-

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১	৫	৫
২	৯	৪
৩	১২	<input type="text"/>

৩. তাহসীনের ৩য় পেয়ারার প্রান্তিক উপযোগ কত?

ক. ৫ টাকা

খ. ৪ টাকা

গ. ৩ টাকা

ঘ. ২ টাকা

৪. তাহসীনের উক্ত আচরণে-

i. স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে

ii. পেয়ারার প্রতি আকর্ষণ অপরিবর্তিত রয়েছে

iii. পেয়ারার প্রতি প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বশির সাহেবের আয় সীমিত। তাঁর ক্ষেত্রে 'X' দ্রব্যের চাহিদা সচি দেওয়া হলো-

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (কুইন্টাল)
২০ টাকা	৫
১৫ টাকা	১০
১০ টাকা	১৫

ক. উপযোগ কাকে বলে?

খ. মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে একটি সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর।

- গ. 'X' দ্রব্যের চাহিদা সচি থেকে চাহিদা রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'X' দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে বশির সাহেবের আচরণে কিরূপ পরিবর্তন হতে পারে? মতামত দাও।
২. রহিম বাজারে গিয়ে দেখে আলুর দাম প্রতি কেজি ২৫ টাকা। সে ১২০ কেজি আলু কিনে, কিন্তু করিম একই দামে ১৬০ কেজি আলু বিক্রি করতে চায়। পরদিন আলুর দাম কমে ২০ টাকা হওয়াতে রহিম ১৪০ কেজি আলু কেনে এবং করিম ১৪০ কেজি আলু বিক্রি করে।
- ক. চাহিদা কাকে বলে?
- খ. চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. করিমের আলুর যোগান রেখা অংকন করে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কী মনে কর রহিম ও করিম আলুর বাজারে ভারসাম্য দামে পৌঁছাতে পেরেছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

## চতুর্থ অধ্যায়

### উৎপাদন ও সংগঠন

### Production & Organisation

উৎপাদন ও সংগঠন একই ধরনের দুটি বিষয়। শরবত একটি উৎপাদিত দ্রব্য। শরবত তৈরি করতে পানি, চিনি, লেবু ইত্যাদির প্রয়োজন। উপকরণ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদন বা উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি করা যায়। আর এ কাজটি করে থাকে সংগঠন। উৎপাদন করতে উপকরণ যেমন পানি, চিনি, লেবু লাগে, কীভাবে উৎপাদন করবে তার একটি পরিকল্পনা করতে হয়, উৎপাদন করার সময় বিভিন্ন জন বিভিন্ন কাজ করেন— যোগ্যতা অনুযায়ী এই কাজগুলো বণ্টন করতে হয়, উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য বাজারে নিতে হয়। এ ধরনের কাজগুলো করে সংগঠন। সংগঠন দক্ষ না হলে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না।



আশা করা যায় যে এই অধ্যায়ের পাঠশেষে আমরা—

- ☐ ● ☐ উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ উৎপাদনের সাথে উৎপাদকের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ উৎপাদনের উপকরণসমূহ বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ সংগঠন ও এর বিকাশ আলোচনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ প্রকাশ্য ব্যয় ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় চিহ্নিত করতে পারব
- ☐ ● ☐ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- ☐ ● ☐ উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড এবং উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হব
- ☐ ● ☐ ক্রমহাসমান উৎপাদন বিধিটি সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারব

## ৪.১ উৎপাদন ও উৎপাদক (Production and Producer)

উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় মূল্য থাকতে হবে। আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। যেমন-আটা, লবণ, পানি, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করে রুটি বানানো হয়। রুটি একটি উৎপাদিত নতুন দ্রব্য। রুটি খেয়ে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করি বা তৃপ্তি পাই। অর্থাৎ রুটি তৈরি করে উপযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা টাকা বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে রুটি পেতে পারি। অর্থাৎ নতুন দ্রব্য রুটির বিনিময় মূল্য আছে। ব্যবসা করার জন্য রুটি বানানো হলে অনেক সময় রুটিগুলো বাজারে নিয়ে যেতে হয়। উপকরণ সংগ্রহ থেকে বাজারে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সব কাজ তদারকি করে সংগঠন। যেমন কী উপকরণ লাগবে, কোথা থেকে উপকরণ আনবে, কে আনবে, কে লবণ, আটা, পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করবে, কে রুটি বেলেবে, কে ছাঁকবে, কে বাজারে নিবে, কত দামে বেচবে, এই সবই দেখে সংগঠন। সব কিছু সংগঠন দক্ষতার সংগে তদারকি না করতে পারলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ থেকে সর্বোপরি পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হবে না। একই ব্যক্তি সংগঠক এবং উৎপাদক হতে পারে। উৎপাদন বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পাঁচ ভাগে দেখানো যায়। যেমন-

১. **রূপগত উৎপাদন :** দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উৎপাদন বলে। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উৎপাদন।
২. **স্থানগত উৎপাদন :** কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন, বনের কাঠ সাধারণত বনের আশেপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এই কাঠ দিয়ে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পারে- ফলে এর উপযোগ বাড়ে। আবার বনে ফুলের তেমন কদর নেই। কিন্তু সেই ফুল সহ গাছ শহরের বাড়ির আঙিনায় রাখলে এর কদর বাড়ে অর্থাৎ উপযোগ বাড়ে।
৩. **সময়গত উৎপাদন :** সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন ও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উৎপাদন বলে। যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মৌসুমে ফলন বেশি হয়। আবার এই সময়ে ধানের দাম কম থাকে। এ সময় ধান মজুদ করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।
৪. **সেবাগত উৎপাদন :** মানুষ তার সেবা দ্বারা যে উৎপাদন সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উৎপাদন বলে। শিক্ষক শিক্ষাদান করে শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে, ডাক্তার চিকিৎসা দিয়ে মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে বা উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখে বা বৃদ্ধি করে।
৫. **মালিকানাগত উৎপাদন :** কোনো কোনো অর্থনৈতিক দ্রব্য ও সেবার মালিকানা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উৎপাদন সৃষ্টি করা যায়। যেমন, অব্যবহৃত জমি কিনে একজন কৃষক চাষাবাদ করে উৎপাদন করতে পারে অথবা ব্যবহৃত জমি কিনে ভালোভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে পারে।

উপরে তোমরা উৎপাদনের ধারণা পেলে। এবার তোমরা জানতে পারবে এই উৎপাদনের কাজটি কে বা কারা করে। রমজান আলী একজন কৃষক। তাঁর ৩ বিঘা কৃষিজমি রয়েছে। এই জমিতে রমজান এক ঋতুতে ধান উৎপাদন করেন, অন্য ঋতুতে গম উৎপাদন করেন। ধান ও গম উৎপাদনের মাঝখানে সবজি চাষ করেন। সব উৎপাদনের জন্য উপকরণ হিসাবে বীজ, সার, পানি, কীটনাশক, ধান-গম কাটা ও মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

জনাব তাহের আলী একটি গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন করে অনেক নারী-পুরুষ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করলেন। তাঁর শিল্পে উৎপাদিত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করে তিনি অনেক আয় করেন। শিল্পে নিয়োজিত সব শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

**কাজ :** (১) উপকরণ ও সূচ-দ্রব্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

**কাজ :** (২) নিচের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উৎপাদনের প্রকারভেদ অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস কর।

(ক) মাছের পুকুর, (খ) সৈনিকের কাজ, (গ) পিতামাতার আদর স্নেহ, (ঘ) বাবার মর্যাদা সন্তানকে প্রদান (ঙ) লোহা পিটিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি, (চ) গম থেকে আটা, (ছ) আখ থেকে চিনি, (জ) ধান থেকে চাল, চাল থেকে পিঠা, (ঝ) গ্রামের কলা, djgg, সবজি শহরে পৌঁছানোর, (ঞ) অগ্রহায়ন মাসের আলু আষাঢ় মাসে বিক্রি ইত্যাদি।

**কাজ :** (৩) রমজান আলীকে একজন উৎপাদক না সংগঠক বলবে তা উল্লেখ কর।

**কাজ :** (৪) বেকার সমস্যা সমাধানে তাহের আলীর ভূমিকা লিখ।

## ৪.২ উৎপাদনের উপকরণ (Factors of Production)

মনে কর তোমার এলাকায় গম, আলু, কলা, ধান, ইত্যাদি কৃষিপণ্য এবং কাপড়, বিস্কিট, পাস্টিক ইত্যাদি শিল্পপণ্য উৎপাদন হয়। এই কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে অনেকগুলো উপকরণের প্রয়োজন হয়। কৃষকের ধান উৎপাদন করতে জমি, বীজ, সার, পানি, সেচ, শ্রমিক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পপণ্যের জন্য কারখানা, বিল্ডিং, কাপড়, সুতা, মেশিন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ময়দা, চিনি, তৈল, শ্রমিক লাগে। এসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে আবার প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, আলো-বাতাস, পরিবেশ, খনিজ দ্রব্য, সূর্য কিরণ, পানি, আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। এখানে যেসব দ্রব্যের কথা বলা হলো এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ। অতএব কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য যেসব দ্রব্য বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ বলে।

উৎপাদনের উপকরণ মূলত চার ধরনের হয়। যেমন, ১. ভূমি (Land), ২. শ্রম (Labour), ৩. মূলধন (Capital), এবং ৪. সংগঠন (Organisation)

- ১. ভূমি :** উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলে। যেমন, জমি, মাটি, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্য কিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া প্রভৃতি সব রকম প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত।
- ২. শ্রম :** উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষী, জেলে, কামার, কুমার, তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। আবার অফিস আদালতের কর্মচারী-কর্মকর্তার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেও শ্রম বলা হয়। একইভাবে শিক্ষকের শিক্ষাদান, ডাক্তারের সেবা ও উকিলের পরামর্শও শ্রম।
- ৩. মূলধন :** মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন-যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।



**৪. সংগঠন :** সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলে। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। সমন্বয় ঘটানো এবং কাজ পরিচালনাকে ব্যবস্থাপনাও বলা হয়। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। তাই উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ, যেমন, কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম, মূলধন, একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা এসবই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন এ চারটি উপকরণের যৌথ অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে উৎপাদন সম্ভব নয়। অবশ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে সব উপকরণের গুরুত্ব একরকম নয়। অবস্থাভেদে কোনো উপকরণ বেশি আবার কোনো উপকরণ কম প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান ও জনবহুল দেশ বলে এখানে মূলধনের তুলনায় ভূমি ও শ্রমের গুরুত্ব বেশি। আবার উন্নত শিল্প প্রধান দেশ যেমন-যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশে ভূমি ও শ্রমের তুলনায় মূলধনের গুরুত্ব বেশি।

**কাজ :** (১) দেশের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনের উপকরণসমূহ কী কী হতে পারে?

দেশের নাম উৎপাদনে ব্যবহৃত	গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ
বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ	.....
জাপান শিল্পনির্ভর দেশ	.....

**কাজ :** (২) উৎপাদন খাতে অধিক গুরুত্ব অনুযায়ী উপকরণগুলো সাজাও।

উৎপাদন খাত	অধিক গুরুত্বের ভিত্তিতে উপকরণগুলো হে"০
কৃষি	.....
শিল্প	.....

### ৪.৩ সংগঠন ও এর বিকাশ (Organisation and Its Development)

আয়েশা বেগম তাঁর সংসারের যাবতীয় কাজের ফাঁকে বাড়িতে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। এই খামার থেকে সারা বছরই কমবেশি ডিম উৎপাদন হয়। এক বছর পর সরকারি মাছের খামার দেখতে যান আয়েশা এবং এর পর থেকে তাঁর মাথায় হাঁস-মুরগির খামারের পাশাপাশি মাছ চাষ করার আগ্রহ জাগে। এক বছরে হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রির নীট আয় বিশ হাজার টাকা দিয়ে তিনি বাড়ির পাশে ২ বিঘা জমিতে পুকুর করে বিভিন্ন জাতের মাছ চাষ শুরু করেন। দুটি খামারে নতুন করে কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ পায়। হাঁস-মুরগির খামার থেকে ডিম বিক্রি এবং এক বছর পরে পুকুরের মাছ বিক্রি শুরু হলে আয়েশার উপার্জন বাড়তে থাকে। তিনজন সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং সংসারের অন্যান্য যাবতীয় খরচ মিটিয়ে আয়েশার সঞ্চয়ও বাড়তে থাকে। আয়েশার কাজকর্ম বাড়ায় তাঁর স্বামী রহমত আলী শহরের চাকুরি ত্যাগ করে গ্রামে ট্রীর খামারে যোগ দেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় তাঁরা বেশ কিছু জমি, হাঁস-মুরগি এবং মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। ১২ জন নারী-পুরুষ শ্রমিকও নিয়োগ করেন। প্রত্যেক শ্রমিকের কাজও বুঝিয়ে দেন তাঁরা। আয়েশা এবং রহমত পালক্রমে শ্রমিক কর্মচারী এবং খামারসমূহ তদারক করেন। ডিম ও মাছ বাজারজাত করে বেচা-কেনার ব্যবস্থাও করেন তাঁরা। তাদের সাফল্য দেখে গ্রামের অনেকে তাঁদের অনুসরণ করে গ্রাম ও এলাকা

জুড়ে হাঁস-মুরগির খামার এবং মাছ চাষ শুরু করেন। ডিম ও মাছ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে পাইকার নিয়মিত আসে আয়েশার গ্রামে। কয়েক বছরে এলাকাটি কৃষি, হাঁস-মুরগির খামার ও মাছ চাষাবাদ করে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করে। এলাকায় এখন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হাঁস-মুরগি ও মাছ উৎপাদন করা যায়।

আমরা কি বলতে পারি যে আয়েশা বেগম একজন সংগঠক? তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা কি বিকাশ লাভ করেছে?

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করাকে সংগঠন বলে। সত্যিকার অর্থে সংগঠন ছাড়া উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা প্রায় অসম্ভব। আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতা অনুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই কার্য সম্পাদনে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন। সুতরাং সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়ের ভিত্তি।

সংগঠনের বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে ধরে রাখা এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখা তৈরি সাংগঠনিক কাঠামোর কাজ। তাছাড়া বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বণ্টন, নিয়ম-শৃংখলা গড়ে তোলা ইত্যাদি সাংগঠনিক কাঠামোর অঙ্গ। ব্যবসায়ের আয়তন, উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পের প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিকের দক্ষতা প্রভৃতির উপর ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামো নির্ভরশীল।

ব্যবসায়ের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শাখার কাজকর্ম নির্দিষ্ট করে ভারপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন ও অধীন কর্মীদের পদগুলো ক্রমানুসারে সাজালে তা হতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কাঠামোর যে সূচক চিত্র পাওয়া যায় তাকে সংগঠনের চিত্র বলে। সংগঠন ব্যবস্থাপনা যত সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশি হবে। সুতরাং সংগঠনই হলো ব্যবসায়ের মৌলিক ও প্রধান বিষয়।

**কাজ :** সাংগঠনিক কাজের একটি তালিকা তৈরি কর।

একটি ভালো সংগঠনের কতগুলো প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্য থাকে। তা হচ্ছে—

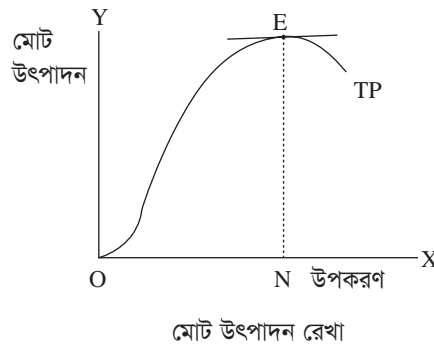
১. **ব্যবসার উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি :** সংগঠনের প্রথম ধাপে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ধারণ করতে হয়। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি অনুসারে ব্যবসায়ের সাংগঠনিক রূপ তৈরি করতে হয়। এই উদ্দেশ্য সম্ভাব্যর মধ্যে কোনটি মুখ্য, কোনটি গৌণ, কোনটি স্বল্পমেয়াদি এবং কোনটি দীর্ঘমেয়াদি তা নির্ধারণ করে নিতে হয়।
২. **ব্যবসার কার্যাবলি নির্ধারণ :** ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি ঠিকমতো নির্ধারণ করার পর ব্যবসায়ের সমগ্র কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, অর্থসংস্থান, শ্রমিক-কর্মী নিয়োগ, শ্রমিক-কর্মী সম্পর্ক প্রভৃতি। সেজন্য প্রয়োজন হয় হিসাবরক্ষণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার, পণ্য মজুদ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
৩. **কার্যাবলির বিভাগ :** কার্যাবলি বিশ্লেষণের পর কাজের ধরন ও উদ্দেশ্যের মিল অনুযায়ী কাজগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। একই বিভাগের সহায়ক কাজ গুলোকে আবার উপ-বিভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, উৎপাদন বিভাগ, ক্রয় বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ, হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রচার বিভাগ ইত্যাদি। অনেক সময় কোনো কোনো ব্যবসা আঞ্চলিক ভিত্তিতেও ভাগ করা হয়। কয়েকটি শাখা একত্রে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে গণ্য হয়।

৪. **কর্তব্য বণ্টন** : ব্যবসায়ের প্রতিটি কর্মীর উপর একটি নির্দিষ্ট কাজের ভার অর্পণ করা হয়। অভিজ্ঞতা, ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে প্রতিটি বিভাগে ও উপবিভাগের প্রতিটি কর্মীর সুনির্দিষ্ট কর্তব্য স্থির করা হয় এবং যে কর্মী যে কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ তাকে সেই কাজই দেওয়া হয়।
৫. **কর্তৃত্ব ও ভার বণ্টন** : ভার অর্পণ বলতে কর্তব্য পালনের উপযুক্ত কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করাকে বোঝায়। প্রতিটি কর্মীকে স্বাধীনভাবে, নির্বিঘ্নে এবং যথাযথভাবে কাজ করার অধিকার দিতে হয়। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার একাংশ তাঁর অধীন কর্মীকে অর্পণ করেন। আবার অধীন কর্মী তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকেন। দুটি ভিন্নমুখী প্রবাহ অব্যাহত থাকলে সংগঠন সফল হয়।

### ৪.৪ মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন (Total, Average and Marginal Production)

কমল বাবু তাঁর এক বিঘা জমিতে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬০০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করেন। এখানে গড়ে শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এই শ্রমিক প্রতি ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে গড় উৎপাদন বলে। পরের মৌসুমে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৬৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদন হয়। এখানে গত বছরের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৫৫ কুইন্টাল। এই ৬৫৫ - ৬০০ = ৫৫ কুইন্টাল গম উৎপাদনকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। অর্থাৎ অতিরিক্ত একজন (১১তম) শ্রমিক নিয়োগ করায় উৎপাদন বাড়ল ৫৫ কুইন্টাল। ১১তম শ্রমিক হলো প্রান্তিক শ্রমিক। সুতরাং প্রান্তিক শ্রমিকের উৎপাদন হলো ৫৫ কেজি। তাহলে এখানে ৬০০ কুইন্টাল হ'ল মোট উৎপাদন, ৬০ কুইন্টাল হ'ল গড় উৎপাদন এবং ৫৫ কুইন্টাল হ'ল প্রান্তিক উৎপাদন। মোট, গড় এবং প্রান্তিক উৎপাদনকে চিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো।

**মোট উৎপাদন** : বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের প্রভাবে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে।



চিত্রে TP (Total Production) রেখা দ্বারা মোট উৎপাদন বোঝানো হয়েছে। মাত্র একটি উপকরণ ON পরিমাণ নিয়োগ করে E বিন্দুতে সর্বোচ্চ NE পরিমাণ মোট উৎপাদন হয়।

**গড় উৎপাদন** : মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। (এখানে আমরা উপকরণ হিসেবে শ্রমিক নিয়েছি। অন্য উপকরণ নিয়েও গড় উৎপাদন বের করা যায়)।

$$\text{গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

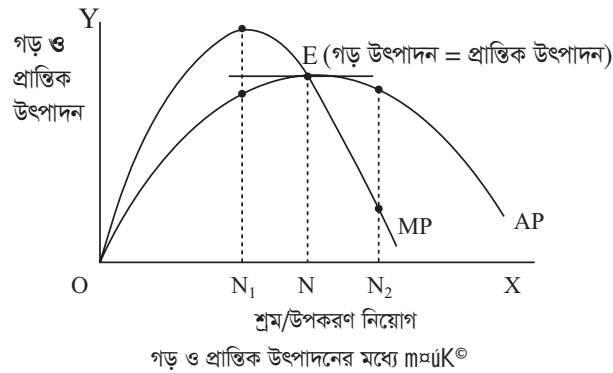
**প্রান্তিক উৎপাদন :** এক একক উৎপাদনের উপকরণের পরিবর্তনের (অর্থাৎ শ্রম বা মূলধন) ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। শ্রম ব্যবহার করলে শ্রমের বা মূলধন ব্যবহার করলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বলব। অর্থাৎ উপকরণ বা শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। পরের পৃষ্ঠার সারণি থেকে দেখা যায় শ্রম উপকরণ ১০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০ হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১০ থেকে ২২ কুইন্টাল হয়। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হ'ল  $Q(22-10) = 12$  কুইন্টাল। একইভাবে উপকরণ নিয়োগ ৩০ এ বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন দাঁড়ায় ৩০ কুইন্টাল। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন হলো  $(30-22) = 8$  কুইন্টাল।

**গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্বন্ধ :** উৎপাদন ব্যবস্থায় গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে। নিম্নের চিত্রে AP হ'ল গড় উৎপাদন রেখা এবং MP হ'ল প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। চিত্রে দেখা যাবে

১. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এজন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে। চিত্রে ON<sub>1</sub> উপকরণ নিয়োগ -এ প্রান্তিক উৎপাদন, গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি।

২. প্রান্তিক উৎপাদন যখন কমতে থাকে তখন গড় উৎপাদনও কমতে থাকে। এ অবস্থায় গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার উপরে থাকে। চিত্রে ON<sub>2</sub> উপকরণ নিয়োগ -এ গড় উৎপাদন, প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়।

৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুকে ছেদ করে। অর্থাৎ গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়। চিত্রে ON উপকরণ নিয়োগ -এ E বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান।



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম উপকরণ নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ON পরিমাণ উপকরণ নিয়োগের পর্বে ON<sub>1</sub> উপকরণ নিয়োগ -এ MP, AP উভয়ই বৃদ্ধি পায়, তবে MP বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থাকে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান -এর বলে। ON উপকরণ নিয়োগ -এ AP সর্বোচ্চ হয় এবং AP ও MP সমান হয়। আবার ON উপকরণ নিয়োগের পর যেমন ON<sub>2</sub> উপকরণ নিয়োগ -এ AP, MP উভয় কমতে থাকে, তবে AP এর চেয়ে MP বেশি হারে কমে। অতএব গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে তিন ধরনের সম্বন্ধ হ'ল প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম পর্যায়ে গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি, তারপর প্রান্তিক উৎপাদন = গড় উৎপাদন এবং পরবর্তীতে প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে কম হয়।

### ৪.৫ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Marginal Returns)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি বাড়ালে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ ব্যবহারের সাথে উৎপাদন বাড়ার এ নিয়মকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গেলে এই বিধিটি কার্যকর হয়। উল্লেখ্য, প্রথম দিকে উপকরণ বাড়ানোর তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়েতে পারে। মনে করি আমাদের ভূমি ও শ্রম দুটি উপকরণ আছে। ভূমির পরিমাণ স্থির। প্রথমে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকে। একারণে প্রান্তিক শ্রমের বৃদ্ধির চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি হয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করতে থাকলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। এর কারণ হলো অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করায় প্রতি একক শ্রমের জন্য ভূমি কম থাকে। ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। একে বলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। নিম্নের সচি ও চিত্রের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা যায়।

সচির মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি :

ভূমি (ভূমির পরিমাণ স্থির)	শ্রম উপকরণ (শ্রমিকের শ্রম ঘণ্টা)	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১০	A	১০ "	১০ "
১ "	২০	B	২২ "	১২ "
১ "	৩০	C	৩০ "	৮ "
১ "	৪০	D	৩৪ "	৪ "

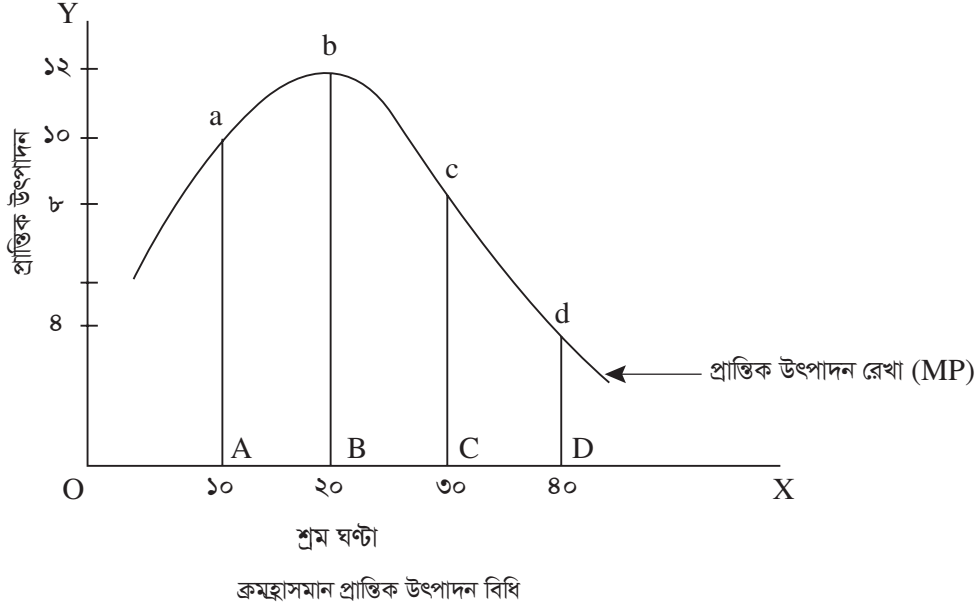
শ্রম ঘণ্টা = ১০, ২০, ৩০, ৪০।

একজন শ্রমিকের এক ঘণ্টার কাজকে এক শ্রম ঘণ্টা বলে।

উপরের সূচি থেকে দেখা যায় যে, ১ হেক্টর জমিতে শ্রম ক্রমাগত বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লেও পরবর্তীতে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। সংমিশ্রণ A অনুযায়ী ১ হেক্টর জমিতে ১০ শ্রম ঘণ্টা ব্যয় করে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১০ কুইন্টাল। B সংমিশ্রণ অনুযায়ী শ্রম ঘণ্টা দ্বিগুন বা ২০ এ বাড়ালে মোট উৎপাদন ২২ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন  $(২২-১০) = ১২$  কুইন্টাল হয়। এখানে উপকরণ ১০ শ্রম ঘণ্টা থেকে ২০ শ্রম ঘণ্টায়

উন্নীত করলেও প্রান্তিক উৎপাদন পর্বের তুলনায় ২ কুইন্টাল বেশি। প্রথম পর্যায়ের এই উৎপাদনকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বলে। একই ভাবে C সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে একই হারে শ্রম ঘণ্টা (উপকরণ) বাড়ানোর ফলে মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু C-এর উৎপাদন ১২ কুইন্টাল থেকে ৮ কুইন্টালে নেমে আসে। অর্থাৎ C-এর উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে কমছে। উপকরণ বৃদ্ধির সংগে C-এর উৎপাদন কম হওয়াকে ক্রমহ্রাসমান C-এর উৎপাদন বিধি বলে।

রেখা চিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান C-এর উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো :



চিত্রে ভূমি অক্ষ (OX) শ্রম ঘণ্টা এবং লব্ধ অক্ষ (OY) C-এর উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে শ্রম ঘণ্টার ধাপসমূহ হলো ১০, ২০, ৩০, ৪০। এদের প্রেক্ষিতে C-এর উৎপাদনের পরিমাণ হলো Aa(১০), Bb(১২), Cc(৮), Dd(৬) কুইন্টাল।

C-এর উৎপাদন সংমিশ্রণ a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করলে C-এর উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডান দিকে নিম্নগামী হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ক্রমহ্রাসমান C-এর উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

## ৪.৬ উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

রাজশাহীর নবু মিয়া ২ একর জমিতে লিচু বাগান করেছেন। বাগানে প্রায় ১০০ টি লিচু গাছ আছে। এ বছর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ বাবৎ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। লিচুর ফলনও ভালো হয়। নবু মিয়া ও তার ছেলে ঘুম ও আরাম ত্যাগ করে বাদুড় ও অন্যান্য পাখির উপদ্রব থেকে বাগানকে রক্ষা করেন। এই লিচু বাগানের জন্য দুধরনের খরচ হয়।

১. উপকরণ বাবদ ব্যয় অর্থাৎ আর্থিক উৎপাদন ব্যয় এবং ২. ঘুম ও আরাম ত্যাগ অর্থাৎ মানবিক কষ্ট, একে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

**১. আর্থিক উৎপাদন ব্যয় (Financial Cost of Production) :** কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করতে উৎপাদককে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এই উপকরণগুলোর জন্য অর্থ



ব্যয় করতে হয়, কাঁচামালের জন্য ব্যয়, শ্রমিকের মজুরি, যন্ত্রপাতি, স্থির জমি, ঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসব ব্যয়কে আর্থিক উৎপাদন ব্যয় বলে।

**২. প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় (Real Cost of Production) :** এ ধরনের ব্যয় একটি মানবিক ধারণা, যা টাকার অংকে পরিমাপ করা যায় না। যেমন, নরু মিয়া ও তাঁর ছেলের ঘুম ও আরাম ত্যাগ, লেখকের বই লেখার সময়ে আরাম, আনন্দ, বিশ্রাম, ঘুম ত্যাগ। আবার শ্রমিকের শ্রম যোগান দিতে বিশ্রাম ও আরাম ত্যাগ। এ ধরনের ব্যয়কে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় বলে।

### ৪.৭ প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয় (Explicit and Implicit Cost)

কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। যেমন উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে কর্মরত মানুষের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয়, বিভিন্ন ধরনের স্থির ব্যয় যেমন, বাড়ি ভাড়া, মলধনের সুদ ইত্যাদি।

অ-প্রকাশ্য ব্যয় বলতে উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্ব-নিয়োজিত মাধ্যমিক খরচ যেমন, নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানো, ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইয়ে থাকে না। যেমন, ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের বেতন পৃথকভাবে হিসেব না করে মুনাফাকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে গণনা করে। এ ক্ষেত্রে মালিকের যেকোনো রকমের ভাতাদি অ-প্রকাশ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

**কাজ :** তোমার জানা মতে একটি উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের একটি তালিকা তৈরি কর।

### ৪.৮ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় (Personal and Social Cost)

উপরে আমরা আর্থিক উৎপাদন ব্যয়, প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণা পেয়েছি। এবার আমরা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় সম্বন্ধে জানব।

কোনো ফার্ম বা উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্ভাব্য বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরাসরি যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় এবং অপরাপর অ-প্রকাশ্য ব্যয় করে এদের সমষ্টিকে ব্যক্তিগত ব্যয় বলে। এক কথায় উৎপাদনের সাথে জড়িত সব ধরনের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য ব্যয়ের যোগফল হবে ব্যক্তিগত ব্যয়।

অন্যদিকে কোনো পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে অন্য একটি পণ্যের উৎপাদন যে পরিমাণে ত্যাগ করতে হয় ত্যাগকৃত পণ্যের উৎপাদনের জন্য নিয়োজিত সম্ভাব্যদের ব্যয়কে সামাজিক ব্যয় বলে। সুতরাং এক অর্থে সামাজিক ব্যয় সামাজিক সুযোগ ব্যয় নির্দেশ করে। কোনো পণ্যের অতিরিক্ত এক একক তৈরি করতে অন্য কোনো পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত সম্ভাব্য ব্যবহার ত্যাগ করতে হয় একে সামাজিক ব্যয় বলে।

এ দুধরনের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে ব্যক্তিগত ব্যয় যা অনেক সময় সামাজিক ব্যয় সৃষ্টি করে। যেমন, শহর এলাকায় বসবাসরত লোকদের মটরগাড়ির ধোঁয়া শহরের লোকদের শারীরিক ক্ষতি করে। এ জন্য সমাজকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বাবদ যে পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয় তাকে সামাজিক ব্যয় বলে। সামাজিক ব্যয় ব্যক্তিগত ব্যয়ে প্রতিফলিত হলেও ব্যক্তিগত ব্যয় সামাজিক ব্যয়ে প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় বোঝানো যায়। মনে কর, তোমার বাড়ি কুষ্টিয়া জেলায়। তোমার এলাকায় খুব বেশি তামাক চাষ হয়। এই তামাক চাষ করার জন্য সমগ্র জেলায় উপকরণ বাবদ ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এ ছাড়া কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা হিসাবে (যাকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে) ১০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এখানে  $(৫+১০) = ১৫$  কোটি টাকা ব্যয়কে প্রকাশ্য ব্যয় বলে। আবার জমির মালিক যারা নিজেরা কাজ করে তাদের মজুরি ও তাদের সংসারের সজ্জা ও পরিচর্যা ত্যাগ স্বীকার বাবদ ব্যয় ধরি ১ কোটি টাকা। অবশ্য এ ধরনের ব্যয়কে অ-প্রকাশ্য ব্যয় বলে। এখানে উপকরণ ব্যয় ৫ কোটি টাকা, প্রকাশ্য ব্যয় ১০ কোটি টাকা, অ-প্রকাশ্য ব্যয় ১ কোটি টাকা। এদের সমষ্টি  $(৫+১০+১) = ১৬$  কোটি টাকা হলো ব্যক্তিগত ব্যয়। বছর শেষে দেখা যায় সমগ্র কুষ্টিয়া জেলায় তামাক চাষ ও তামাক থেকে সিগারেট উৎপাদন করার কারণে ২০ জন লোক ক্যান্সার ও বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়। তাদের জন্য পরিবার ও সরকারের মোট ব্যয় হয় দুই কোটি টাকা। এই দুই কোটি টাকা ব্যয়কে সামাজিক ব্যয় বলে।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. উৎপাদন ও উপকরণ বলতে কী বুঝ?
২. কৃষি উৎপাদনে কয়েকটি উপকরণের নাম লিখ।
৩. সংগঠক-এর ধারণা দাও।
৪. উৎপাদন উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় কেন?
৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মূল কথাটি কী?
৬. আর্থিক ও প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা দাও।
৭. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয় কী? উদাহরণসহ ধারণা দাও।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উৎপাদন কী? উৎপাদনের উপযোগ সৃষ্টির পাঁচটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
২. উপকরণ বলতে কী বুঝ? উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৩. সংগঠন বলতে কী বুঝ? সংগঠনে বিকাশ কীভাবে হয় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৪. একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৫. মোট, গড় ও উৎপাদন উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৬. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর।
৭. উৎপাদন ব্যয় বলতে কী বুঝ? ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যয় ধারণা দুটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি?

ক. ২টি

খ. ৪টি

গ. ৬টি

ঘ. ৮টি

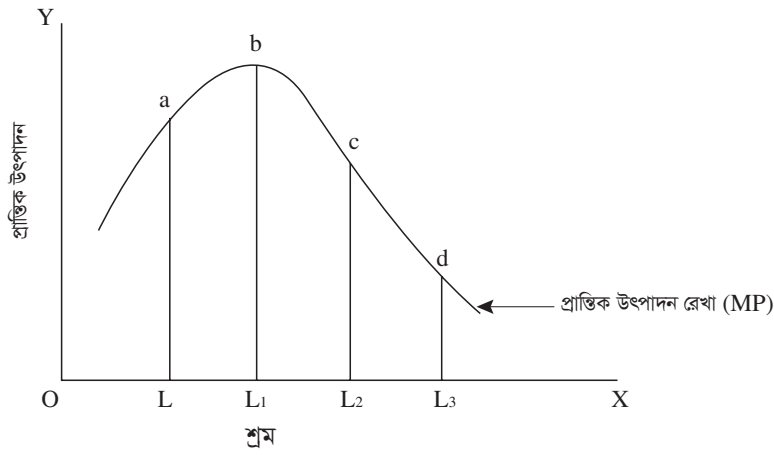
২. কোন ধরনের ব্যয় ফার্মের হিসাব বইতে থাকে না?

ক. স্থির ব্যয়

খ. মোট ব্যয়

গ. প্রকাশ্য ব্যয়

ঘ. অ-প্রকাশ্য ব্যয়



উপরের চিত্রটি দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

৩. সর্বোচ্চ উৎপাদন বিন্দুতে শ্রমের পরিমাণ কতটুকু?

ক. OL

খ. OL<sub>1</sub>

গ. OL<sub>2</sub>

ঘ. OL<sub>3</sub>

৪. MP রেখার উপরোক্ত আকৃতি থেকে বোঝা যায়-

i. উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে

ii. উৎপাদন ক্রমশ কমে

iii. উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কবির একজন ব্যবসায়ী। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁর কয়েকটি ফার্নিচারের দোকান আছে। তিনি ৩০ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে দোকানে সরবরাহ করেন। প্রতিটি দোকানের জন্য তিনি আলাদা লোক নিয়োগ করেন। পণ্যের বাজার বিক্রি করার জন্য তিনি প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে থাকেন। বাজারে তার আসবাবপত্রের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।

ক. শ্রম কাকে বলে?

খ. ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বলতে কী বুঝায়?

গ. কবিরের উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কবিরকে কি একজন সফল সংগঠক বলা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. হোসেন আলী প্রথম বছর তাঁর নিজের এক একর জমিতে একজন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। অধিক উৎপাদনের জন্য তিনি পরবর্তী বছরগুলোতে অধিক শ্রম নিয়োগ করে যে উৎপাদন পান তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো-

শ্রমিকের সংখ্যা	ধানের মোট উৎপাদন (প্রতি কেজি ২০ টাকা)	ধানের উৎপাদন মূল্য (টাকায়)	প্রাপ্তিক উৎপাদন
১	৫০	১০০০	১০০০
২	১০০	-	-
৩	১৩০	-	-
৪	১৫০	-	-

ক. মোট উৎপাদন কাকে বলে?

খ. ব্যক্তিগত ব্যয় বলতে কী বুঝায়?

গ. উপরের ছকটি পূরণ করে এর মূল ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হোসেন আলীর ক্ষেত্রে তোমরা যে বিধিটির কার্যকারিতা লক্ষ্য করেছ তা বাংলাদেশের কৃষিতে কতটুকু কার্যকর? মতামত দাও।

## cÂg অধ্যায়

### বাজার

### Market

অর্থনীতিতে বাজার ধারণাটি সময়, স্থান, কাল, চাহিদা, যোগান ইত্যাদি বিষয়ের সাথে মনুষ্যের | এজন্য বাজার ধারণাকে সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে, পরিধি অনুসারে, দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়। বাজারের বিকাশ স্থির নয় বরং একটি চলমান ধারা। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বাজার রয়েছে। বিভিন্ন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন দেখা যায়। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এখনও শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি।



আশা করা যায় এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা–

- ☐ ● ☐ বাজারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ বাজার বিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ একচেটিয়া বাজার এবং একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে তুলনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থার ধরন চিহ্নিত করতে পারব
- ☐ ● ☐ দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তনের কারণ ও এর প্রভাব জানতে উৎসাহিত হব
- ☐ ● ☐ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরন চার্ট অংকন করে দেখাতে পারব

## ৫. বাজার (Market)

সুবেদ আলী একজন চাকুরিজীবী। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাঁর সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর জন্য নিউ মার্কেট গেলেন। মাছ, তরিতরকারি, চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জিনিসের দাম যাচাই করে কিনলেন। বিক্রেতার নগদ টাকার বিনিময়ে সুবেদ আলীর কাছে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করলেন। এখানে বলা যায় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয়ের স্থান হচ্ছে বাজার। আর দরকষাকষি করা হচ্ছে বাজারের ধরন। দোকানদার হলেন বিক্রেতা এবং সুবেদ আলী হলেন একজন ক্রেতা। এখানে বাজারের স্থান হচ্ছে নিউ মার্কেট।

অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু বেচা-কেনার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা হয়। যেমন অনলাইনে বেচা-কেনা, টেলিফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে বেচা-কেনা। এ ধরনের বাজারে বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা বা বিশেষায়িত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যেমন টেলিফোনের মাধ্যমে সিমেন্ট কেনা-বেচা ইত্যাদি।

দ্রব্যের ধরন অনুযায়ী বাজার ভিন্ন হতে পারে। যেমন, কাঁচা বাজার, পাটের বাজার, ধান-চালের বাজার, শ্রমের বাজার, চায়ের বাজার, স্বর্ণের বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। আবার সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে অতি অল্প সময়ের বাজার, স্বল্প সময়ের বাজার, দীর্ঘ সময়ের বাজার রয়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। এই নিয়মকে মূল্যের নিয়ম বলে। এ মূল্যের উপর দ্রব্যের বেচা-কেনা নির্ভর করে। মূল্য নির্ধারিত হলে ক্রেতা-বিক্রেতা দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা করে। চাহিদা ও যোগান শক্তি মূল্য নির্ধারণ করে।

ফরাসি অর্থনীতিবিদ কুর্নট এর মতে, “অর্থনীতিবিদগণ বাজার শব্দ দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বিশেষ স্থানকে বোঝান নি। বরং যেকোনো অঞ্চলের সামগ্রী বোঝান। যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার অবাধ সংযোগের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য সহজে ও দ্রুততার সাথে সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়।”

কাজ : `fē'i gj" Kxfvte wbaññi Z nq Zv DfññL Ki ।

### ৫.১ বাজার ও বাজারের বিকাশ (Market and Its Development)

চাহিদা ও যোগানের গুরুত্বের সাথে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে অধ্যাপক মার্শাল সর্বপ্রথম বাজার সমীক্ষা আলোচনার সত্রপাত করেন। পূর্বে অনেক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে শুধু দ্রব্যের চাহিদা জানলেই যথেষ্ট, তার যোগান জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার অপর একদল অর্থনীতিবিদ একথা মনে করতেন যে, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে শুধু দ্রব্যের যোগান জানলেই যথেষ্ট, দ্রব্যের চাহিদার কোনো গুরুত্ব নেই।

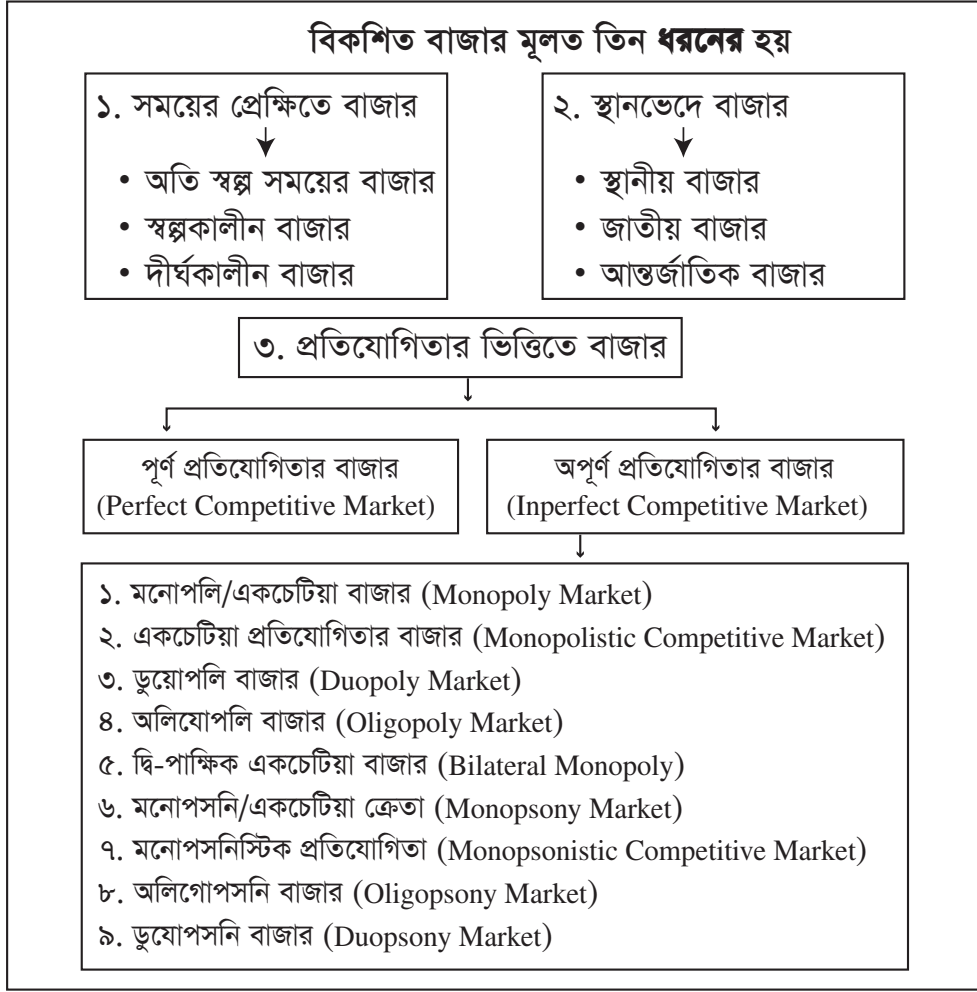


অধ্যাপক মার্শাল : সর্ব প্রথম এ দুই পর-ঐরবিরোধী মতবাদের মধ্যে এক সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে বলেন যে, দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে চাহিদা এবং যোগান উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও, সময়ের তারতম্যের কারণে দামের ওপর তাদের প্রভাবের তারতম্য ঘটে। অতএব বাজারের ধারণায় তিনটি মৌলিক বিষয় কাজ করে চাহিদা, যোগান, সময়।

বাজার ব্যবস্থায় একটি সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা দরকষাকষি করে দ্রব্য বা সেবার দাম নির্ধারণ করে বেচা-কেনা করে, তাকে মূলত বাজার বলে। এই ধারণার প্রেক্ষিতে সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। এবং বাজার ব্যবস্থার বিকাশ লাভ করেছে। সময়ের প্রেক্ষিতে বাজারের উৎপত্তি বিভিন্ন ধরনের হয়েছে।

১. **অতি স্বল্পকালীন বাজার :** যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। চাহিদার বৃদ্ধি হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সকালের কাঁচা বাজার। এ ধরনের বাজারে সকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও এই অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না।
২. **স্বল্পকালীন বাজার :** চাহিদার পরিবর্তন হলে যোগান খানিকটা সাড়া দিতে সক্ষম। এই বাজারে ফার্ম নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফার্ম উৎপাদন করতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হলে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনে যোগান কিছুটা সাড়া দিতে সক্ষম হয়।
৩. **দীর্ঘকালীন বাজার :** চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাথে যোগানের যেকোনো পরিবর্তন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কোনো উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের আয়তন এবং উপকরণের সম্ভূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি বহুদিন ধরে চলতে থাকলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তন করে উৎপাদন এবং যোগানের সাথে সমন্বয় করে ভারসাম্য থাকার চেষ্টা করে।

স্থানভেদে বাজার ধারণাকে স্থানীয় বাজার, জাতীয় বাজার ও আন্তর্জাতিক বাজার হিসাবে আলোচনা করা হয়। আবার দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজার ধারণা আলোচনা করা হয়। যেমন- কাঁচা বাজার, মাছের বাজার, পাট, চা, চালের বাজার,



আমের বাজার, শ্রমবাজার, অর্থবাজার, মূলধন বাজার, তাঁত কাপড়ের বাজার, ফলের বাজার ইত্যাদি। বাজার ধারণার সাথে কয়েকটি মৌলিক বিষয় রয়েছে—

**ফার্ম :** একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে।

**শিল্প :** শিল্প বলতে মূলত অর্থনৈতিক এমন একটি প্রতিষ্ঠান বোঝায় যার অধীনে অসংখ্য ফার্ম থাকতে পারে। যেখানে ফার্মসমূহ একবার মূল্য ও উৎপাদন নির্ধারণ করলে পরবর্তীতে মূল্য ও উৎপাদন পরিবর্তন করার আর কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ শিল্পের অন্তর্গত ফার্মসমূহের মূল্য ও উৎপাদন স্থির হয়ে যায়।

**উপকরণ বাজার :** উৎপাদনে ব্যবহৃত যেকোনো মৌলিক উপাদানকে উপকরণ বলে। অন্যভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় যা ব্যবহৃত হয় তাকে উপকরণ বলে। যে প্রক্রিয়ায় উপকরণ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচা-কেনা হয় তাকে উপকরণ বাজার বলে। উপকরণের বেচা-কেনা উপকরণের মূল্যের উপর নির্ভর করে। উপকরণের চাহিদা ও যোগান দ্বারা উপকরণের মূল্য নির্ধারণ হয়।

**অর্থবাজার :** যে প্রক্রিয়ায় অর্থ লেনদেন হয় তাকে অর্থের বাজার বলে। অর্থের চাহিদা ও যোগান সমতায়নে সুদের হার নির্ধারণ হয়।

**শ্রমবাজার :** যে প্রক্রিয়ায় শ্রম বেচা-কেনা হয় তাকে শ্রমবাজার বলে। শ্রমের চাহিদা ও যোগান মজুরি নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে শ্রমিক বা শ্রম জোট এবং শ্রমিক নিয়োগ কর্তা দুই পক্ষ দ্বারা শ্রমের মজুরি বা দাম নির্ধারিত হয়।

**মলধন বাজার :** মলধন বাজার বা পুঁজিবাজারে ঋণ লেনদেন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ লেনদেন করে।

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কাঠামো বিকাশ লাভ করেছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

## ৫.২ বাজারের ধরন ও বৈশিষ্ট্যসমূহ (Nature and Features of Market)

আগের অনুচ্ছেদে সময় অনুসারে বাজারের ধরন, স্থান বা আয়তন অনুসারে বাজারের ধরন সম্পর্কে আমরা পরিচিত হয়েছি। এখন সমগ্র বাজার কাঠামোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে আলোচনা করব। সত্যিকার অর্থে এ ধরনের বিশ্লেষণই অর্থনীতির জন্য বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের ধরনসমূহ হচ্ছে : ১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ২. একচেটিয়া বাজার ৩. ডুয়োপলি বাজার ৪. অলিগোপলি বাজার ৫. একচেটিয়া ক্রেতার বাজার ৬. একচেটিয়া ক্রেতার প্রতিযোগিতার বাজার ৭. অলিগোপসনি বাজার ৮. ডুয়োপসনি বাজার ইত্যাদি। নিচে অতি সংক্ষেপে এ ধরনের কয়েকটি বাজারের ধারণা দেওয়া হলো।

### ৫.২.১ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজার ব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের মূল্য একবার নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান বাজারের একটা নগণ্য অংশ মাত্র। সুতরাং একজন বা অল্প কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্যের বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একবার মূল্য নির্ধারিত হলে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে তা মেনে নিতে হয়।

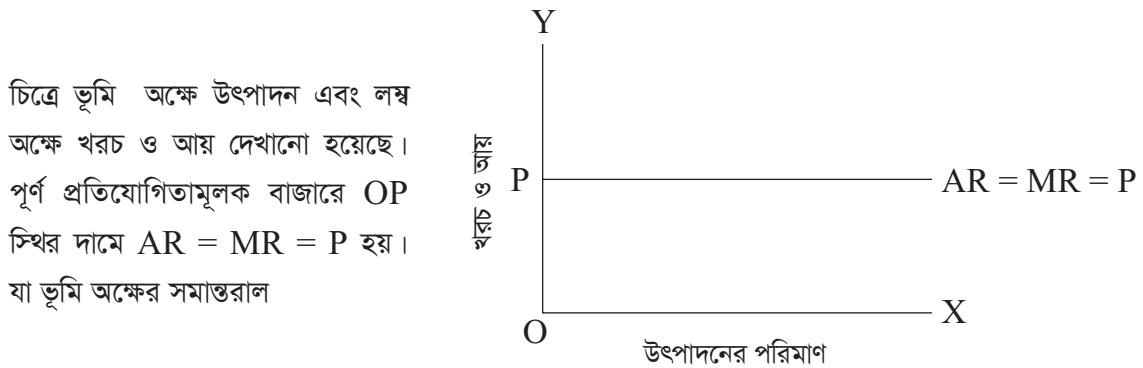
**কাজ :** পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বেচা-কেনা হয় এমন কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি কর।

### ৫.২.২ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Perfectly Competitive Market)

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

- ১. অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো দ্রব্যের অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে।
- ২. দ্রব্যের একক সমজাতীয় :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিবেচিত পণ্য সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন হয়। পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পণ্যের একটি একক অন্য একক থেকে পৃথক করা যায় না। সেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠণ ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকিকরণ করা যায় তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। যেমন, কলম, চাল, ডাল, শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি।
- ৩. ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজার সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞাত :** বাজার ব্যবস্থা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হলে পণ্যের এককের গুণাগুণ এবং মূল্য সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা পুরোপুরি অবহিত থাকে।

৪. **শিল্পে ফার্মসমূহের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান** : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের অধীনে শিল্পে ফার্ম দীর্ঘকালীন সময়ে অবাধে প্রবেশ করতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে শিল্প ত্যাগ করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ থাকে না।
৫. **বাহ্যিক প্রভাব নেই** : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না। মোট কথা  $n \neq 0$ , কর আরোপ, ভর্তুকি প্রদান, রেশনিং ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার প্রভাব সৃষ্টি করে না।
৬. **উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা** :  $C \neq 0$  প্রতিযোগিতার বাজারে উপকরণের অবাধ বিচরণ থাকে। শ্রম উপকরণসহ অন্যান্য উপকরণ বিচরণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা-নিষেধ থাকে না। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উপকরণের গতিশীলতা থাকায় উপকরণ মূল্য সর্বত্র সমান থাকে।
৭. **নির্দিষ্ট মূল্যে উৎপাদনকারী ব্যয় সর্বনিম্নকরণের প্রচেষ্টা নেয়** : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মূল লক্ষ্য থাকে সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। প্রদত্ত মূল্যে ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘমেয়াদে শিল্প স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। মনে রাখা দরকার যে মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হলে তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে।
৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা** : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের মূল্য ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণে স্বাধীনতা ভোগ করে। আবার শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ফার্মসমূহের মধ্যে বিরোধ বা চুক্তি থাকে না। এজন্য বাজারের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অসুবিধা হয় না।
৯. **গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR)** : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো নির্দিষ্ট ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল্য পরিবর্তন করতে পারে না। কারণ তারা বাজারের নগণ্য অংশ মাত্র। সমজাতীয় দ্রব্যের মূল্য বাজার চাহিদা ও যোগান দ্বারা একবার নির্ধারিত হলে তা ক্রেতা ও বিক্রেতাকে মেনে চলতে হয়। স্বল্পকালীন সময়ে অতিরিক্ত এককের উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয়, অতিরিক্ত একক থেকে প্রান্তিক আয় (MR) সমান হয় এবং মূল্য (P) সমান হয়। অর্থাৎ মূল্য (P) প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। আবার গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ও সমান হয়।



১০. **উৎপাদিত পণ্যের একক বিভাজ্য** : বিভিন্ন বাজারে সমজাতীয় বিভিন্ন পরিমাণ গণ্য উৎপাদন হয়। প্রতিটি ফার্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দ্রব্য উৎপাদন করে। তাই উৎপাদিত পণ্যের বাজার বিভাজ্য বলা যায়।

### ৫.২.৩ একচেটিয়া বাজার (Monopoly Market)

মনো (Mono) অর্থ এক, পলি (Poly) অর্থ বিক্রেতা। ফলে মনোপলি শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একজন মাত্র বিক্রেতা।

মনোপলি কথাটির অভিধানগত অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি, সরকার অথবা কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার। অতএব, যখন কোনো ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয় তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবারি এবং যে বাজারে ঐ দ্রব্যটি কেনা-বেচা হয় সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। যে দ্রব্য বিক্রয়ে যে ফার্ম একচেটিয়া অধিকার লাভ করে সেই ফার্ম বাজারে সেই দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। এই ফার্মটি ছাড়া আর অন্য কোনো ফার্ম একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করতে পারে না বলে একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। পুরোপুরি একচেটিয়া বাজার বা 'বে খুঁজে পাওয়া কঠিন'। তবে প্রায় একচেটিয়া বাজারের বেশ কয়টি উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন, বাংলাদেশ অক্সিজেন, তিতাস গ্যাস ইত্যাদি।

**কাজ :** একচেটিয়া বাজারে বেচা-কেনা হয় এমন কয়েকটি পণ্যের তালিকা তৈরি কর।

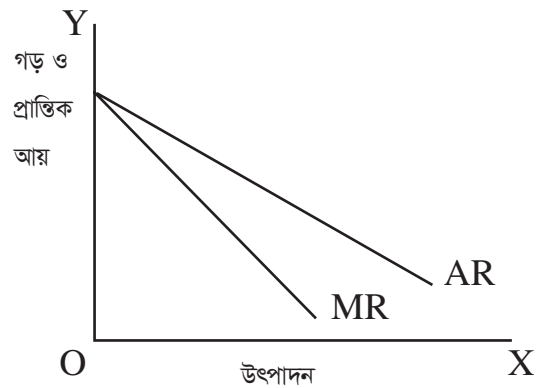
### ৫.২.৩ একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopoly Market)

একচেটিয়া বাজার বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ করা যায়।

১. **বিক্রেতা উৎপাদন বা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে :** একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা থাকে। তাই বিক্রেতা বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান মনুষ্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
২. **নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই :** একচেটিয়া ফার্ম যে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রি করে সে দ্রব্যের তেমন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই। অর্থাৎ দ্রব্যটির সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না।
৩. **সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা :** একচেটিয়া কারবারির লক্ষ হলো সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।
৪. **একচেটিয়া কারবারির ফার্ম ও শিল্প একই :** একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম থাকে। ফলে সে ফার্মটিই শিল্প হিসেবে পরিচিত।

৫. **একচেটিয়া বাজারে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা :** একচেটিয়া বাজারে AR ও MR রেখা উভয়ই নিম্নগামী হয়। তবে MR রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করে।

চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে গড় ও প্রান্তিক আয় দেখানো হয়েছে। AR ও MR রেখা দ্বারা যথাক্রমে



গড় ও প্রান্তিক আয় বোঝায়। একচেটিয়া বাজার হওয়ার কারণে এখানে AR ও MR রেখা উভয়ই নিম্নগামী এবং MR রেখা AR রেখার নিচে অবস্থান করে।

৬. **এককভাবে মূল্য ও যোগান নিয়ন্ত্রক :** একচেটিয়া ফার্ম এককভাবে উৎপাদন যোগান দিয়ে থাকে। একমাত্র উৎপাদক হওয়ায় খুব সহজেই দ্রব্যের মূল্য ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে ফার্মটি হয় মূল্য অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে; একসঙ্গে দুটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

৭. **একচেটিয়া ফার্মের দ্রব্যের উৎপাদন পরিবর্তন করে দামকে প্রভাবিত এবং মুনাফা নির্ধারণ করে :**  
একচেটিয়া ফার্ম কম উৎপাদন করে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে অথবা বেশি উৎপাদন করে কম দামে বিক্রি করতে পারে।
৮. **নতুন ফার্মের প্রবেশ সম্ভাব্য বন্ধ :** একচেটিয়া শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই। নতুন ফার্মের প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের ভয়ে প্রবেশ করে না। সে জন্যই একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না।

### ৫.২.৪ একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বাজার (Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য একযোগে দেখা যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের উপকরণ বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপকরণও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে উঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান। বিভিন্ন কোম্পানীর গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার একই ধরনের হলেও এই সাবানগুলো পৃথক করা সম্ভব। যেমন মোড়ক ভিন্ন বা গন্ধ ভিন্ন ইত্যাদি। এই সব সাবানের যেকোনো একটির দাম বাড়লে, সাবানটির চাহিদা সামান্য কমতে পারে, তবে শূন্য হয় না। এই সাবানের ভক্ত ক্রেতা সব সময় এই সাবানটিই কেনে। এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও ক্রেতা দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহার ত্যাগ করে না।

### ৫.২.৫ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Monopolistic Competitive Market)

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো।

১. **ফার্ম/বিক্রেতার সংখ্যা :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় এক একটি ফার্ম বাজারে মোট উৎপাদনের একটি সামান্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে কোনো ফার্মের পক্ষেই পণ্যের মূল্য বা মোট উৎপাদনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। এজন্য অনেক সময় জোট বা দলভুক্ত ফার্ম থাকে।
২. **উৎপাদিত দ্রব্যের পৃথকীকরণ :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার অধীনে বিভিন্ন ফার্ম যে সব পণ্য উৎপাদন করে সেগুলো অনেকটা সদৃশ হলেও একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব। দ্রব্যগুলো গুণগত ও বাহ্যিক দিক থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে। অর্থাৎ দ্রব্য পৃথকীকরণের অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য সমজাতীয় নয়। এজন্যই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়।
৩. **শিল্পে ফার্মের অব্যাহত প্রবেশ ও প্রস্থান :** একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো ফার্মের শিল্পে প্রবেশ এবং প্রস্থানে কোনো বাধা নিষেধ নেই। সাধারণত স্বল্পমেয়াদে কোনো ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা করলে দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে। আবার কোনো ফার্ম ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে দীর্ঘমেয়াদে শিল্প পরিত্যাগ করতে পারে। এ ব্যাপারে অভ্যস্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো বাধা নেই।



৪. **বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ** : প্রত্যেকটি ফার্ম তার পণ্যের বিক্রি বাড়াতে বেশি প্রচার করে। বেশি প্রচারের ফলে এই ফার্মগুলোর বিজ্ঞাপন ও আনুষঙ্গিক বিক্রয়জনিত ব্যয় বেড়ে যায়। প্রচার ও দ্রব্যের গুণগতমানের মাধ্যমে এই ফার্মগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
৫. **চাহিদার প্রকৃতি** : কোনো ফার্ম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করলে অনেক ভোক্তা অপর ফার্মের পরিবর্তক দ্রব্য ক্রয় করলেও এমন কিছু ভোক্তা থাকে যারা প্রথম ফার্মের পণ্যই কম পরিমাণে হলেও ক্রয় করে। অর্থাৎ কোনো ফার্ম পণ্যের দাম কিছুটা বৃদ্ধি করলেও সেই পণ্যের চাহিদা শূন্য হয় না। প্রতিটি ফার্মের জন্য কিছু কিছু ক্রেতার বিশেষ পছন্দনীয়তা থাকে বলে প্রতিটি ফার্মের চাহিদা রেখার আকৃতি সাধারণত এক রকম হয় না। চাহিদা রেখার আকৃতি মূলত নির্ভর করে বিবেচনাধীন ফার্মের দ্রব্য অপরাপর ফার্মের দ্রব্যের সাথে কতটুকু পৃথক তার উপর।
৬. **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ** : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার লক্ষ্য থাকে মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করা।
৭. **গ্রুপ/দলীয় ভারসাম্যের উপস্থিতি** : একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক কারবারে দলীয় ভারসাম্য লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক চেম্বারলিন (E.H. Chamberlin) ফার্মের সমন্বয়কে শিল্প না বলে একচেটিয়া বাজারে এসব ফার্মের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানকে দলীয় ভারসাম্য হিসাবে অভিহিত করেন।
৮. **ব্যয় ও চাহিদা** : একচেটিয়া ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয় ও চাহিদা পৃথকীকরণ করা যায়। ফার্ম তাদের পণ্যের বেলায় একই ধরনের চাহিদার সম্মুখীন হতে পারে। সব ফার্মের ব্যয় অবস্থাও সদৃশ থাকে।
৯. **অনুরূপতা এবং সদৃশতা** : অধ্যাপক চেম্বারলিন (E.H. Chamberlin) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমদিকে ধরে নেন যে প্রতিটি গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত ফার্মের একই রকম ব্যয় এবং চাহিদা রেখা রয়েছে। অর্থাৎ কোনো গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ফার্ম একই রকম ব্যয় ও চাহিদা রেখার সম্মুখীন হয়। সেই জন্য একচেটিয়া বাজারের ফার্মগুলো একই ধরনের হয়। পক্ষান্তরে এরূপ বাজারে কোনো ফার্ম পণ্যের মূল্য অথবা উৎপাদনের পরিবর্তন করলে বহু সংখ্যক ফার্মের উপর তা বিপরীত হয়। ফলে অপরাপর ফার্মের উপর এই প্রভাব সামান্য। অধ্যাপক G.J. Stigler এই বৈশিষ্ট্যকে অনুরূপতা বলে অভিহিত করেন।
১০. **দ্রব্যের অনুকরণ** : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা অপর একজন বিক্রেতার উৎপাদিত দ্রব্য কপি অনুকরণ করতে পারে না। ফলে প্রত্যেক বিক্রেতা বা ফার্ম একচেটিয়া ফার্মের মতো নিজ নিজ দ্রব্যের যোগান বা যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গৃহীত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
১১. **দীর্ঘকালীন পরিস্থিতি** : দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ফার্মের মতো স্বাভাবিক মুনাফা লাভে হয়ে থাকে।

**কাজ** : প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থার একটি চার্ট তৈরি কর।

### ৫.২.৬ বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা (Market System of Bangladesh)

এ অধ্যায়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের কারণে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাজার এবং বেচা-কেনার ধরন লক্ষ করা যায়। বা-ব উদাহরণ এই তিন ধরনের বাজার নিয়ে আলোচনা করা যায়।

১. বাংলাদেশে কোনো পণ্যের বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার নেই তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কাছাকাছি বাজার লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার এ বাজারের ভালো উদাহরণ। যেমন, ধানের প্রাথমিক বাজারে বহু সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং কোনো একজন উৎপাদকে ধানের বাজারকে প্রভাবিত করতে পারেনা। এ ভাবে অন্যান্য খাদ্যশস্য, মাছ, মুরগি, ডিম, দুধ প্রভৃতির বাজারও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বা তার কাছাকাছি। কিছু কিছু সেবার ক্ষেত্রে এ বাজার দেখা যায়। যেমন, বাস ও রিক্সা পরিবহন।
২. একচেটিয়া বাজার : বাংলাদেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। তবে আমদানিকৃত পণ্য কিংবা সেবার ক্ষেত্রে এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন, জ্বালানি তেলের একমাত্র আমদানিকারক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন। ঢাকা শহরে, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার বিদ্যমান। রেলপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে একক প্রতিষ্ঠান।
৩. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার : বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক। যেমন, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, প্রসাধনী দ্রব্য। কোনো কোনো সেবার ক্ষেত্রেও এরূপ বাজার দেখা যায়। যেমন, বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

**কাজ :** নিম্নে তালিকা অনুযায়ী বাংলাদেশের পণ্যের নামের প্রেক্ষিতে একাধিক উৎপাদিত এলাকার নাম লেখ?

পণ্যের নাম	এলাকার নাম
ক. আম	.....
খ. কাঁঠাল	.....
গ. তরিতরকারি	.....
ঘ. মাছ	.....
ঙ. তাঁত কাপড়	.....
চ. লিচু, আনারস	.....
ছ. পেয়ারা, কলা, বরই	.....
জ. নারিকেল	.....
ঝ. গো-দুধ	.....
ঞ. কমলা	.....

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাজার বলতে কী বুঝ?
২. মূল্যের নিয়ম কী?
৩. বাজার ব্যবস্থায় তিনটি মৌলিক বিষয় কী কী?
৪. সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার কত ধরনের হয় এবং কী কী?
৫. স্থানভেদে বাজার কয় ধরনের হয় এবং কী কী?
৬. অর্থবাজার কী?
৭. শ্রমবাজার বলতে কী বুঝ?
৮. দ্রব্য বাজারের ধারণা দাও।
৯. ফার্ম ও শিল্পের ধারণা দাও।
১০. উপকরণ বাজার কী?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাজার বলতে কী বুঝ? সময় মেয়াদের প্রেক্ষিতে বাজারের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা কর।
২. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ৮টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩. একচেটিয়া বাজার বলতে কী বুঝ? একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৪. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ধারণা দাও। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর।
৫. তোমার বইয়ে উল্লিখিত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার কাঠামোর একটি ছক তৈরি কর। বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্যের বাজার ব্যবস্থার পরিচিতি দাও।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ' উক্তিটি কার?
 

ক. অধ্যাপক মার্শাল	খ. এল রবিন্স
গ. পল স্যামুয়েলসন	ঘ. অধ্যাপক চ্যাপম্যান
২. মূল্যের নিয়মে বেচাকেনা হলো-
  - i. ক্রেতা-বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়
  - ii. চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়
  - iii. নির্দিষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
 গ. ii ও iii  
 খ. i ও ii  
 ঘ. i ও iii

নিচের রেখাচিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



৩. চিত্রে কোন বাজারকে নির্দেশ করে?

- ক. পূর্ণ প্রতিযোগিতা  
 গ. একচেটিয়া প্রতিযোগিতা  
 খ. একচেটিয়া কারবার  
 ঘ. অলিগপলি

৪. উক্ত বাজারে গড় আয় প্রান্তিক আয় সমান হওয়ার কারণ-

- i. নির্দিষ্ট ক্রেতা বা বিক্রেতার দাম নির্ধারণে ভূমিকা নেই  
 ii. দীর্ঘমেয়াদে চাহিদা ও যোগান স্থানান্তর দ্বারা ভারসাম্য সৃষ্টি  
 iii. এই বাজারে নতুন কোনো ফার্ম অংশ গ্রহণ করতে পারে না

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i  
 গ. i ও ii  
 খ. ii  
 ঘ. ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কামাল : আমাকে একটি ম্যাটাডর কলম দিন।

দোকানদার : ভাইয়া এ সপ্তাহে ইকোনো কলমের দাম কমেছে, নেবেন কি?

কামাল : কেন ম্যাটাডর থেকে ইকোনো কলম কি মানে- গুণে আলাদা?

দোকানদার : না তেমন নয়। বাজারে অনেক কোম্পানি আছে তাদের সবার কলম প্রায় একই মানের কেবল দেখতে সামান্য ভিন্ন।

কামাল : তাহলে আমাকে ম্যাটাডরই দিন। এটিই আমার ভালো লাগে।

ক. ফার্ম কাকে বলে?

খ. স্বল্পকালীন বাজারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

গ. কামালের ক্রয়কৃত দ্রব্যটি কোন বাজারের পণ্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে কামালের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের সম্মর্ক বিশ্লেষণ কর।

২. রিমি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের ব্যাগ ব্যবহার করে। সে নতুন একটি ব্যাগ বাজারে কিনতে গেলে দাম আগের চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পায়। এর কারণ জানতে চাইলে দোকানী জানায় যে উক্ত ব্যাগ একটি মাত্র কোম্পানী আমদানি করে। কোম্পানী দাম বাড়ালে তাদের কিছু করার থাকে না। অনুরূপ কোনো ব্যাগ বাজারে না থাকায় রিমিকে উচ্চ দরে ব্যাগটি ক্রয় করতে হয়।

ক. উপকরণ কাকে বলে?

খ. শ্রমবাজার বলতে কী বোঝায়?

গ. রিমির ক্রয়কৃত পণ্যটি কোন বাজারের? ব্যাখ্যা কর।

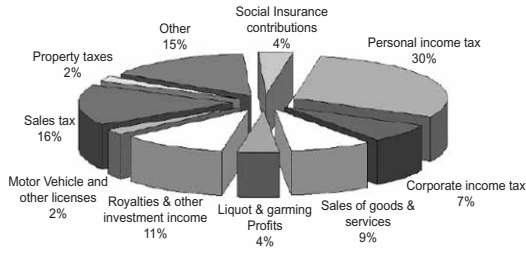
ঘ. বাংলাদেশে রিমির ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারের পরিধি কতটুকু? বিশ্লেষণ কর।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ

## National Income and Its Measurments

একটি দেশের জাতীয় আয় থেকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়। অর্থাৎ দেশটি কি উন্নত, উন্নয়নশীল না অনুন্নত এ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। কোনো দেশের জাতীয় আয় কত তা জানার জন্য জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতি ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।



### এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- ☐ • জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • জাতীয় আয়ের (NI) সাথে দেশজ উৎপাদের (GDP) পার্থক্য দেখাতে পারব
- ☐ • জাতীয় আয়ের (NI) সাথে নীট জাতীয় উৎপাদের (NNP) তুলনা করতে পারব
- ☐ • জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • জিডিপির নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যাস করতে পারব
- ☐ • জিডিপির হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা পাঠ করতে পারব
- ☐ • বাংলাদেশের জিডিপি ও মাথাপিছু জিডিপি পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব

## ৬.১ মোট দেশজ উৎপাদ (Gross Domestic Product বা GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদ হয় তাঁর বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদ বা GDP বলে।

২ খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে—

মনে করি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বছরে তিনটি দ্রব্য উদপাদন হয়। যেমন, ১০০ কুইন্টাল ধান, ১০০০টি জামা এবং ১০০০ কলম উৎপাদিত হয়। জিডিপি = ১০০ কুইন্টাল ধান × ধানের বাজার মূল্য + ১০০০ জামা × জামার বাজার মূল্য + ১০০০ কলম × কলমের বাজার মূল্য।

### ৬.১.১ মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।

মোট দেশজ উৎপাদের সাথে নীট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নীট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগ ফলকে বোঝায়।

### ৬.১.২ নীট জাতীয় উৎপাদ (Net National Product বা NNP)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা CCA বা Depreciation) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নীট জাতীয় উৎপাদ বলে। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বোঝায়।

কাজ : (১) GNI, GDP, CCA এদের পূর্ণ রূপ দাও।

কাজ : (২) CCA = Capital Consumption Allowance আসলে কী?

## ৬.২ জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ—উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি (Measurements of National Income-Production, Expenditure and Income Method)

জাতীয় আয় মূলত তিনভাবে পরিমাপ করা যায়। যথা : উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach), আয় পদ্ধতি (Income Approach) ও ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach)।

**১. উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach) :** একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারী উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়।



**২. আয় পদ্ধতি (Income approach) :** এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ— ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। অতএব জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

**৩. ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure approach) :** এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নীট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নীট রপ্তানি (= রপ্তানি - আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদ। মোট দেশজ উৎপাদ বা  $Y = C + I + G (X-M)$  এখানে  $C$  = ভোগ,  $I$  = বিনিয়োগ,  $G$  = সরকারি ব্যয়,  $(X-M)$  (রপ্তানি - আমদানি) = নীট রপ্তানি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত মোট দেশজ উৎপাদ একই পরিমাণ হবে। গণনা বা হিসাবের ত্রুটি বিচ্ছতির কারণে খানিকটা পার্থক্য হতে পারে, তবে প্রকৃত অর্থে তা একই ফলাফল বহন করে।

#### কাজ : এদের সঠিকতা যাচাই কর

অধ্যাপক মার্শাল উৎপাদনের দিক থেকে জাতীয় আয় গণনা করেন  
অধ্যাপক পিগু আয়ের দিক থেকে জাতীয় আয় গণনা করেন এবং  
আরভিং ফিশার ব্যয়ের দিক থেকে জাতীয় আয় গণনা করেন।

### ৬.৩ মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদ (Per Capita Gross Domestic Product)

মাথাপিছু জিডিপি বলতে জন প্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদ}}{\text{ঐ সময়ে মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট সীমার বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে জিডিপি কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

### ৬.৪ জিডিপি-এর নির্ধারকসমূহ (Determinants of Gross Domestic Product-GDP)

মোট দেশজ উৎপাদ কত হবে তা নির্ভর করে দেশের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি, সম্পদের সচলতা (mobility) এসবের উপর। এজন্য এদেরকে মোট দেশজ উৎপাদ-এর নির্ধারক বলা হয়।

**১. ভূমি (Land) :** মোট দেশজ উৎপাদ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম (Labour) :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সহায়ক। শ্রমিক যদি প্রযুক্তির ব্যবহার জানে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তবে মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়।
৩. **মূলধন (Capital) :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবের কারণে মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং মূলধন মোট দেশজ উৎপাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।
৪. **প্রযুক্তি (Technology) :** প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদ বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন, নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, টেঁড়শ ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে।
৫. **সচলতা (Mobility) :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সমৃদ্ধ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সমৃদ্ধ ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর এর মোট দেশজ উৎপাদ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে পাট চাষ কমিয়ে ধান, গম বা ভট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি।

## ৬.৫ জিডিপি-এর হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি (Factors not included in GDP Calculation)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিতে মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) বলে। জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

১. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি (Capital gains & losses) :** সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সমৃদ্ধির বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিচার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয় অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। ফলে জাতীয় আয় গণনায় লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য।
২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা (Intermediary goods and services) :** জাতীয় আয় গণনায় শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বিগুণ গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জাতীয় আয় গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা (Goods and services free of charge) :** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন- মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্না বান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বস্তুদের গান শোনানো ইত্যাদি উৎপাদিত পণ্য নয়। এজন্য জাতীয় আয় গণনায় এসব সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।
৪. **অতীতে উৎপাদিত পণ্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় (No consideration of previous production and transaction) :** যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন- পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপি-এর মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে দ্বিত গণনা সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বৈ, কাগজি লেনদেন জিডিপি-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।
৫. **সরকারি ঋণের সুদ (Interest of public debt) :** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন- যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এ ঋণের বিপরীতে সুদ হ'ল ঋণের পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য জিডিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়।
৬. **বেআইনি কাজ (Illegal activities) :** বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। বেআইনি কার্যকলাপ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজকে বোঝায়। যেমন, মাদকদ্রব্য, জুয়া খেলা, কালো বাজারে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়, ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় উৎপাদ গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

**কাজ :** মোট দেশজ উৎপাদে গণনা করা হয় না, এমন সব দ্রব্য ও বিষয়ের একটি তালিকা চীজ কর।

## ৬.৬ বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি (Method of Estimation of National Income in Bangladesh)

বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি ও জিএনআই গণনা করে থাকে। এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে GDP ও GNI গণনা করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমূহ হ'ল-

### উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ :

১. **কৃষি ও বনজ সম্পাদ :** কৃষি দেশজ উৎপাদ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত ধরাবাঁধাভাবে হিসাব করা কঠিন। বাংলাদেশে GDP গণনা করতে এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়।

(ক) **শস্য ও শাকসবজি :** এ খাতে দেশজ উৎপাদের পরিমাণ চলতি পাইকারি বাজার মূল্যের প্রেক্ষিতে হিসাব করা

হয়। যেমন, ২০১০-১১ সালে এ খাতে উৎপাদ ছিল ৮৫২৩৮ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ধরা হয় ৯২৫০৮ কোটি টাকা।

(খ) **প্রাণি সমৃদ্ধ** : এ খাতের হিসাবও চলতি বাজারমূল্যের প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করা হয়। প্রাণিসমৃদ্ধ উপখাতে ২০১০-১১ সময়ে দেশজ উৎপাদের পরিমাণ ছিল ১৮৪৭০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে প্রাক্কলন করা হয় ২০৪৮৫ কোটি টাকা।

(গ) **বনজ সমৃদ্ধ** : বন খাতের উপকরণের তথ্যের অভাবে মোট উৎপাদন হতে ৩% মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে মূল্য সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে GDP বের করা হয়। ২০০৯-১০ সালে দেশজ উৎপাদন ছিল ৯৮৭৪ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ সালে ধরা হয়েছে ১০৮৭৬ কোটি টাকা।

২. **মৎস্য সমৃদ্ধ** : অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট মৎস্য আহরণের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদের হিসাব করা হয়। এ খাতে ২০১০-১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ ছিল ২৬৯৯৬ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ৩০৯৯৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল।

৩. **খনিজ ও খনন** : শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খননকে আলাদা খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ খাতে (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল এবং (খ) অন্যান্য খনিজ সমৃদ্ধ ও খনন বিষয়ের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্যের হিসাব করা হয়। এসব খাতের হিসাব দেশজ উৎপাদের দিক থেকে হিসাব গণনা করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাতে আয় হয় ৯০৬৩ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে হিসাব করা হয় ১০৩১৮ কোটি টাকা।

৪. **শিল্প (ম্যানু)** : বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদ গণনার ক্ষেত্রে সকল শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে মোট দেশজ উৎপাদ বের করা হয়। বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ২০১০-১১ সালে ১৩৫৫৫১ কোটি টাকা যার মধ্যে (ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের দেশজ উৎপাদন ৯৭১২১ কোটি টাকা এবং (খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতে ৩৮৪৩০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে শিল্প উৎপাদন ধরা হয় যথাক্রমে ১৫৬৫৯০ কোটি টাকা, ১১২৬২৫ কোটি টাকা এবং ৪৩৯৬৫ কোটি টাকা।

৫. **পাইকারি ও খুচরা বিপণন** : এ হিসাবে পণ্যের পাইকারি মূল্য হিসাবের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ গণনা করা হয়। ২০১০-১১ সালে ১১৫৯৫৯ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ১৩৪৮৬০ কোটি টাকা হিসাব ধরা হয়।

৬. **বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসমৃদ্ধ** : এ খাতে সেবা সরবরাহ গৃহীত প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদ গৃহীত হিসাব করা হয়। বাংলাদেশের জন্য এই খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ সরকারের পাশাপাশি এ খাতসমূহ বেসরকারিভাবেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১০-১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ ছিল ৮২১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে (ক) বিদ্যুৎ উপখাতে ৬৭৭৫ কোটি টাকা। (খ) গ্যাস উপখাতে ৯০৮ কোটি টাকা এবং (গ) পানি উপখাতে ৫২৯ কোটি টাকা আয় হয়। ২০১১-১২ সালে এ তিন খাতের সাময়িক হিসাব ধরা হয় ৯৭৭৩ কোটি টাকা।

৭. **নির্মাণ** : নির্মাণ খাত থেকে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করা হয় ব্যক্তি, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা এবং সরকারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে। বাস্তবে এ খাত থেকে যে পরিমাণ আয় হিসাব হওয়ার কথা তার তুলনায় কম হয়। কারণ চলতি বাজারমূল্যে সরকার প্রদত্ত বা বেঁধে দেওয়া মূল্য থেকে বেশি। অথচ সরকারি বেঁধে দেওয়া মূল্যের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ৬৩৯৮২ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ৭৫৪৬৫ কোটি টাকা ধরা হয়।

৮. **হোটেল ও টাওয়ার** : এই খাতের মোট দেশজ উৎপাদের বিষয়টি উৎপন্ন দ্রব্যের ও সেবার বিক্রয় প্রক্ষিপ্ত হিসাব করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ৫৯৯৮ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সময়ে ধরা হয় ৭১৭৮ কোটি টাকা।
৯. **পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ** : এ খাত দেশজ আয় গণনার একটি বড় খাত। এ খাতটির বড় অংশ বেসরকারি খাতে ন্যূন আছে। তারপরও ২০১০-১১ সালে স্থূল আয় হয়েছিল মোট ৮৫৪৬৫ কোটি টাকা যার মধ্যে- (ক) স্থলপথ পরিবহন উপখাতে ৬৬০৮৮ কোটি টাকা, (খ) পানিপথ পরিবহন উপখাতে ৪৫৩২ কোটি টাকা, (গ) আকাশপথ পরিবহন উপখাতে ৭২২ কোটি টাকা, (ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে ২০৭০ কোটি টাকা এবং (ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ খাতে ১২০৫৩ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সময়ে পরিবহন সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে মোট আয় ধরা হয় ১০০০৫৩ কোটি টাকা।
১০. **আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক সেবা** : এ খাতের হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত মূল্যের ভিত্তিতে। ২০১০-১১ সময়ে এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ ছিল ১৪৪৮৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে- (ক) ব্যাংক উপখাতে ১০৬২১ কোটি টাকা; (খ) বীমা উপখাতে ৩২৩১ এবং (গ) অন্যান্য খাত থেকে আয় হয় ৬৩২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে ধরা হয় মোট ১১৬৯৬৫ কোটি টাকা। উপখাত অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয় যথাক্রমে ১২৪৩০, ৩৭৯৫, ৭৪০ কোটি টাকা।
১১. **রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা** : এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে। ২০১০-১১ সালে সেবা প্রাপ্ত দেশজ আয় ছিল ৫০৩৩৭ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সময়ে ধরা হয় ৫৫৫৪৬ কোটি টাকা।
১২. **লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা** : এ খাত থেকে প্রাপ্ত দেশজ আয়ের হিসাব করা হয় মূলত ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১০-১১ সালে দেশজ উৎপাদ ছিল ২২৩৮১ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ধরা হয় ২৫৪৪৯ কোটি টাকা।
১৩. **শিক্ষা** : বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদের হিসাব করা হয় ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১০-১১ সালে এ খাতে দেশজ উৎপাদন ছিল ২১৩০৮ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ধরা হয় ২৪৮০৯ কোটি টাকা।
১৪. **স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা** : স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের বিষয়টি হিসাব করা হয় ব্যয় পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদ ব্যয় ২০১০-১১ সময়ে হয়েছিল ১৭৫৮২ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সময়ে ব্যয় ধরা হয় ২০৩৩৭ কোটি টাকা।
১৫. **কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা** : এ খাতের হিসাব গণনার কাজটি ব্যয়ের দিক থেকে মোট দেশজ উৎপাদ গণনা করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাত থেকে ৭৭৮৭৬ কোটি টাকা ব্যয় গণনা করা হয় এবং ২০১১-১২ বছরে ৯১৪৮৫ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন হিসাব ধরা হয়েছিল।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট দেশজ উৎপাদের ধারণা দাও।
২. মোট দেশজ উৎপাদ বলতে কী বুঝ?
৩. নীট জাতীয় উৎপাদ বলতে কী বুঝ?
৪. GNP, GDP, NNP এদের পূর্ণরূপ দাও।
৫. CCA বলতে কী বুঝ?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় বলতে কী বুঝ? জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।
২. মোট দেশজ উৎপাদ ও নীট জাতীয় উৎপাদ ধারণা দাও। মোট দেশজ উৎপাদের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর।
৩. মোট দেশজ উৎপাদের হিসাববহির্ভূত বিষয়সমূহের ধারণা দাও।
৪. মোট দেশজ উৎপাদ গণনা করা হয় না এমন সব উপাদানের একটি তালিকা প্র-ত কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে কী বলে?
 

ক. জাতীয় আয়	খ. নীট আয়
গ. গড় আয়	ঘ. মাথাপিছু আয়
২. জাতীয় আয় গণনায় নিচের কোনটি ধরা হয়?
 

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য	খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবার মূল্য
গ. সরকারি ঋণের সুদ	ঘ. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রুমানা তাঁর বাড়ির আঙিনায় সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে পরিমাণ সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তাঁর চেয়ে বেশি সবজি পান।



৩. রুমানা তাঁর উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন?

- |              |          |
|--------------|----------|
| ক. ভূমি      | খ. শ্রম  |
| গ. প্রযুক্তি | ঘ. মূলধন |

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন—

- GDP বৃদ্ধি করে
- GNP বৃদ্ধি করে
- NNP হ্রাস করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |           |             |
|-----------|-------------|
| ক. i      | খ. ii       |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা : ১

শিহাব ১০ বছর যাবৎ বাহরাইনে কর্মরত। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে প্রেরণ করেন।

ঘটনা : ২

মিসেস ব্রাউনী বৃটেনের নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তাঁর দেশে টাকা পাঠান।

- নীট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?
- আয় পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়? বুঝিয়ে লিখ।
- শিহাবের অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্বন্ধিত হয়, ব্যাখ্যা কর।
- মিসেস ব্রাউনীর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? তোমার মতামত দাও।

২. জহির তার নানাবাড়ি মধুপুরে বেড়াতে যায়। তার নানা পুকুরে মাছ চাষ করেন। জহির তার নানাবাড়ির পাশে প্রচুর গাছপালা ও জীবজন্তু দেখতে পায়। সে জানতে পারে এটি একটি বিশেষ ধরনের অঞ্চল।

- CCA-এর পূর্ণরূপ কী?
- মোট দেশজ উৎপাদ বলতে কী বোঝায়?
- জহির তার নানাবাড়ির পাশে যে অঞ্চলটি দেখতে পায় সেটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জহিরের নানার চাষকৃত মাছের অবদান পাঠ্যপুঁক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।



## সপ্তম অধ্যায়

### অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

## Money and Banking System

নাবিলের বাবা একজন চাকুরিজীবী। মাসের শেষে বেতন পান ২০,০০০ টাকা। তিনি পারিবারিক ব্যয়ের জন্য কিছু টাকা নগদ রাখেন এবং কিছু টাকা ব্যাংকে আমানত রাখেন। কিছুদিন পর তিনি ঠিক করলেন মুরগির খামার দেবেন। এজন্য তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন। ব্যাংক তাকে ১০% সুদে ৩৬ মাসে পরিশোধ করার শর্তে এই ঋণ প্রদান করে। আমাদের আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও ঋণ সবই অর্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থ ও ঋণের ব্যবসা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। ব্যাংক জনগণের উদ্ভূত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন, আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



### এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা—

- ☐ ● ☐ অর্থের ধারণা এবং অর্থের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এর প্রধান কার্যাবলি বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● ☐ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুলনা করতে পারব
- ☐ ● ☐ কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকসমূহের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব
- ☐ ● ☐ চার্ট অংকন করে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা প্রদর্শন করতে পারব

## ৭.১ অর্থ ও অর্থের প্রকারভেদ (Money and its classification)

দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে তার মাছের বিনিময়ে কুমোরের কাছ থেকে হাঁড়ি-পাতিল সংগ্রহ করত। এভাবে মানুষের এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে বিনিময় প্রথা (Barter System) বলে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে কোনো কোনো এলাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনো এ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। তবে এ প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা অসুবিধায় পড়তে হতো (যেমন- দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা ও অভাবের অমিল ইত্যাদি)। এসব অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবা মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং, সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে ব' মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে। বিভিন্ন দেশে অর্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপি, আমেরিকায় ডলার এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইউরো।

### অর্থের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। নিচে তা আলোচনা করা হলো :

তৈরির উপকরণের দিক থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১) ধাতব মুদ্রা
- ২) কাগজী নোট

#### ধাতব মুদ্রা

ধাতব খঁ দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা আছে।



ধাতব মুদ্রা

ধাতব মুদ্রাকে ব' MZ মূল্যমানের দিক থেকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) প্রামাণিক মুদ্রা (খ) প্রতীক মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা বলতে বোঝায় যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। আর প্রতীক মুদ্রা বলতে বোঝায়, যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে। সাধারণত ধাতব মুদ্রা সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়।

#### কাগজী নোট

যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজী মুদ্রা বা নোট বলে। নোটের উপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক যা সাধারণত অভ্যর্গীয় মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। প্রায় সকল দেশেই কাগজী মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের কাগজী মুদ্রা হলো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

কাগজী মুদ্রাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (ক) রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা (খ) রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা। রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বুঝায় যে কাগজী নোটের পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। আর রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজী নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রূপা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে রূপান্তর অযোগ্য কাগজী নোট হলো ১ টাকা ও ২ টাকার নোট। গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১) বিহিত অর্থ ২) ব্যাংক হিসাব।

## বিহিত অর্থ

যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত অর্থ বলে। আমাদের দেশের বিহিত অর্থ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজী নোট নিয়ে গঠিত। বিহিত অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়- ক) অসীম বিহিত অর্থ খ) সসীম বিহিত অর্থ। অসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায় যে বিহিত অর্থ দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট। সসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায়, যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়, আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ই"ঐ অনুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের সসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা।

## ব্যাংক হিসাব

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্টি অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে।

<b>Your Organization's Name</b>		1001
DATE:		
PAY TO THE ORDER OF	\$	
		DOLLARS
MEMO	AUTHORIZED SIGNATURE(S)	
#0 100 1# 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5#		

ব্যাংক চেক (নমুনা)

ব্যাংক সৃষ্টি আমানত বা ওভার ড্রাফটের বিরুদ্ধে চেক কেটে লেনদেন করা যায়। ব্যাংক সৃষ্টি আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা চলে। আমাদের দেশে ব্যাংক সৃষ্টি অর্থ হলো- চলতি হিসাবে আমানত এবং সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত যা চেকের দ্বারা তোলা যায়।

**কাজ :** অর্থের প্রকারভেদের ছক তৈরি কর।

## ৭.২ অর্থের কার্যাবলি (Function of money)

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং সমাজ জীবনে অর্থ নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে।

কবি অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

যাহা করে বিনিময় ও মূল্য পরিমাপ

ঋণ পরিশোধ আর সঞ্চয় সাধন

অর্থ বলি গণ্য তারে করে সর্বজন।

ইংরেজি কবিতার দুটি চরণে অর্থের কার্যাবলি প্রকাশ পায়-

"Money is a matter of functions four;

A medium, a measure, a standard, a store."

অর্থাৎ, অর্থের কাজ হলো চারটি। যথা : বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, সঞ্চয়ের বাহন ও স্থগিত লেনদেনের মান।

নিচে অর্থের প্রধান চারটি কাজের বিবরণ দেয়া হলো :

### বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা যায় অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

### মূল্যের পরিমাপক

মিটার যেমন দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রাম যেমন ওজনের পরিমাপক, ঠিক তেমনি অর্থ পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- আমিরা একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক। অর্থের সাহায্যে আমরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে অতীত ও ভবিষ্যতের পণ্য ও সেবার মূল্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

### সঞ্চয়ের বাহন

অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সেবা জীবসঁ উপকরণ তাই শ্রম ও সেবা সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কিন্তু অর্থ দ্বারা সব কিছু বিনিময় করা যায় বলে এরূপ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব। বর্তমানে মানুষ তার উৎপাদিত আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিয়ে যা উদ্ধৃত থাকে তা অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারে, কারণ অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় অনেক বেশি নিরাপদ ও তুলনামূলক স্থায়ী।

## স্থগিত লেনদেনের মান

স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনাকে নির্দেশ করে। এসব দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ অর্থের মাধ্যমেই করা হয়। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ সহজ এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নির্বিঘ্নে চলতে পারে, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল প্রভৃতিও ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ব্যাংকে আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই ব্যাংক এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের ভিত্তি তথা স্থগিত লেনদেনের মান হিসেবে গণ্য করা হয়।

উপরিউক্ত কার্যাবলি ছাড়াও অর্থ মূল্য স্থানান্তরের বাহন, তারল্যের মান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অর্থের এই কাজগুলো পৃথক নয়, এদের একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাই বলা হয় অর্থের সকল কাজের মাধ্যমে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে।

**কাজ :** অর্থ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজতর করেছে- ব্যাখ্যা কর।

## ৭.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)

যে ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। এ ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের উপর কম হারে সুদ দেয়। অন্যদিকে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ আদায় করে। উভয় সুদের পার্থক্যই হলো ব্যাংকের মুনাফা। এ ব্যাংক জমাদানকারীকে তার জমাকৃত অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে বলে ব্যাংক তার তহবিল থেকে স্বল্পকালের জন্য ঋণ প্রদান করে। তাই এ ব্যাংককে স্বল্পমেয়াদী ঋণের ব্যবসায়ী বলে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হলো : সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, আরব বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডাচবাংলা ব্যাংক ইত্যাদি।



সোনালী ব্যাংক



জনতা ব্যাংক

## বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

আধুনিককালে বাণিজ্যিক ব্যাংক বহুমুখী কার্য সম্পাদন করে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :



## ১) আমানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা- (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত, (গ) স্থায়ী আমানত।

**(ক) চলতি আমানত :** চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যেকোনো সময় ওঠাতে পারেন। এজন্য এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

**(খ) সঞ্চয়ী আমানত :** সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার ওঠানো যায়। এই আমানতের উপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।

**(গ) স্থায়ী আমানত :** এ আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন- ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। এক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান থাকে।

## ২) ঋণ দান করা

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চাহিদা মেটানোর জন্য গণিত রেখে বাকি অর্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদের জন্য ঋণ প্রদান করে। উপযুক্ত জামানত ও বন্ধকীর (যেমন- মূল্যবান ধাতু, ধাতব দ্রব্য, সরকারি ও দেশি-বিদেশি ঋণপত্র, স্থায়ী সম্পদ-এর বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক গৃহনির্মাণ, মৎস্য চাষ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঋণ দেয়।

## ৩) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ই-পেমেন্ট, হুন্ডি ও ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদি সৃষ্টি করে। বিনিময় মাধ্যমগুলোর মধ্যে ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক বহুল ব্যবহৃত হয়। উন্নত দেশে অধিকাংশ লেনদেনই চেকের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে থাকে।

## ৪) দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যের সহায়তায় ব্যবসায়ীদের অর্থ যোগান দেওয়ার পাশাপাশি পরামর্শও দিয়ে থাকে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, বিল বাট্টাকরণ, আমদানি ও রপ্তানিকারককে ঋণ প্রদান, মেইল ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রব্য আদান-প্রদান, বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনা-পাওনার নিশ্চিতি হয়। এসব কার্য সম্পাদন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



ব্যাংক কার্যক্রমে প্রযুক্তি

### ৫) অর্থ স্থানান্তর

মক্কেলদের প্রয়োজনে ব্যাংক এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ প্রেরণ করে। অর্থ প্রেরণের মাধ্যম হলো চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পোস্টাল অর্ডার, ভ্রমণকারীর চেক, মেইল ট্রান্সফার ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি।

### ৬) রেমিট্যান্স

বিদেশে কর্মরত সকল জনসাধারণের বৈদেশিক আয় সংগ্রহ করে এবং দেশীয় সংশ্লিষ্ট মালিককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা হাতিয়ার করে বাণিজ্যিক ব্যাংক যথাযথ সেবা প্রদানে সহায়তা করে।

### ৭) সঞ্চয় বৃদ্ধি

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। ব্যাংক সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায় ও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঋণ দিয়ে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে-

- (ক) জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন- দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে।
- (খ) বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চর ও সরকারি বন্টন-ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে।
- (গ) সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপর্ষক অফিস দায়িত্ব পালন করে।
- (ঘ) মক্কেলদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে।
- (ঙ) মক্কেলদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, বাড়িভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে।

উপরিউক্ত কার্যক্রম মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**কাজ :** বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা কর।

### ৭.৪ ব্যাংক হিসাব খোলার ও পরিচালনার নিয়ম

রহিম তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ ব্যাংকে জমা রাখার জন্য তার উপজেলা সদরে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখা অফিসে যায়। সোনালী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা মাসুদ সাহেব তাকে হিসাব খোলার ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। মাসুদ সাহেব প্রথমে রহিমকে তিন ধরনের যেমন- (১) চলতি হিসাব, (২) সঞ্চয়ী হিসাব ও (৩) স্থায়ী হিসাবের ধারণা দেন। তিনি বলেন সব ধরনের হিসাব খোলার নিয়ম মোটামুটিভাবে এক। গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়া আমাদের দেশের সব ব্যাংকে হিসাব খোলার নিয়মাবলি প্রায় একই ধরনের। রহিম সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে প্রথমে ব্যাংকের শাখা অফিস থেকে একটি আবেদনপত্র সংগ্রহ করে তাতে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তাকে (আবেদনকারীকে) শনাক্ত করার জন্য আবেদনপত্রে সায়েমের তথ্যসহ স্বাক্ষর নিতে হয়। কেননা সায়েমের উক্ত ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। সায়েমকে শনাক্ত প্রদানকারী বা পরিচয়দানকারী বলে। এছাড়া আবেদনপত্রে রহিম স্ত্রীকে নমিনী করে তার তথ্যও লিপিবদ্ধ করে (নমিনী বলতে বোঝায় ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ আমানতকারীর অবর্তমানে/মৃত্যুর পর তার মনোনীত যে বা যারা জমাকৃত অর্থের অধিকারী হবে)।



ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড



পূরণকৃত আবেদনপত্রের সাথে রহিম ও তার স্ত্রীর (আবেদনকারী ও নমিনীর) পাসপোর্ট আকৃতির সত্যায়িত ছবি এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি সংযুক্ত করে। পূরণকৃত আবেদনপত্রটি মাসুদ সাহেবের কাছে জমা দেয়। তখন মাসুদ সাহেব তাকে ন্যূনতম ৫০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে বলেন (বিভিন্ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জমার পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে)। কিছু সময়ের মধ্যে মাসুদ সাহেব ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে হিসাব খুলে একটি ব্যাংক হিসাব নম্বর রহিমকে প্রদান করেন এবং একটি চেকবই ও একটি জমাবই প্রদান করেন। রহিম পরবর্তীতে এ হিসাব নম্বরে জমাবই দ্বারা তার ই"Qামতো নগদ অর্থ, চেক, ব্যাংক ড্রাফট জমা দেয় (এছাড়া অনলাইনে দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে হিসাব নম্বরে টাকা জমা দেওয়া যায়)। জমাকৃত টাকা থেকে চেকের মাধ্যমে ও এটিএম কার্ডের মাধ্যমে (যেখানে এটিএম বুথ আছে) ব্যাংকের নিয়মের ভিত্তিতে টাকা তোলা যায়।

বর্তমানে প্রায় সব ব্যাংকেই কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। তাই আমানতকারী কোন কোন তারিখে কত টাকা তুলল এবং কত টাকা জমা দিল তার বিবরণী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করতে পারে (এমনকি ইচ্ছা করলে তার হিসাব বন্ধ করে দিতে পারে)। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আমানতকারী বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে।

রহিমের মতো সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো ব্যাংকে যেকোনো ধরনের হিসাব খোলা ও পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ জমাদান করতে এবং ওঠাতে পারে।

**কাজ :** ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটি তালিকা  $cd' Z$  কর।

[illegible][illegible]

## ৭.৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রা বাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। তাই এর প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নয় বরং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সর্বোচ্চকরণ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি স্বাধীন দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। যেমন : বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক, ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম, ইংল্যান্ডের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড।



ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড



ফেডারেল ব্যাংক

## কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

প্রত্যেক দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ও মুদ্রাবাজারের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সার্বিক অর্থনীতির স্বার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি আলোচনা করা হলো-

### ১) নোট ও মুদ্রা প্রচলন

কোনো দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে। এ ব্যাংক দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করে। অতীতে দেশে নোট প্রচলনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আইন অনুযায়ী স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে হতো। বর্তমানে দেশে অর্থের যোগান ও তার মূল্য নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভরশীল।



কাগজী নোট ছাপানো

### ২) সরকারের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ প্রদান করে। আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে তা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

### ৩) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে নতুন ব্যাংক ও শাখা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করে। তার অধীনস্থ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। আইন বা প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত রাখতে হয়। এ গচ্ছিত তহবিল হতে প্রয়োজনে তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ ঋণ গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে তাদের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা পাঁচ ভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখতে হয়।

### ৪) ঋণ নিয়ন্ত্রণ

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কেননা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে ঋণ দেয় তা মোট অর্থের যোগানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় যা দাম-বিপর্যাস এবং অর্থের মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঋণের আধিক্যের জন্য দেশে মুদ্রাস্ফীতি এবং ঋণের স্বল্পতার জন্য দেশে মুদ্রা সংকোচন যেন দেখা না দেয় সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে। যেমন- ব্যাংক হারের পরিবর্তন, খোলাবাজার নীতি, নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন, প্রচারণা, অনুরোধ ও নির্দেশ ইত্যাদি।

### ৫) সর্বশেষ ঋণদাতা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কখনও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকটাপন্ন ব্যাংকসমূহের নির্দিষ্ট জামানতের বিপরীতে ও বিভিন্ন ঋণপত্রের পুনঃ বাট্টাকরণ করে ঋণ প্রদান করে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়।

### ৬) বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

### ৭) নিকাশ ঘর

দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পোস্টাল অর্ডারের আদান-প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার বা দেনাদার হয়। কোনো ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে কত পাওনা বা কত দেনা তার সর্বশেষ হিসাব সংরক্ষণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের যে অর্থ বা তহবিল কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা থাকে তা থেকে এরকম দেনা-পাওনার নিষ্কাশিত করে। এভাবে এ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নিকাশঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।



স্বয়ংক্রিয় নিকাশঘর

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে-

- (ক) তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- (খ) অধিভূত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা সময়ান্তে যাচাই করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

- (গ) জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি ও বাস্তবায়ন করে।
- (ঘ) দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শাখা স্থাপনে সহায়তা করে।
- (ঙ) দেশবাসীর অবগতির জন্য এবং সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলির তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করে এবং গবেষণার কাজ পরিচালনা করে।
- (চ) অর্থনীতির বিভিন্ন খাত, যেমন- কৃষি, শিল্প, সেবা (ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য) খাতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে।

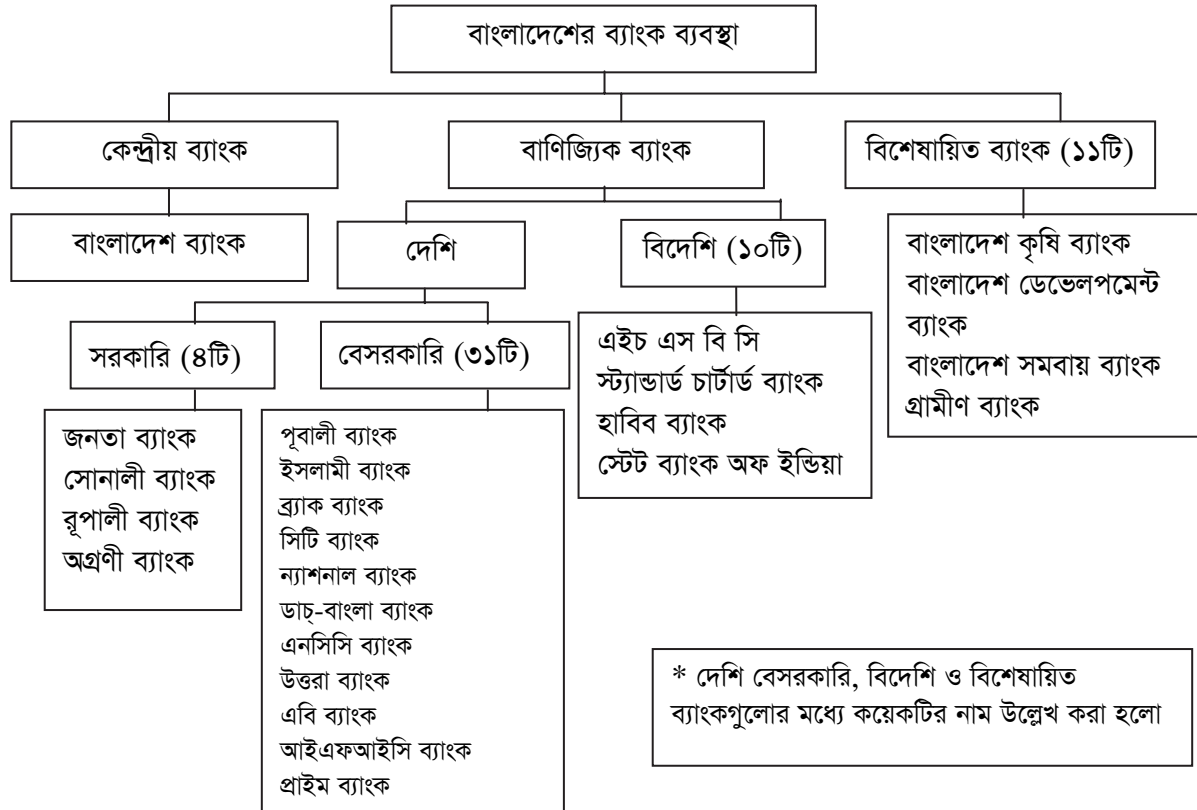
উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**কাজ :** কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে- ব্যাখ্যা কর।

## ৭.৬ বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা

আমাদের দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক হিসেবে এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আর জনসাধারণের আমানত গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। অন্যদিকে বিশেষ খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিশেষায়িত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

নিম্নে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার চার্ট অংকন করা হলো :





## ৭.৭ কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থানে বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার ভূমিকা

বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হলো-

### বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির “বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২” এর বলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে স্থিতিশীল মূল্যস্তর বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান তথা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে এ ব্যাংক নিম্নোক্তভাবে ভূমিকা পালন করে :



মনোগ্রাম (বাংলাদেশ ব্যাংক)

দেশের কৃষি খাতে প্রয়োজনমূলক কৃষিঋণ সরবরাহে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদারভাবে ঋণ তহবিল প্রদান করে। এ ছাড়া কৃষি উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা ও কৃষি পরিসংখ্যান তৈরি করে এ ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে।

দেশের দ্রুত শিল্পায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক শিল্প মূলধন সরবরাহকারী বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ তহবিল সরবরাহ করে। শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণি-বিকাশে উদ্বুদ্ধকরণ ঋণ সহায়তা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণপত্রের বিনিময়ে ঋণ প্রদান, নতুন ব্যাংক স্থাপন এবং অনুনত এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপন করে, ঋণের যোগান নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় খাতে ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করে। ক্ষেত্রবিশেষে এ ব্যাংক নিজ উদ্যোগে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

**কাজ :** অর্থব্যবস্থার অভিভাবক হিসেবে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বাংলাদেশ ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর।

### বাণিজ্যিক ব্যাংক

দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহকে মালিকানার দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি ও বেসরকারি এ দুভাগে বিভক্ত করা যায়। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংক-সমূহের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-



কৃষি ও শিল্প খাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাংলাদেশে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। ফলে কৃষি উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। এ দেশের অধিকাংশ কৃষক গরীব। তাই তাদের কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য দরকার পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের। বর্তমানে কৃষি উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সরকার ঘোষিত কৃষি ঋণদান কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ক্রয়, পানি সেচের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে দেশের কৃষক মাত্র ১০ টাকা জমা রেখে ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ পাচ্ছে। এতে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের সকল কৃষকের ডাটা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিক্সা ও ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামিনের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। এর ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

**কাজ :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক- ব্যাখ্যা কর।

## বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশ পাকি-১৭৮ কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও আধা-স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। নিম্নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে।

ক. আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র। তাই কৃষকের ছোটখাটো প্রয়োজন মেটানোর জন্য (যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি ক্রয় এবং জমি চাষ, ফসল নিড়ানো, ফসল কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য) এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

খ. জমি সমতল করা, অগভীর নলকূপ স্থাপন, চাষের জন্য গবাদি পশু এবং হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি কাজের জন্য এ ব্যাংক কৃষককে মধ্যম মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ সাধারণত ১৮ মাস থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

গ. জমি ও ভারী যন্ত্রপাতি (যেমন- ট্রাক্টর, হারভেস্টার ইত্যাদি) ক্রয়, গভীর নলকূপ স্থাপন, গুদামঘর নির্মাণ, হিমাগার নির্মাণ, পানি সেচের উদ্দেশ্যে খাল খনন, চা বাগানের উন্নয়ন এসব কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ ৫ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়।

এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক হাঁস-মুরগি ও পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকাকার চাষ, মৎস্য খামার তৈরি প্রভৃতি কাজের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে, যা নিয়ে আমাদের বেকার যুবকরা তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

**কাজ :** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কৃষিঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব- ব্যাখ্যা কর।

## বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে Vendors Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠিত হয়। বিলুপ্ত প্রতিষ্ঠান দুটির দায়, সম্পদ ও জনবল নতুন প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পিত হয়েছে। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে, যেমন- পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, চিনি শিল্প ও সার শিল্প ইত্যাদি। পল্লী এলাকায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

এই ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়ে থাকে। এই ব্যাংকের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। শিল্প কারখানার প্রয়োজনে এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণও প্রদান করে। উদ্যোক্তাকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি পরামর্শ প্রদান এবং শিল্পায়ন সমর্থিত বিভিন্ন প্রকার গবেষণা, পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

স্বনির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মেয়াদী ঋণ প্রদান করছে। নারীকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছে। বেসরকারিভাবে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা দান ও শিল্প কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

**কাজ :** উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ভূমিকা লিখ।

## গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামের অতি স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য অতি দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো গ্রামীণ ব্যাংক। জনসাধারণকে উৎপাদন কার্যকলাপে এ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। নিম্নে এ ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদেরকে সহজ শর্তে ও জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে। কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক শাকসবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও জমি চাষাবাদ ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করায় কৃষক গ্রাম্য মহাজনদের কাছ থেকে কঠিন শর্তে ও চড়া সুদে ঋণ নিতে হয় না।



দেশের অবহেলিত জনসাধারণকে শিল্প খাতে সমৃদ্ধ করার জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে (যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, বিড়ি তৈরি, সাবান তৈরি, কাপড় তৈরি ও মিষ্টি তৈরি) ঋণ প্রদান সহ উপকরণ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। গ্রামীণ ফোনের কারিগরি সহায়তায় গ্রামের সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য পল্লীফোন চালু করে।



গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

সুবিধাবঞ্চিত বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্যাংক হলো গ্রামীণ ব্যাংক। এ ব্যাংক ভিক্ষুককে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। নারীকে কর্মে উদ্বুদ্ধকরণ ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশে এ ব্যাংক সহায়তা করে। দরিদ্র অসহায় মহিলাদের ঋণ হিসেবে পল্লীফোন প্রদান করা হয়। এর আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করে মহিলাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়।

**কাজ :** সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য- ব্যাখ্যা কর।

## সমবায় ব্যাংক

সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংককে সমবায় ব্যাংক বলে। পারমাণবিক সহায়তার ভিত্তিতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করাই সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সরকার ও দেশের সমবায়ীর যৌথ মালিকানায পরিচালিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটির শেয়ারের ৮৬% মালিক সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং ১৪% সরকারের মালিকানায। নিম্নে সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো-

এ ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিঋণ প্রদান করে। ঋণ প্রদানের খাতগুলো হলো- কৃষি, ভূমি উন্নয়ন, আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষ, শীতকালীন ফসল ও শাকসবজি উৎপাদন, বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ যেমন- বীজ, সার, কীটনাশক, সেচযন্ত্র ও ট্রাক্টর ইত্যাদি। কৃষি ঋণের মেয়াদ তিন ধরনের হয়, যেমন : স্বল্পকালীন- ৬ মাসের জন্য, মধ্যম মেয়াদী- ২ বছরের জন্য এবং দীর্ঘকালীন- ৫ বছরের জন্য প্রদান করে।

সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহে এবং নির্মাণ শিল্পে এ ব্যাংক অর্থায়ন করে।

এ ব্যাংক গ্রামীণ যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। সরকারের ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের অংশীদার সমবায় ব্যাংক। এছাড়া দেশের আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায়, যেমন- মাছ চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগি পালন এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণে সমবায় ব্যাংক অর্থায়ন করে থাকে। যার ফলে দেশের বেকারত্ব লাঘবের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**কাজ :** সমবায়ীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থ বলতে কী বোঝায়?
২. বাণিজ্যিক ব্যাংক বলতে কী বোঝায়?
৩. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
২. বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি?
 

ক. ঋণদান	খ. আমানত গ্রহণ
গ. অর্থ স্থানান্তর করা	ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি
২. নিচের কোন মুদ্রা যেকোনো পরিমাণে লেনদেন করা যায়?
 

ক. ২ টাকার কয়েন	খ. ২ টাকার কাগজী মুদ্রা
গ. ৫ টাকার কয়েন	ঘ. ৫ টাকার কাগজী মুদ্রা

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আরিফ তার সংগৃহীত অর্থ একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা রাখে। বছর শেষে সে তার জমাকৃত অর্থ অতিরিক্ত অর্থসহ উত্তোলন করে।

৩. আরিফের লেনদেনকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
 

ক. বাংলাদেশ ব্যাংক	খ. সমবায় ব্যাংক
গ. সোনালী ব্যাংক	ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

৪. দেশের অর্থনীতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান হচ্ছে-

- i. পুঁজি গঠন করা
- ii. মুদ্রার মান সংরক্ষণ
- iii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i       | খ. i ও ii      |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রত্না একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার প্রতিষ্ঠান জনগণকে ঋণ দিতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে তার বান্ধবীও অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এটি জনগণের সম্বন্ধে অর্থ জমা রাখে এবং এর বিপরীতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে।

- ক. বিনিময় প্রথা কী?
- খ. সম্বন্ধের বাহন হিসেবে অর্থের কার্যাবলি বর্ণনা কর।
- গ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. রত্নার প্রতিষ্ঠানের সাথে তার বান্ধবীর প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর।

২. হারুন এর স্ত্রীর একটি শাড়ির খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তার কাছে একটি ছাগল ছাড়া কিছুই নেই। হারুন তার ছাগল নিয়ে তাঁতির কাছে গেলে তাঁতি একটি শাড়ির বদলে ছাগল নিতে চায়। কিন্তু হারুন একটি শাড়ির বদলে ছাগলটি দিতে রাজি হয়নি। পরে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অসুবিধা দূর হয়।

- ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে?
- খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়?
- গ. হারুন তাঁতির কাছে গিয়ে শাড়ি কিনতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সবার কাছে গ্রহণযোগ্য দ্রব্যটির ভূমিকা তোমার পাঠ্যপুঁক্তির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## অষ্টম অধ্যায়

# বাংলাদেশের অর্থনীতি

### The Economy of Bangladesh

রতন একজন ধনী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তার জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়। পারিবারিক ব্যয় বহন করার পর উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত অর্থ রতন সঞ্চয় করে। গত বছর রতন একটি ছোট তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করে যা তার স্ত্রী জয়ন্তী পরিচালনা করে। সেখানে তার গ্রামের নারী শ্রমিকেরা কাজ করে। তারা তাদের একমাত্র ছেলে রনীকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করে। রনী অসুস্থ হলে তাকে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তারের পরামর্শমতো চিকিৎসা দেওয়া হয়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি আংশিক চিত্র ফুটে ওঠে।



এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

- ☐ ● বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ● অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প ও সেবা) বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ● দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতের (কৃষি, শিল্প ও সেবা) তুলনামূলক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব
- ☐ ● কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ শনাক্ত করতে পারব
- ☐ ● খাতভিত্তিক অর্থনীতির তথ্য উপাত্ত ব্যাখ্যা এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত করতে পারব
- ☐ ● অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান চিত্র অংকন করে প্রদর্শন করতে পারব

## ৮.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bangladesh Economy)

প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শোষণ ও চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শাসনের যাতাকলে নিষ্ঠেষ্টিত হয়ে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। উপরন্তু ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর চার দশক ধরে উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এখনও একটি নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ করা যায় :

### ১) কৃষি খাতের প্রাধান্য

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুনুত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিক্ষণের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমান্বয়ে এই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধা বাড়ছে। সংগে সংগে উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, মৎস্য সম্বন্ধ, পশুসম্বন্ধ ও বনজ সম্বন্ধ) অবদান ১৯.৯৫ শতাংশ হবে বলে ধরা হয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৩ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এম ই এস, ২০০৯, বিবিএস)।



কৃষিকাজ

### ২) শিল্পায়নের জন্য KgPIIIP গ্রহণ

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই এ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বাড়াতে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো- কর্মসংস্থান বাড়ানো, শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কমানো। এই লক্ষ্য গুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচী হলো- বিনিয়োগে বাধা কমানো, কর মুক্ত করা, বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং শ্রমনির্ভর শিল্প স্থাপন। এসব কর্মসূচির সুফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। মোট শ্রমশক্তির ২৪.৩ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত (এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে-২০০৯)।



শিল্প



### ৩) মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি

এ দেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৮৪৮ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি ৭৭২ মার্কিন ডলার। তবে আমাদের মাথাপিছু আয় ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে।

### ৪) জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি

স্বল্প আয়ের জন্য আমাদের দেশের প্রায় ৩১.৫০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবনযাপন করে। ধীরগতিতে হলেও জীবনযাত্রার মান পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ৬৭.২ বছর। সুপেয় পানি গ্রহণকারী ৯৭.৮ শতাংশ এবং সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) ৫৭.৯ শতাংশ।

### ৫) বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি

আমাদের মাথাপিছু আয় কম বলে সঞ্চয় ক্ষমতা কম। তাই বিনিয়োগ বা পুঁজি গঠনের হারও কম। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনেক DIT ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। এর ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৪.৭৩ শতাংশ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যা আমাদের দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক।

### ৬) খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা

কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অধিক জনসংখ্যার কারণে এদেশে বহুদিন ধরে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা লক্ষ করা যায়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৮.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন যা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই সরকার বাংলাদেশকে ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি খাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত বীজ, সার এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩৪১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন। (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর)

### ৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশে মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৪%, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৪৮%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পেলেও আয়তনের দিক দিয়ে অনেক ছোট এই দেশটি জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে নবম বৃহত্তম দেশ।

### ৮) ব্যাপক বেকারত্ব

আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে এ দেশে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা যায়।



ঢাকা ইপিজেড



তবে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ AAETj (EPZ: Export Processing Zone) বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি চাইবে। বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্যে বিভিন্ন Di'xcbigj K ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করায় বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক Aধj চালু nTQ যার ফলে বেকার সমস্যা A`t ভবিষ্যতে কমে যাবে বলে আশা করা যায়। (দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ২৫ লক্ষ লোক বেকার)।

### ৯) প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদান। বর্তমানে এসব সম্পদের আবিষ্কার ও ব্যবহার পর্বের তলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ খাতের সমন্বিত অবদান স্থির মূল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১.২৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পরণ করে। আমাদের দেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ১৮টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ



কয়লা খনি

হতে গ্যাস উত্তোলিত হইবে। উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জ) মোট মজুদ প্রায় ২৭০০ মিলিয়ন টন। উত্তোলিত কয়লার ৬৫ ভাগ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাঁচায়ন করা হইবে। এদের মধ্যে পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থানক্ষেত্রে উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য।

### ১০) বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘটতি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা আমাদের রপ্তানি আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এজন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে অব্যাহত ঘটতি দেখা যায়। ২০১০-১১ অর্থবছরে সার্বিক ভারসাম্য (-) ৫২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সাময়িক হিসাব)। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাণিজ্যিক ঘটতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

### ১১) বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। তাই বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে আশার কথা হলো বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার

হার হ্রাস পাচ্ছে। কেননা এসব সাহায্যের অপরিাপ্ততা, অনিশ্চয়তা ও সময় ক্ষেপণের দরুণ আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর নির্ভরতা বাড়ছে যা ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পঞ্চম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অভ্যন্তরীণ সম্পদের সমাবেশ ধরা হয় ৬১.৪৫%।

## ১২) অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন খাত বা বায়নের উদ্যোগ নিয়েছে।



ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

## ১৩) বেসরকারিকরণ কর্মসূচি

আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত মোট ৭৬ টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৫টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

## ১৪) পরিকল্পনা গ্রহণ

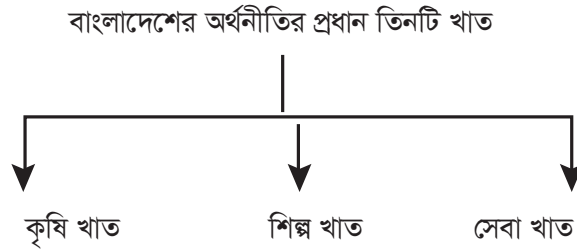
আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন, এবং সম্পদের সুযম বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূপকল্প ২০২১ এর আলোকে “বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপরেখা (২০১০-২০২১)” শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে “উ” উপ্তর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় বেশ উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গতিশীল কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক ও উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি হচ্ছে। যারা স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে ভূমিকা পালন করছে।

**কাজ :** বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতে, আর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

## ৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (Main Sectors of Bangladesh Economy)

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ পরিমর্মে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত এসব শাখা বা বিভাগকে অর্থনৈতিক খাত বলে।



### কৃষি খাত (Agriculture Sector)

কৃষি হচ্ছে এরূপ সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।



মৎস্য



পশুপালন



সুন্দরবন

নিম্নে কৃষি খাতের উপখাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :

### শস্য ও শাকসবজি

আমাদের দেশের কৃষকেরা শস্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, ডাল, আখ, তামাক, চা, তৈলবীজ ইত্যাদি আর শাকসবজির মধ্যে আলু, সীম, লাউ, মটরশুঁটি, পটল, করলা, বেগুন ইত্যাদি উৎপাদন করে।

### প্রাণিসম্পদ

আমাদের দেশে পারিবারিকভাবে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, কবুতর ও অন্যান্য পাখি পালন করা হয়। এদের মাংস, ডিম, দুধ, পালক ও চামড়া ইত্যাদি এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

### মৎস্যসম্পদ

এ দেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওর ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন : অভ্যন্তরীণ মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য।

### বনজ সম্পদ

আমাদের দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১৭ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল, যেখানে একটি দেশের থাকা উচিত মোট ভূখণ্ডের ২৫ ভাগ। এসব বনাঞ্চলে রয়েছে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, গর্জন, সুন্দরী, গরান, গোয়া, গামারি, কড়াই, কুচি ও কেওড়া ইত্যাদি গাছ। এগুলো থেকে কাঠ, রাবার, গাম-তৈল, শন, মোম ও মধু ইত্যাদি আমরা পেয়ে থাকি।

নিচের তালিকায় বাংলাদেশের GDP তে কৃষি খাতের অবদানের হার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	১৫.৮১	১৫.৫২
ক. শস্য ও শাকসবজি	১১.৪২	১১.২৪
খ. প্রাণিসম্পদ	২.৬৫	২.৫৭
গ. বনজ সম্পদ	১.৭৩	১.৭১
২. মৎস্যসম্পদ	৪.৪৯	৪.৪৩

অতএব, ২০০৯-১০ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে GDP তে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ২০.৩০ শতাংশ এবং ১৯.৯৫ শতাংশ (সাময়িক)। একই সময়ে, দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫.৪৪ শতাংশ এবং ৬.১১ শতাংশ (সাময়িক) এসেছে কৃষি খাত থেকে। কৃষি খাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন : হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা। আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	২০০৯-১০	২০১০-১১ (সাময়িক)
১. কৃষি ও বনজ	৫.৫৬	৪.৮২
ক. শস্য ও শাকসবজি	৬.১৩	৫.০৪
খ. প্রাণিসম্পদ	৩.৩৮	৩.৫৪
গ. বনজ সম্পদ	৫.২৩	৫.৩৫
২. মৎস্যসম্পদ	৪.১৫	৫.৪৪

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষি খাতের উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্ভারণ, দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌঁছানো, সহজ পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষিবীমার প্রচলন ও কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৩৪১.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে উক্ত বছরে ৩৪০৮.৫২ কোটি টাকা আয় করেছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৩.৬ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি থেকে প্রাপ্ত শন, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এ দেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**কাজ :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম- ব্যাখ্যা কর।

## শিল্প খাত (Industry Sector)

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক পটীত প্রণালীর মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।





গ্যাসক্ষেত্র



ঢাকা মেট্রো রেলওয়ে



জাহাজ শিল্প

শিল্পখাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো :

### ১) খনিজ ও খনন

এ খাতের প্রধান উপখাত হলো-

ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিিশোধিত তৈল

খ) অন্যান্য খনিজ সমৃদ্ধ ও খনন (কয়লা, চুনাপাথর, চীনা মাটি, গন্ধক, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু ও তামা ইত্যাদি)

### ২) শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)

ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প নিম্নে আলাদাভাবে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প উল্লেখ করা হলো :

বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, পাট শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। দেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্প হলো, চামড়া শিল্প, তৈরি পোশাক শিল্প, সিগারেট শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প ইত্যাদি।

খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প : নিম্নে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ২ ভাগে উল্লেখ করা হলো :

ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠ শিল্প, সাবান শিল্প, প্রসাধনী শিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প।

রেশম শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প এবং তাঁত শিল্প ও মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

৩) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি এ খাতের উপখাত ৩টি হলো-ক. বিদ্যুৎ, খ. গ্যাস ও গ. পানি

৪) নির্মাণ শিল্প এই খাতে অন্তর্ভুক্ত - সেতু নির্মাণ, নতুন IV INWU নির্মাণ ও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ঘর-বাড়ি নির্মাণ।

উপরিউক্ত চারটি খাতের সমন্বয়ে সার্বিক শিল্পখাত গঠিত।

২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্পখাতের অবদান ছিল ২৯.৯৩ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ৩০.৩৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ যা ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৮.৪১ শতাংশ। আর নির্মাণ খাতে উক্ত সময়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে ৯.০৭ শতাংশ।

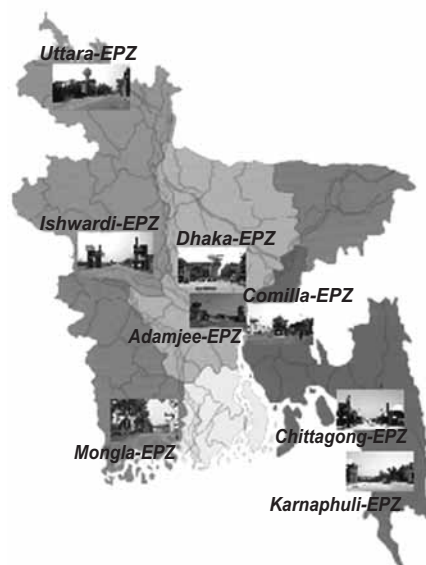


নিচের তালিকায় মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার উল্লেখ করা হলো :

খাত/উপখাত	প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০	প্রবৃদ্ধির হার ২০১০-১১ (সাময়িক)
১. খনিজ ও খনন	৮.৮০	৪.৮৫
২. শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং)	৬.৫০	৯.৫১
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	৭.২৮	৫.৯৬
৪. নির্মাণ	৬.০১	৬.৩৭

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০১০-১১ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ৮টি EPZ [চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী] এ ৩৫১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে; ২,৮২,৩৯২ জন বাংলাদেশি নাগরিক সেখানে কর্মরত এবং ১৯৪০.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।



AAjifilek BicfRW

দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো। উন্নয়ন রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালে একটি শক্তিশালী শিল্প খাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ের শিল্প খাতের অবদান হবে ৪০ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান হবে ২৫ শতাংশ।

কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, গৃহস্থালী, সেবা খাতসমূহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সরকার এ খাতে বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১০-১৬ সাল নাগাদ ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। রাসায়নিক সার তৈরির কাঁচামাল রূপে, কলকারখানা, পরিবহন ও গৃহে গ্যাস

জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সিমেন্ট, কাঁচ, কাগজ, সাবান, রিচিং পাউডার উৎপাদনে চুনাপাথর; বাসনপত্র ও স্যানিটারী দ্রব্য তৈরিতে চীনা মাটি; রং ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে সিলিকা বালু; বারুদ তৈরি, দিয়াশলাই কারখানার তেল পরিশোধনে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব।

**কাজ :** সার্বিক শিল্প খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব - ব্যাখ্যা কর।

### সেবা খাত (Service Sector)

অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অব-গত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে।



আর্থিক প্রতিষ্ঠান



পরিবহন ব্যবস্থা

বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রে-ইন্স, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ণ, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। এসব সেবা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ এসব সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত। ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক সেবা খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৯.৭২ শতাংশ।

সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহের জিডিপি তে অবদানের হার নিচের তালিকায় দেখানো হলো :

খাত	২০১০-১১ (সাময়িক)
১. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	১৪.২৭
২. হোটেল ও রেস্টোরা	০.৭৩
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১০.৯১
৪. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক খাত	২.০০
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বীমা	৬.৯৯
৬. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	২.৯২
৭. শিক্ষা	২.৭৮
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	২.৪১
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৬.৭০

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য খাতে অবদান সর্বোচ্চ আর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত হলো পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাত যার উপখাত হলো-

#### ক) স্থলপথ পরিবহন

যার আওতায় সড়কপথ ও রেলপথ রয়েছে। সড়কপথের মধ্যে ২০১১ সাল অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৩৪৯২ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক ৪২৬৮ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩২৮০ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৩৫ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ৬৫৯ কি.মি, ডুয়েল গেজ ৩৭৫ কি.মি এবং মিটার গেজ ১,৮০১ কি.মি.)।

#### খ) পানিপথ পরিবহন

আমাদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা। আর অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশনের ১৮৯টি জলযান দ্বারা ফেরী সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক সেবা অব্যাহত রেখেছে।

#### গ) আকাশপথ পরিবহন

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর পরিচালনা করছে তার মধ্যে ২টি অভ্যন্তরীণ বন্দর ব্যবহৃত হচ্ছে না। এ ছাড়া ৪টি স্টল পোস্ট ব্যবহার উপযোগী রয়েছে (STOL – Short Take off and Landing)।

### ঘ) ডাক ও তার যোগাযোগ

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্ভ্রাসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ সালে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ ২০১১ এ গ্রাহক সংখ্যা ৫.৪৭ কোটি অতিক্রম করেছে।

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ উপখাতে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ১৭.৬৩ শতাংশ।

মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক সেবা খাতের খাতওয়ারি প্রবৃদ্ধির হার নিচের তালিকায় দেওয়া হলো :

খাত	প্রবৃদ্ধির হার ২০০৯-১০	প্রবৃদ্ধির হার ২০১০-১১ (সাময়িক)
১.পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৫.৮৭	৬.০৬
২. হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৭.৬১	৭.৬২
৩. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৭.৬৯	৭.৯৩
৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক খাত	১১.৬৪	৯.৪২
৫. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য বীমা	৩.৮৯	৩.৯৬
৬. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৮.৩৫	৯.৫৬
৭. শিক্ষা	৯.২৪	৯.৪৭
৮. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৮.১০	৮.৩০
৯. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.৭২	৪.৭৫

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠানিক খাতে প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস প্রাক্কলন করা হয়েছে। কেননা, এ খাতের তিনটি উপখাতেই (ব্যাক: মোট সংখ্যা - ৪৭টি, দেশীয় - ৩৮ টি এবং বিদেশি - ৯টি; বীমা : সরকারি - ২টি, বেসরকারি - ৬০টি এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান : ২৯টি ) প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে সর্বোপরি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে সার্বিক সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**কাজ :** বাংলাদেশের সেবা খাতের উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর।

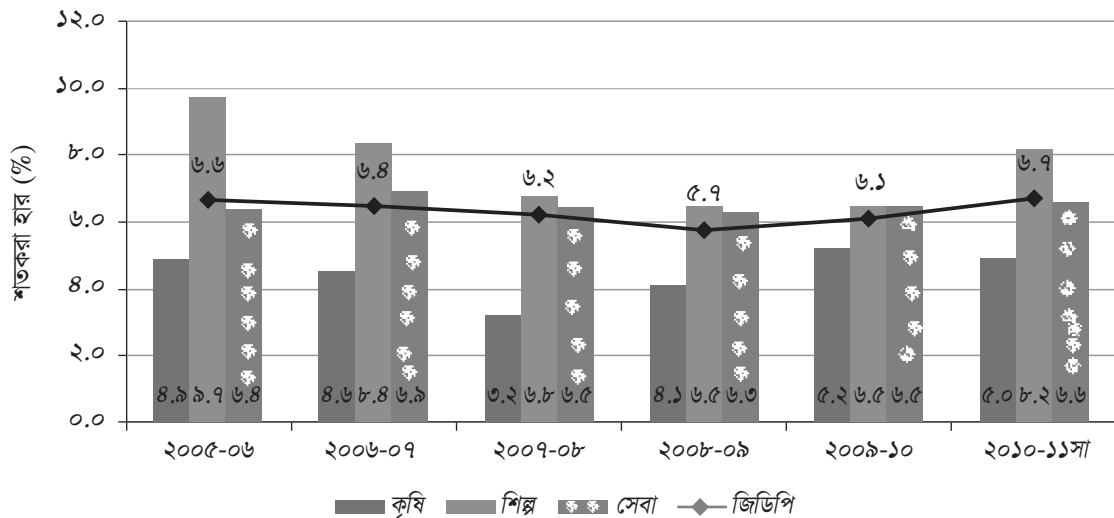
### ৮.৩ বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবা খাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদগড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে রূপকল্প ২০২১ বা বায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

এ উদ্দেশ্য বা বায়নের জন্য কৃষি খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিক্ষেত্রের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

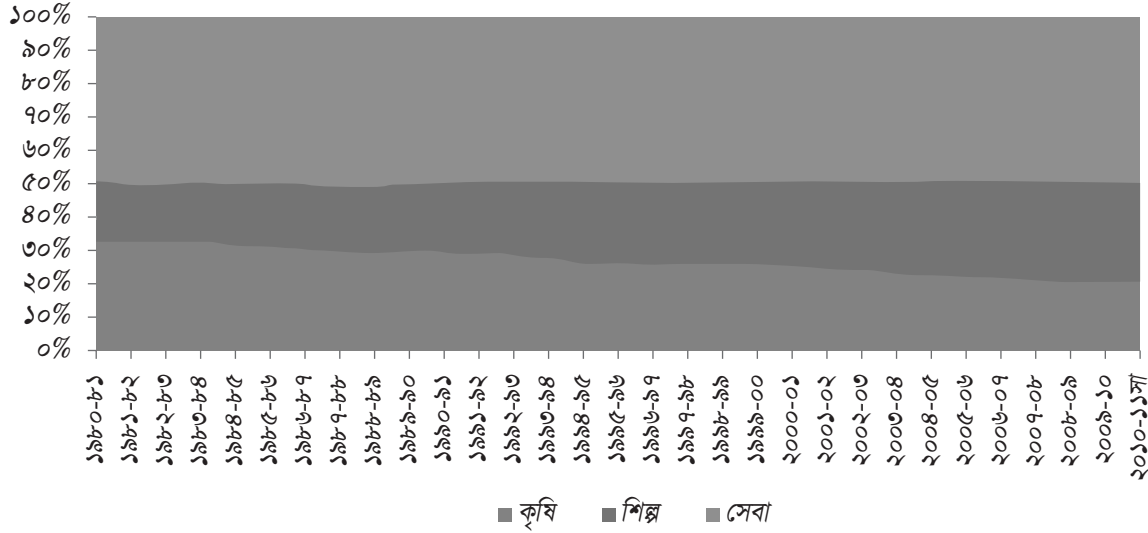
নিচের লেখচিত্রে বৃহৎ খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার উপস্থাপন করা হলো :



আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপিতে) গত তিন দশকে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সেবা খাতের অবদানে প্রায় একই রয়েছে।

নিচের লেখচিত্রে গত তিন দশকের জিডিপি'র বৃহৎ খাতের পরিবর্তনের গতিধারা উপস্থাপন করা হলো :

### স্থির মূল্যে গত তিন দশকের জিডিপি'র বৃহৎ খাতের পরিবর্তনের গতিধারা



**কাজ :** স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণের সাহায্যে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের অবদান প্রদর্শন কর।

### ৮.৪ কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

রমিজ একজন ধনী কৃষক। তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজনীয় জৈব সার ব্যবহার করে অধিক ধান উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ধান পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি বঁটি দিয়ে বাজারে সরবরাহ করেন। অনেকেই তাদের খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য ক্রয় করেন।

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে আমরা বলতে পারি কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষি খাত।



কৃষিনির্ভর শিল্প (চিনি শিল্প)



শিল্পনির্ভর কৃষি

বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প খাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিচে আলোচনা করা হলো :



আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন- পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে যেসব অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে, যেমন- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাট শিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্প ক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য দুটি খাতের একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

**কাজ :** কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?
২. কৃষিখাতের উপখাতসমূহ কী কী?
৩. কৃষিখাতের উপখাতসমূহের উদাহরণভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৩. কৃষিখাত ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা কর।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দেশের শ্রম শক্তির কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত?

ক. ১৯.৯২%

খ. ৩০.৩০%

গ. ৪৩.৬০%

ঘ. ৪৭.৩০%

২. বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হলো-

i. মাথাপিছু আয়ের হার বৃদ্ধি

ii. শিল্পক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগামী করা

iii. করের পরিমাণ বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

## নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

মতি তার পরিবার নিয়ে অজপাড়াগাঁয়ে বসবাস করে। সেখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস কিছুই নেই। পরিবারের সকলে মিলে ঠাঙা তৈরি করে কোনোরকম জীবন যাপন করে।

৩. মতিদের কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত?

ক. বৃহৎ

খ. মাঝারি

গ. ক্ষুদ্র

ঘ. কুটির

৪. মতিদের মতো উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে-

i. সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে

ii. বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে হবে

iii. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অর্থনীতির দুটি খাত



(কৃষক মাঠে পাট কাটছে)



B(পাটের তৈরি ব্যাগ)

- ক. শিল্প কী?
- খ. আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন?
- গ. 'A' খাতের উন্নয়নের উপর কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'A' ও 'B' খাত পর-পর পরস্পরক- মূল্যায়ন কর।

২.



মানচিত্র

- ক. সেবা কাকে বলে?
- খ. ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি কৃষি- ব্যাখ্যা কর।
- গ. EPZ কর্তৃপক্ষের 'A' চিহ্নিত স্থানকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলাদেশের GDP তে 'A' স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অবদান মূল্যায়ন কর।

## নবম অধ্যায়

### বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ

### Important Economic Issues in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে (যেমন- কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য) উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন করে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব।



আশা করা যায়, এ অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

- ☐ • অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে চিহ্নিত করতে পারব
- ☐ • বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলি তালিকাভুক্ত করতে পারব
- ☐ • বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • জাতীয় উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রকৃতি, কারণ এবং প্রতিকারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ • মানবসম্পদ ধারণা বর্ণনা করতে পারব
- ☐ • জনসংখ্যা কীভাবে দেশের উন্নয়ন পরিণত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব

## ৯.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন (Economic Growth and Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধারণা দুটি এক মনে হলেও আসলে এক নয়। এই শব্দ দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

### ৯.১.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে একটি দেশের দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের পরিমাণগত বৃদ্ধিকে বোঝায়। সাধারণত কোনো দেশের মোট দেশজ উৎপাদ বা মোট জাতীয় আয়ের অব্যাহত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দ্বারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়।

### ৯.১.২ অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে অর্থনীতির সামগ্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে বোঝায়।

অতএব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধিই যথেষ্ট। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে বুঝতে হবে প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। এ জন্য লেখা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়ন = অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি + অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন।

**কাজ :** প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

## ৯.২ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed, Less Developed and Developing Countries)

উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য প্রায় এক রকম হলেও ধারণাগত দিক থেকে এদের ভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

### ৯.২.১ উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developed Countries)

উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** উন্নত দেশ পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ। এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয়। উন্নত দেশ যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।
- মূলধন গঠন :** উন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রাথমিক শর্ত। উন্নত অর্থনীতি এ শর্ত পূরণ করে। অর্থনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়। এই মূলধন বিনিয়োগ করা হয়।
- দক্ষ জনশক্তি :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও যদি দক্ষ জনশক্তি না থাকে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয় না। উন্নত দেশ দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
- উদ্যোক্তার ভূমিকা :** রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে উন্নত দেশে উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগ ও উৎপাদনে এগিয়ে আসে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী সমাগত হয়। যা অনুন্নত দেশে সম্ভব হয় না।

৫. **কারিগরি জ্ঞান** : বর্তমানে উন্নত দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ বৃদ্ধির গতি রয়েছে কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি। যে দেশ কারিগরি জ্ঞানে যত বেশি উন্নত সে দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। উন্নত দেশে মানুষ উন্নত কারিগরি জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বেশি এনেছে এবং এই প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছে।
৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা** : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। যে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই সে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন  $evawMOI$  হয়। উন্নত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।
৭. **পরিবহন ব্যবস্থায় উন্নয়ন** : যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সেখানে তত বেশি উৎপাদন ও উন্নয়ন হয়। কারণ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ বাড়ে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
৮. **দক্ষ প্রশাসন** : উন্নত দেশ সবসময় মনে রাখে যে সৃষ্টি ও দক্ষ প্রশাসন উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য উন্নত দেশ প্রশাসনিক দক্ষতার উপর বিশেষ নজর রাখে।

**কাজ :** উন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

### ৯.২.২ অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Less Developed Countries)

এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ অনুন্নত। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক এসব অনুন্নত দেশে বসবাস করে। অনুন্নত দেশের  $ewkO'mgn$  নিম্নরূপ :

১. **কম উৎপাদনশীল কৃষিখাত** : অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত ও কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি সনাতনী।
২. **কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি** : এসব দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে।
৩. **বেকারত্ব** : অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হওয়ায় ছদ্মবেশী ও মৌসুমী বেকারত্ব প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।
৪. **কম মাথাপিছু আয়** : অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও  $m\phi\phi$  কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়।
৫. **দারিদ্র্যের দুর্ঘটচক্র** : অনুন্নত দেশে কম উৎপাদনের ফলে আয় কম হয়। আয় কম হলে  $m\phi\phi$  কম হয়।  $m\phi\phi$  কম হওয়ায় বিনিয়োগও কম হয়। মূলধনও কম হয়। ফলে উৎপাদনও কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুর্ঘটচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।
৬. **জনসংখ্যাধিক্য** : বেশির ভাগ অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় কম। জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে খাদ্য,  $e^{-\frac{1}{2}}$ , বাসস্থান, শিক্ষা, যানবাহন, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সন্তোষজনকভাবে করা যায় না।
৭. **ভূমি ও প্রাকৃতিক  $m\phi\phi$  i ব্যবহার** : অনুন্নত দেশ প্রযুক্তি ও কৌশল পরিবর্তন করে ভূমি ও প্রাকৃতিক  $m\phi\phi$  i যথাযথ ব্যবহার করতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেগবান হয় না।



৮. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা :** অনুন্নত দেশের পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত থাকে। ফলে মালামাল স্থানান্তরে বিঘ্ন ঘটে। উৎপাদন ব্যয় বেশি হয়। উদ্যোক্তা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না।
৯. **ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য :** অনুন্নত দেশগুলো শিল্পে উন্নত না থাকায় এসব দেশ কৃষিজাত পণ্য, কাঁচামাল, প্রাথমিক পণ্য রপ্তানি করে এবং শিল্পজাত পণ্য আমদানি করে। যেসব কৃষিপণ্য উপকরণ হিসাবে কম গুণবিশিষ্ট বিদেশে রপ্তানি করে, সেই কৃষিপণ্য শিল্প পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে অধিক গুণবিশিষ্ট এসব দেশে আমদানি করা হয়। ফলে বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে।
১০. **অনুন্নত শিল্প কাঠামো :** অনুন্নত দেশে শিল্প কাঠামো সেকেলে এবং বৃহদায়তন গুণবিশিষ্ট শিল্প খুব কম। অনুন্নত শিল্প কাঠামোতে শ্রমিক নিয়োগ কম এবং শ্রমিকদের দক্ষতাও কম।

**কাজ :** অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

### ৯.২.৩ উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Developing Countries)

উন্নয়নশীল দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য :

১. **অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :** দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি থেকে আসে। কৃষিক্ষেত্রে পুরনো আমলের জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারে চাষাবাদ হয়। কৃষিতে বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব লেগেই থাকে। কৃষিপণ্যের গুণবিশিষ্ট অস্থিতিশীলতা উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে।
২. **মাথাপিছু আয় :** উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় কম।
৩. **অধিক জনসংখ্যা :** উন্নয়নশীল দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়।
৪. **মলধনের স্বল্পতা :** উন্নয়নশীল দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম। কাজেই মলধন পরিমাণ কম হয়। কম মলধন গঠনের পথে অন্তরায়।
৫. **প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশ :** উন্নয়নশীল দেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য উৎপাদন করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়।
৬. **শিল্পের অনগ্রসরতা :** উন্নয়নশীল দেশসমূহ কৃষিপ্রধান হওয়ায় শিল্পের প্রসার কম।
৭. **বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি :** উন্নয়নশীল দেশে প্রতি বছর রপ্তানির মাধ্যমে যে পরিমাণ আয় আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানির মাধ্যমে ব্যয় হয়। ফলে এ দেশকে প্রতি বছর বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির সম্মুখীন হতে হয়।
৮. **উদ্যোক্তার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশে পণ্যসামগ্রী বেশির ভাগই কৃষি থেকে প্রাপ্ত। এসব পণ্যের মূল্যের উত্থান-পতন হয় বেশি। পণ্যের মূল্য উত্থান-পতন হওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তার অভাবে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা :** উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত ও ব্যয়বহুল।
১০. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** উন্নয়নশীল দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রায় পুরোটাই বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।
১১. **উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর :** উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নয়নের বিভিন্ন স্তর অবস্থান করছে। কোনো কোনো দেশ শিল্প ও বাণিজ্য দ্রুত উন্নতি করেছে যেমন, চীন, ভারত ও মালয়েশিয়া। আবার কোনো কোনো দেশে উন্নয়নের গতি অতি ধীরে যেমন, আফ্রিকার অনেক দেশ।

**কাজ :** বাংলাদেশের অর্থনীতি কোন ধরনের, নির্ধারণ কর।

### ৯.৩ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ (Obstacles to Economic Development of Bangladesh)

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে না।

১. **কৃষির উপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও কৃষির উৎপাদিকা শক্তি কম। কৃষির উন্নয়ন জরুরি হওয়া সত্ত্বেও এর অগ্রগতি মন্থর।
২. **অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত। কৃষি পণ্যের মূল্য অস্থিতিশীল।
৩. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম থাকায় সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না।
৪. **উদ্যোক্তার অভাব :** উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। বাংলাদেশে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও ঝুঁকি বহনে আগ্রহী ও সক্ষম উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। উদ্যোক্তার অভাবের কারণে প্রাপ্ত সঞ্চয় ও মূলধন উৎপাদনী খাতে কম ব্যবহার হচ্ছে। আবার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে চায় না এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ না থাকার কারণে উদ্যোক্তা এগিয়ে আসে না।
৫. **অধিক জনসংখ্যা :** বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের বড় অংশ এই জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যয় হয় বিধায় উন্নয়নে বাধা হিসাবে কাজ করেছে।
৬. **দারিদ্র্যের দুর্ঘটচক্র :** বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্যের দুর্ঘটচক্র। অধ্যাপক নার্কস-এর মতে, একটি দেশ গরিব কারণ সে দেশ দরিদ্র। দারিদ্র্যের দুর্ঘটচক্র হলো উৎপাদন কম, আয় কম চাহিদা ও সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম ও মূলধন গঠন কম।
৭. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অস্থিতিশীলতা রয়েছে। এ অবস্থা অধিকতর দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল নয়। শুধু তা-ই নয়, দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও এতে ব্যাহত হয়।

৮. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা** : বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সর্কারের উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশের অসম প্রতিযোগিতা ও নানা শর্তের কারণে বাংলাদেশ প্রায়শ প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর বিদেশিদের প্রভাব আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করে।
৯. **বাজার দুর্বলতা** : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সর্বত্র বাজার দুর্বলতা বিরাজমান। সচেতনতার অভাব, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, অর্থায়নের অভাব ইত্যাদি কারণে বাজার দাম উৎপাদকের জন্য লাভজনক হয় না।
১০. **প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা** : উন্নত প্রযুক্তির অভাব, আমদানিকৃত প্রযুক্তি ব্যয়বহুল এবং ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় না।
১১. **কর্মমুখী শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব** : কর্মমুখী শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এখনও বিপর্যয় পরমাণে গড়ে ওঠেনি। আর এজন্য উৎপাদন খাতসমূহ উৎপাদনের মাত্রায় পিছিয়ে আছে।

**কাজ** : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহের একটি তালিকা তৈরি কর।

## ৯.৪ বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম (Development Programmes of Non-government Organisations)

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় এদের কার্যক্রম আরো ব্যাপ্তি ও গতি লাভ করে। বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বা বায়ানে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও কাজ করছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান এনজিও হ'ল Q ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, শক্তি ফাউন্ডেশন, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, সোসাইটি ফর সোস্যাল সার্ভিস (SFSS) ও বাংলাদেশ ব্যুরো।

১. **বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (পেক)** : ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হলো ব্র্যাক। দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষত মহিলা ও মেয়েদের জন্য সংস্থাটি দেশের ৭০ হাজার গ্রাম এবং ২০০০ বর্গ মাইলে কাজ করে থাকে। সংস্থাটি ঋণদান কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, অতি দরিদ্র, চরবাসী, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে। ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধাভোগী ৮০,৫৪,৪১৫ জনের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৭৬,১৪,৩২৬ জন।
২. **স্বনির্ভর বাংলাদেশ** : স্বনির্ভর বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৯৭৫ সালে। শুরুতে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি সংযুক্ত সেল হিসাবে কাজ করে। বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসাবে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ শুরু করে ১৯৮৫ সালে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় শুরু থেকে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ১,০৪,৪৬১ কোটি টাকা ১৬,০৬,১৪৪ জন বিভবহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে এবং ঋণ আদায় হয়েছে ৮৪,২৫৬ কোটি টাকা। এতে প্রায় ৮০,৩০,৭২০ জন লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়।

৩. **প্রশিকা :** ১৯৭৫ সালে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার কয়েকটি গ্রামে কাজ শুরু করে। প্রশিকা সমিতির সদস্যদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় পরিবেশ সন্মত কৃষি, সেচ, পশুসম্পদ বৃদ্ধি, মৌমাছি পালন, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, বসতবাড়িতে বাগান, বীজ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি খাতে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৪৪৯৫ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিয়ে ১ কোটি ২৩ লক্ষ মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।
৪. **আশা :** আশা ১৯৯২ সাল হতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। আশা বর্তমানে আত্মনির্ভর দ্রুত বর্ধমান সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার মধ্যে আশা হচ্ছে সর্বনিম্ন ব্যয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বাণীবায়ন ও সম্প্রসারণের একমাত্র সংস্থা। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের শেষ নাগাদ আশা বাংলাদেশে ৪১,১২১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে এবং ৩৭,৪৭৯ কোটি টাকা আদায় করে।
৫. **শক্তি ফাউন্ডেশন :** ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত শক্তি ফাউন্ডেশন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বগুড়া, রাজশাহীসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তির দুস্থ মহিলাদের এ সংস্থা ঋণ প্রদান করে। এছাড়া, এসব মহিলাদের স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নেও সংস্থাটি কাজ করে থাকে। জুন ২০১০ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করে ৫১৩.৮৯ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৪১৩.৯৬ কোটি টাকা।
৬. **টিএমএসএস :** ঠেজামারা মহিলা সবুজ সংঘ বাংলাদেশের নারী উন্নয়নে বড় সংগঠন। এই সংগঠন মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নে ১৯৮০ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের অশিক্ষিত, বঞ্চিত ও অত্যাচারিত এবং ০.৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকরা এ সংস্থার সদস্য। জুন ২০১০ পর্যন্ত এ সংস্থা বিতরণ করে ৩৮৮৮.০২ কোটি টাকা এবং আদায় করে ৩৪৫৭.০৮ কোটি টাকা।
৭. **এসএসএস (সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিসেস) :** সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত নারী-পুরুষ ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিসহ সমন্বিত সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে টেকসই সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে ১৯৮৬ সালে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সমাজের দরিদ্র, অবহেলিত ও অধিকারবঞ্চিত নারীপুরুষ ও শিশুদের দরিদ্র বিমোচন, অধিকার আদায় ও তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।
৮. **ব্যুরো বাংলাদেশ :** দেশের ৪২ জেলার ২৪৫টি থানার ১১৪৯টি ইউনিয়নের ৯০২৬টি গ্রামে সংস্থাটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে টেকসই গ্রামীণ সঞ্চয় ও ঋণ কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, পানি/পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা, সামাজিক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাণীবায়ন করছে।

## ৯.৫ দারিদ্র্য (Poverty)

দারিদ্র্য দেশ ও দেশের মানুষকে পরনির্ভরশীল করে তোলে। উন্নয়নের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়। সুতরাং দারিদ্র্যের ধারণা, পরিমাপ, প্রবণতা এবং কীভাবে দারিদ্র্য নিরসন করা যায় সে বিষয়ে জানা দরকার।

### ৯.৫.১ দারিদ্র্য ধারণা (Concept of Poverty)

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা এক কথায় বলা কঠিন। তবে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দারিদ্র্যের ধারণা ঠিক হয়ে ওঠে। যে দেশের জনগণ পরিবর্তিত পার্শ্বপরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম নয়, প্রতিকূল প্রকৃতি যেমন বন্যা, খরা, সমুদ্রের অপ্রতুলতা এবং সমুদ্রের অসম বণ্টন ও অসম উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা রাখে, এ অবস্থাকে দারিদ্র্য বলে। তথ্যগত দিক থেকে যে দেশের জনগণ বেশির ভাগ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে তাদেরকে গণদারিদ্র্য গোষ্ঠী বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ ২০১০ সালের আয়-ব্যয় জরিপ মতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দাঁড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ এবং ২০০৫ সালের জরিপ মতে জনগোষ্ঠীর ৪০.০ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ১৯৯১-৯২ সালে দেশে দরিদ্র ছিল ৫০.১ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে এখনও বাংলাদেশকে দারিদ্র্যের দেশ বলা যায়।

#### সারণি-১

ক্যালরি গ্রহণভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%)

দারিদ্র্যের ধরন		১৯৯৫/৯৬	২০০৫	২০১০
দারিদ্র্য	জাতীয়	৫০.১	৪০.০	৩১.৫
	পল্লী	৫৪.৫	৪৩.৮	৩৫.২
	শহর	২৭.৮	২৮.৪	২১.৩
চরম দারিদ্র্য	জাতীয়	৩৫.২	২৫.১	১৭.৬
	পল্লী	৩৯.৫	২৮.৬	২১.১
	শহর	১৩.৭	১৪.৬	৭.৭

### ৯.৫.২ বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি (Poverty Measurement in Bangladesh)

বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় পদ্ধতি দ্বারা দরিদ্র পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে দারিদ্র্যসীমা পরিমাপে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত (non-food) ভোগ্যপণ্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ অধ্যায়ে মূলত বিবিএস পরিচালিত আয় ও ব্যয় জরিপ ১৯৯৫/৯৬, ২০০৫ এবং ২০১০-এর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

#### ক. দারিদ্র্যের গতিধারা

১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে (CBN D"P দারিদ্র রেখা দ্বারা পরিমাপকৃত) দারিদ্র্যের হার ৫০.১ শতাংশ থেকে ৩১.৫ শতাংশে নেমে আসে অর্থাৎ দারিদ্র গড় বার্ষিক ৩.৩ শতাংশ হারে হ্রাস পায়। তবে দারিদ্র্যের হার পল্লি এলাকায় অধিক হারে হ্রাস পেয়েছে (গড় বার্ষিক ৩.১% হারে)। অপরদিকে, শহর এলাকায় একই সময়ে দারিদ্র হ্রাস পায় গড় বার্ষিক ১.৯ শতাংশ হারে। এই সময়কালে চরম দারিদ্র আরো দ্রুত হারে অর্থাৎ গড় বার্ষিক ৪.৮ শতাংশ হারে হ্রাস পায়।

### ৯.৫.৩ দারিদ্র্য নিরসনে গ্রহীত কার্যক্রম (Programmes Adopted for Poverty Alleviation)

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে বিভিন্ন KgiPi রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য নিরসনের আওতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপমূল্য গ্রহণ করেছে।

#### ১. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসচি

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধা ePi জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের gji vq mdu<sup>3</sup> করা nPi সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় মোট ৬৪টি KgiPi/কার্যক্রম er fwmZ nPi এ mgPi কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান (বিশেষ ও বিভিন্ন ভাতা) কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ KgiPi ও বিভিন্ন তহবিল। এ mgPi কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাতা বাবদ ৪,৮৩০.৬৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

#### সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসচিসমূহের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

- (ক) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিভিন্ন ভাতা);
- (খ) নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম (বিশেষ);
- (গ) খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম;
- (ঘ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম এবং
- (ঙ) দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন তহবিল।

#### ক. নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসচির অধীনে কার্যক্রমসমূহ :

১. **বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতা :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন এ KgiPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা হারে ০.২৫ কোটি ভাতাভোগী উপকৃত হচ্ছে।
২. **বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা প্রদান কার্যক্রম :** গ্রামের দরিদ্র, অসহায় ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ KgiPi অধীনে ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা এবং ২০১০-১১ অর্থবছরে এ বাবদ ৩৩১.২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
৩. **মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম :** এ KgiPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার জন মুক্তিযোদ্ধার জন্য ৩৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ২০০০ টাকা রাখা হয়েছে।
৪. **মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসচি :** মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিআরডিবির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম



পরিচালনা করছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিআরডিবির অনুকূলে ২৫ (পঁচিশ) কোটি টাকা ছাড় করা হয়। ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলায় ২৩৯১৪ জন Am"Qj মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ KgPi লক্ষ্য মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মকর্মসংস্থানbgj K কর্মকাণ্ডের উপযোগি দক্ষ মানব মাদ্ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একক বা যৌথভাবে বিভিন্ন পেশায় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ডিসেম্বর ২০১১ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচির অনুকূলে ৩৫.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

৫. **এসিডদগ্ধ ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও পুনর্বাসন তহবিল :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এসিড নিষ্ক্ষেপের ফলে নির্যাতিতা মহিলাদের জন্য গঠিত এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল চালু করেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে এ তহবিলে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং বিতরণ করা হয়।

৬. **অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা :** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে এ KgP er`Ieqtbi দায়িত্বে রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ১০২.৯৬ কোটি টাকা এবং জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত ৫১.৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতা ৩০০ টাকা হারে ২.৮৬ লক্ষ প্রতিবন্ধী উপকৃত হচ্ছে।

৭. **দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা :** দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রবর্তিত এ KgPi অধীনে ২০১১-১২ অর্থবছরে দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী ১০২০০ জন ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। সে লক্ষ্যে এই অর্থ বছরে ৪২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা বাবদ ৩২.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

## ৮. খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ক. **কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি :** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াদীন এ KgPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়।

খ. **ভিজিডি :** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াদীন এ KgPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৭৪৯৬৮৯ জন উপকারভোগীকে ৩০ কেজি খাদ্য সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ২ লক্ষ ৭০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গ. **ভিজিএফ :** খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াদীন KgPi আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একই অর্থবছরে টি আর কর্মসূচির আওতায় ৪.১০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯. **দারিদ্র্য বিমোচনে Ci'mad` খাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি :** পশুসমৃদ্ধ খাতের উন্নয়ন কৃত্রিম প্রজনন KgP Ges দুগ্ধ খাতে পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে ডেইরী খামার স্থাপনের জন্য অনুদান দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, Ci'mad` উন্নয়ন কেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১০. **দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্যখাতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি :** মৎস্য খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সরকার মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন, মানব মাদ্ i উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য ব্যবস্থাপনা (বন্ধ, মুক্ত ও

সমাজভিত্তিক এবং সামুদ্রিক), মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৭৮, জাটকা সংরক্ষণ এবং মৎস্য গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

**১১. গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল :** গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ১৯৯৭-৯৮ সময়ে প্রথম বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১৯০ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১১৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ছাড়করণ এবং ৪৬ হাজার ৬১টি গৃহ নির্মাণ হয়েছে যাতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২.৩০ লক্ষ। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১১-১২ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৫,০০০ কোটি টাকার বিপরীতে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ১০৪.৩৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

**১২. দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক :** বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কাজ করেছে। এ ব্যাংক কর্তৃক মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়ের হার ৯২%।

**১৩. আশ্রয়ণ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প :** বাংলাদেশে NWFSO আক্রান্ত ও গৃহহীন, দরিদ্র হতদরিদ্র প্রায় ৫০ হাজার পরিবারকে আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা আশ্রয়ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৭১৬ কোটি টাকা ব্যয় বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্প গৃহীত হয়। আশ্রয়ণ-২ নামে ২০১০ জুন থেকে ২০১৪ মেয়াদে ১১৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে আরো একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার প্রকল্প চলছে।

**১৪. দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম :** সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনেও ভূমিকা রাখে।

**১৫. দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) :** দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ব্যবহার করে ২০১৫ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন প্রক্রিয়াকে আরো ত্বরান্বিত করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে সরকার একটি নিশানা খাত (Thrust Sector) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

**১৬. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি :** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামো DBTL প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র, গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

**১৭. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) :** পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর উদ্দেশ্য হলো পল্লী আঁতর্জী সুবিধা গ্রহণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কার্যকরী ঋণ প্রদান KGP, দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

**১৮. নতুন প্রকল্প :** ২০১০-১১ সময়ে দারিদ্র্য বিমোচনে কয়েকটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। (ক) অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ (বরাদ্দ ১১ কোটি টাকা)। (খ) সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন (বরাদ্দ ৯.৪২ কোটি টাকা)। (গ) ধান, গম, ভুট্টার উন্নত বীজ উন্নয়ন (বরাদ্দ

১০৯.৭৩ কোটি টাকা)। (ঘ) আইনগত পদোন্নতি এবং সামাজিক নিয়োগ- Promotion of legal and social employment (বরাদ্দ ২১.১৪ কোটি টাকা)।

## ৯.৬ বেকারত্ব (Unemployment)

### ৯.৬.১ বেকারত্বের সংজ্ঞা (Definition of Unemployment)

কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে B"QK, কিন্তু কাজ পায় না- এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। একজন বেকারের মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

- (১) মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ পায় না,
- (২) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে B"QK,
- (৩) আয় উপার্জন থেকে eWZ,
- (৪) আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

### ৯.৬.২ বেকারত্বের গতিপ্রকৃতি (Trend of Unemployment)

বেকারত্বের প্রকৃতি :

১. **মৌসুমি বেকারত্ব** : প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে এ ধরনের বেকারত্ব হয়। যেমন ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে eWZ হয় সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।
২. **ছদ্মবেশী/c0b৫বেকারত্ব** : কৃষিখাতে আপাত দৃষ্টিতে অনেক লোক কাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষি কাজে নিযুক্ত ঐসব লোকের মধ্যে অনেকেরই প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য বিশিষ্ট লোককে c0b৫বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার বলে। যেমন ধরা যাক, একজন কৃষকের দুই বিঘা জমি আছে। সে একাই ঐ জমিতে চাষাবাস করে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে। এখন যদি তার দুই ছেলে বাবার সঙ্গে ঐ জমিতে চাষের কাজে নিযুক্ত হয় তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে তিনজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে ঐ কৃষক একা যা উৎপাদন করত দুই ছেলেসহ উৎপাদনের পরিমাণ একই হয়। অতএব দেখা hvf"Q অতিরিক্ত দুজন লোকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা kb"। এর কারণ হলো তিনজন লোক একজনের কাজকে ভাগ করে wb†"Q। সুতরাং এই দুজন শ্রমিককে c0b৫বেকার বলে অভিহিত করা হয়। তাহলে c0b৫বেকারত্ব হলো সেই অবস্থা যেখানে শ্রমিক আপাত দৃষ্টিতে কাজ করছে বলে মনে হয়, কিন্তু তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা kb"।
৩. **স্থায়ী বেকারত্ব** : যে শ্রমিক বছরে কোনো সময় কাজ পায় না, তাকে স্থায়ী বেকার বলে। এ ধরনের বেকারত্ব বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। গ্রামীণ জনসাধারণের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি সারা বছর বেকার থাকে না। কর্মক্ষম লোক বছরের কোনো না কোনো সময় কম-বেশি কাজ করেই থাকে। বাংলাদেশের গবেষক ড. বরকত-ই-খুদার গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, e"-I মৌসুমে পুরুষদের মাত্র ১৩% এবং মহিলাদের মধ্যে মাত্র ১৮.৮% মানুষ বেকার থাকে। তবে এসব মানুষ বছরের অন্য কোনো না কোনো সময় কম-বেশি কাজ করে।

**৪. মহিলা বেকারত্ব :** গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় (সংসারী) মহিলারা বেকার কম থাকে। তারা সাধারণত ফসল বপন ও কর্তন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় কর্মে লিপ্ত থাকে। কারণ মহিলারা বাহ্যিক কাজ না করলেও ঘরের রান্না-বান্না, ধান সহ অন্যান্য ফসল শুকানো, যত্ন সহকারে রাখা, সন্তান লালন-পালন, ইত্যাদি সকল কাজ নিয়ে বছরের সব ঋতুতেই কর্মে লিপ্ত থাকে। এ সংসারী মহিলার প্রায় ৯৫% কর্মে নিয়োজিত থাকে।

বিবাহিত কিন্তু কৃষি কাজসহ সংসারের কাজের সাথে জড়িত নয়, শহর-গ্রাম মিলে এমন বেকারি মোট সংসারী বিবাহিত মহিলা ৩০%। আবার কাজ করার সময় হয়েছে কিন্তু বিবাহিত নয়, বা বিবাহিত হলেও সংসারের গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থার সাথে জড়িত নয় এমন বেকারের সংখ্যা মোট কর্মক্ষম মহিলার ১৫% - ২০%।

সুতরাং বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য কাজ কম থাকায় উপরিস্থ বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব দেখা দেয়।

### ১৫.৫ বেকারত্ব নিরসন (Reduction of Unemployment)

বেকার সমস্যা সমাধান করতে কৃষি ও অকৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, বহু ফসলী চাষাবাদ এবং কৃষিভিত্তিক নানা কাজকর্ম যেমন- গবাদি পশু পালন, বনসৃজন, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অকৃষিক্ষেত্রে গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, খাল সংস্কার, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, ছোট-খাটো ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এসব ছাড়াও বেকারত্ব হ্রাসের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যায়।

- ১. ছদ্মবেশী বেকারত্ব দরীকরণ :** অনুনত দেশের কৃষি ব্যবস্থায় ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিদ্যমান। এই বেকারত্ব নিরসন করার জন্য কৃষিখাতের শ্রমিকের মজুরির চেয়ে শিল্পখাতে শ্রমিকের মজুরি বেশি প্রদান করলে শিল্পখাতে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাবে। আর কৃষিখাত থেকে উদ্ধৃত বেকার শ্রমিক শিল্পখাতে স্থানান্তর হবে।
- ২. মলধন বিনিয়োগ ও বেকারত্ব দরীকরণ :** উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব নিরসনে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ দ্বারা প্রথমে শিল্পের উন্নয়ন ও পরবর্তীতে শিল্পের যান্ত্রিক কৌশলগত উন্নয়ন করলে শ্রমিকের প্রাপ্তিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।
- ৩. কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন :** কৃষিখাতে যে সকল ছোট যন্ত্রপাতির দরকার হয় এগুলো কৃষিভিত্তিক অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র শিল্পে তৈরি করা যায়। আর এ ধরনের শিল্প গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে গ্রামীণ বেকারত্ব হ্রাস করা যায়।
- ৪. আধুনিক কৃষি উপকরণের ব্যবহার :** বাংলাদেশের বেকারত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর দেখা যায় কৃষিখাতে উচ্চ ফলনশীল (উফশী বীজ) ও আধুনিক সার প্রয়োগ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, ইত্যাদির পর নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষিখাতে ১৯৭৫ সালের তুলনায় ২০০০ সালে ৫ মিলিয়ন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। অথচ শিল্পখাতে মাত্র ৩ মিলিয়ন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই বেকারত্ব হ্রাস করা যায়।
- ৫. গ্রামীণ ব্যবস্থায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন :** গ্রাম পঞ্চায়ে কৃষি পণ্যে ব্যবহৃত হয় এবং কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করলে একদিকে শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আরো অধিক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে। মোট কথা দেশের বেকারত্ব নিরসন হবে।

৬. **কৃষি জমিতে বহু ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় মৌসুমি ফসল ব্যতীত মাঝখানে অন্য ফসল উৎপাদন বা কৃষি জমিতে একটি ফসল উত্তোলনের পর অন্য ফসল করার উদ্যোগ নিলে কৃষি শ্রমিক বেকার থাকবে না।
৭. **ফসলবহির্ভূত চাষাবাদ :** বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদী-নালা, খাল-বিল, নিচু জমি রয়েছে। এসব জায়গায় বিভিন্ন জাতের মৎস্য চাষ করা যায়। আর উঁচু অথচ ফসল হয় না এমন জায়গায় হাঁস-মুরগির খামার করে বছরের সব সময় কাজ করার সুযোগ হয়।
৮. **অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে কর্মমুখী বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি গ্রহণ :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। দেশের প্রতিটি জেলায় কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে স্বল্প শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব ব্যবস্থায় কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়।
৯. **পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সুবিধা :** গ্রামীণ অর্ধ-শিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋণ সুবিধা প্রদান করলে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদি পশু খামারের মতো প্রকল্প মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

## ৯.৭ মানবসম্পদ (Human Resource)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ গুরুত্ব খুব বেশি। উন্নয়ন ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানবসম্পদ। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তুলতেই উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশের জন্য উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসম্পদ প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব রয়েছে।

### ৯.৭.১ মানবসম্পদের সংজ্ঞা (Definition of Human Resource)

জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে। অর্থাৎ কোনো দেশের ভূমি ও জলবায়ু এবং শিক্ষায় দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমশক্তিকে মানবসম্পদ বলে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে দক্ষ মানব শক্তির যোগান থাকা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত মানবসম্পদ এ দুটি-ই জরুরি। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়ন বলে। দক্ষ মানবসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

### ৯.৭.২ মানবসম্পদ উন্নয়নের পদ্ধতি (Methods of Human Resource Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদ গুণগত মান উন্নয়ন করা প্রয়োজন হয়। এ উদ্দেশ্যে নিচের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে।



১. **শিক্ষা** : জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অগ্রগতি পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর থাকতে পারে। কিন্তু অজ্ঞ নয়। তাকে কর্মমুখী শিক্ষাদান করলে মানব শক্তির উন্নয়ন হয়। একজন নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাকরী হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে পেশাগত শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সুতরাং দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার। এ উদ্দেশ্যে দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি করা দরকার। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক তাদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারে প্রয়োগ করতে পারে।

২. **প্রশিক্ষণ** : শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত দেশের জনবল অধিক উৎপাদনে সক্ষম। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানব মাল্যবাহী উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে।

৩. **জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন** : সুখম খাদ্য গ্রহণ, পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো দরকার। দেশের যেসব মানুষ ভগ্নস্বাস্থ্য, দুর্বল ও কর্মবিমুখ, তাদের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা দিয়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়।

৪. **খাদ্য ও পুষ্টি** : দেশের জনশক্তিকে রূপান্তরিত করতে হলে সুখম খাদ্য ও পুষ্টি জনসচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, কৃষক, শ্রমিকসহ প্রত্যেকেই দেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য এগিয়ে আসা দরকার।

৫. **উপযুক্ত বাসস্থান** : স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ বাসস্থান মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। সুতরাং পরিকল্পিত উপায়ে দেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতে বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাষ্ট্র থেকে করতে হবে।

৬. **নারীসমাজকে রূপান্তর** : শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীসমাজকে কর্মে নিয়োজিত করা জরুরি। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাদেরকে ঘরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীসমাজকে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মে নিয়োজিত করে উন্নয়ন করা সম্ভব।

৭. **জনসংখ্যার উন্নয়ন পরিকল্পনা** : বাংলাদেশের জনগণের কর্মদক্ষতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে মানবমাল্যবাহী উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা দরকার। এ উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ মানবমাল্যবাহী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব।



## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও।
২. প্রবৃদ্ধি কি উন্নয়নের অংশ? বুঝিয়ে লিখ।
৩. অনুন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৪. উন্নত দেশের ৬টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ কী?
৬. কয়েকটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম উল্লেখ কর।
৭. দারিদ্র্য পরিমাপ কীভাবে করা যায়?
৮. বেকারত্বের ধারণা দাও।
৯. বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের নাম উল্লেখ কর।
১০. বেকারত্ব নিরসনের কয়েকটি উপায় উল্লেখ কর।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারণা দাও। অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝ? উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? বর্ণনা কর।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় সমূহ বর্ণনা কর।
৪. বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ কী? এদের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।
৫. দারিদ্র্য বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি আলোচনা কর।
৬. দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৭. বেকারত্ব বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রকৃতিসমূহের ধারণা দাও।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উন্নয়ন কী?
 

ক. প্রবৃদ্ধির একটি অংশ	খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
গ. জাতীয় আয় বৃদ্ধি	ঘ. প্রবৃদ্ধির সাথে অন্যান্য বিষয়ের সুফল

২. কৃষিপণ্যের মূল্যের অস্থিতিশীলতার ফলে-

- i. কৃষক উৎপাদনে অনীহা প্রকাশ করে
- ii. প্রাণী বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়
- iii. জীবন নির্বাহী ক্ষুদ্র খামারের প্রসার ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. i ও ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

করিম একটি ভাড়া করা স্কুটার চালান। তিনি এর মাধ্যমে যা আয় করেন তাতে তাঁর সংসার চালিয়ে কোনো অর্থ জমা থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে একটি স্কুটার কিনতে অর্থ সঞ্চয় করে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য নতুন একটি স্কুটার ক্রয় করেন।

৩. করিমের অবস্থাটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সম্পর্কিত?

- ক. দারিদ্র্যের গতিধারা
- খ. দারিদ্র্য বিমোচন
- গ. দারিদ্র্যের দুর্ঘটক
- ঘ. দারিদ্র্য হ্রাস

৪. নতুন স্কুটার ক্রয়ের মাধ্যমে করিমের-

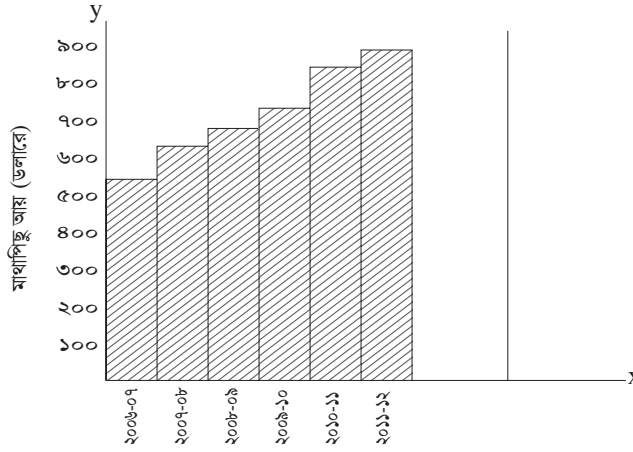
- i. বেকারত্ব দূর হবে
- ii. মূলধন গঠিত হবে
- iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১.



উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (জুন/১২)

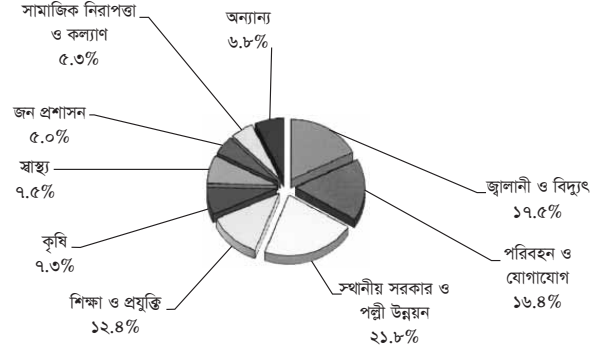
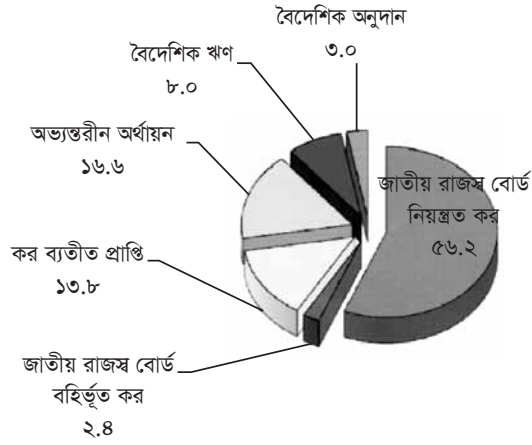
- ক. মানবসম্পদ কাকে বলে?
- খ. দারিদ্র্যের দুর্ঘটকের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. লেখচিত্রে কোন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. লেখচিত্রে প্রদর্শিত অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য কোন নিয়ামক শক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।
২. তামান্না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেছে। তার এখনও কোনো চাকুরি হয়নি। ইদানীং সে তার মায়ের পরিচালিত হ'লিশিল্পে তার মাকে কাজে সাহায্য করে। মায়ের কাছে থেকে তার সময় ভালো কাটে কিন্তু তাদের হ'লিশিল্পের উৎপাদন বা আয় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে।
- ক. বেকারত্ব কাকে বলে?
- খ. কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা কর।
- গ. অর্থনীতিতে তামান্নার কাজের ধরন ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. 'বা' বিভক্তিক শিক্ষা' তামান্নাকে উক্ত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে— মূল্যায়ন কর।

## দশম অধ্যায়

### বাংলাদেশ সরকারের অর্থব্যবস্থা

#### The Public Finance of Bangladesh Government

বাংলাদেশ সরকার দেশের প্রশাসন পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, বিদেশি আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা এবং জনকল্যাণমূলক বহুবিধ কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ আয় করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীকে বাজেট বলে। আর এ সব বিষয়ের আলোচনা সরকারি অর্থব্যবস্থায় হয়ে থাকে।



#### এ অধ্যায় পাঠশেষে আমরা-

- ☐ ●□ সরকারি অর্থব্যবস্থার পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ●□ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ●□ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ●□ বাজেটের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ☐ ●□ চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব
- ☐ ●□ সুষম বাজেটের সাথে অসম বাজেটের তুলনা করতে পারব
- ☐ ●□ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট ও এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারব
- ☐ ●□ বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারব
- ☐ ●□ জাতীয় বাজেটের আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহী হবে

### ১০.১ সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Finance)

অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াবলী আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে। একটি দেশের জনসাধারণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার কোন কোন খাতে, কীভাবে, কোন নীতিতে ব্যয় করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় তাহলে এবং এই ব্যয় নির্বাহের জন্য কীভাবে, কোন কোন উৎস হতে আয় করবে। যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হয় তাহলে সরকার কোন উৎস থেকে কতটুকু ঋণ গ্রহণ করবে তা সরকারি অর্থব্যবস্থায় আলোচনা করা হয়।

অতএব, অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়-ব্যয় ও সরকারি ঋণের উৎস এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

### ১০.২ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা, দেশ রক্ষা ইত্যাদি কাজে সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে বিভিন্ন উৎস হতে আয় সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস প্রধানত দুটি। যথা- ক) কর রাজস্ব খ) করবহির্ভূত রাজস্ব

#### ক) কর রাজস্ব (Tax Revenue)

সরকার জনগণের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ আদায় করে কিন্তু তার বিনিময়ে জনগণ সরকার থেকে সরাসরি বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা আশা করতে পারে না, তাকে কর বলে। সরকার দেশের নিবাসী বা অনিবাসী ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পণ্যের উপর যে কর ধার্য করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলা হয়।



রাজস্ব ভবন

সরকারের কর রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

#### ১) আয়কর ও মুনাফার উপর কর (Taxes on Income and Profit)

কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আয়কর বলে। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি অন্যতম উৎস হলো আয়কর। বর্তমানে বাংলাদেশে যাদের বার্ষিক আয় ২,০০,০০০ টাকা (পুরুষদের ক্ষেত্রে); ২,২৫,০০০ টাকা (মহিলাদের ক্ষেত্রে) ২,৭৫,০০০ টাকা (প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে) এর অধিক, তাদের আয়ের উপর এ কর ধার্য করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানির মুনাফার উপর কর ধার্য করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৮০৬১ কোটি টাকা।

#### ২) মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax)

অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশে ১৯৯১-৯২ সাল থেকে মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি -র অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন -র যে মূল্য সংযোজিত হয় তার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax- VAT) বলে। বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানীকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে

উৎপাদিত দ্রব্য এবং নির্ধারিত ৩০টি সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাতের আওতা আরো সম্প্রসারিত করা হবে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৩৪৩০৪ কোটি টাকা।

### ৩) আমদানি শুল্ক (Custom Duties)

বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো আমদানি শুল্ক। দেশের আমদানীকৃত দ্রব্যের ও সেবার উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১২৬৩৪ কোটি টাকা।

### ৪) আবগারি শুল্ক (Excise Duties)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যেও আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, িট্রিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের উপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৪৫০ কোটি টাকা।

### ৫) সম্মিলক শুল্ক (Supplementary Duties)

বিভিন্ন কারণে সরকার অনেক দ্রব্যসামগ্রীর উপর আবগারি শুল্ক বা মূল্য সংযোজন কর বা আমদানি শুল্ক আরোপের পরেও অতিরিক্ত যে শুল্ক আরোপ করে, তাকে সম্মিলক শুল্ক বলে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১৬২২০ কোটি টাকা।

### ৬) অন্যান্য কর ও শুল্ক (Other Taxes and Duties)

উপরের শুল্ক ও করের মূল পাঁচটি উৎস ছাড়াও আরো কিছু কর ও শুল্ক থেকে সরকার আয় সংগ্রহ করে। যেমন : সম্মতি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণ কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৭১ কোটি টাকা।

### ৭) মাদক শুল্ক (Narcotics and Liquor Duty)

মাদক জাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর সরকার শুল্ক বসিয়ে অর্থ আয় করে থাকে। এর মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৫ কোটি টাকা।

### ৮) যানবাহন কর (Tax on Vehicles)

বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের উপর যে কর দেওয়া হয়, তাকে যানবাহন কর বলে। এ খাত থেকে সরকার প্রতি বছর অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৯০০ কোটি টাকা।

### ৯) ভূমি রাজস্ব (Land Revenue)

ভূমির মালিকানা ও ভোগদখলের জন্য ভূমির মালিক সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাকে ভূমি রাজস্ব বলে। বাংলাদেশ সরকার ভূমির উপর উন্নয়ন কর আরোপ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৫৫০ কোটি টাকা।



### ১০) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প (Non-Judicial Stamp)

দলিলপত্র ও মামলা-মোকদমার আবেদনপত্র ব্যবহারের জন্য নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহৃত হয়। এ খাত হতে সরকার প্রতি বছর অনেক অর্থ আয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৪০০ কোটি টাকা।

### খ) করবহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue)

সরকার কর ও শুল্ক ছাড়া আরো অনেক উৎস হতে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে করবহির্ভূত রাজস্ব বলে।

সরকারের করবহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ হলো-

#### ১) লভ্যাংশ ও মুনাফা (Dividend and Profit)

সরকার তার মালিকানাধীন বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ব্যাংক, বীমা কোম্পানি এবং অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যেমন- রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান, পার্ক, চিড়িয়াখানা) থেকে বছরান্তে লভ্যাংশ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৫১৭ কোটি টাকা।

#### ২) সুদ (Interest)

সরকার, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন আর্থিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। প্রদত্ত ঋণের সুদ হিসেবে সরকার প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৯৬ কোটি টাকা।

#### ৩) প্রশাসনিক ফি (Administrative Fee)

সরকার জনগণকে প্রশাসনিক সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফি আদায় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৭৮২ কোটি টাকা।

#### ৪) জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ (Fine, Penalty and Confiscation)

দেশের আয় ও নিয়মনীতি পরিপন্থী বিভিন্ন কাজের জন্য সরকার জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ করে প্রতিবছর কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২৮৮ কোটি টাকা।

#### ৫) অর্থনৈতিক সেবা (Economic Services)

সরকার তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকে। এ সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমদানি-রপ্তানি আইনের আওতায় প্রাপ্ত ফিস, বাণিজ্য সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ফিস, বীমা আইনের আওতায় প্রাপ্ত ও সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফিস, সমবায় সমিতি রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন ফিস ইত্যাদি। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৯৩৯ কোটি টাকা।

#### ৬) ভাড়া ও ইজারা (Rent and Lease)

সরকারি বিভিন্ন সম্পত্তি ভাড়া ও ইজারা দেওয়ার মাধ্যমে সরকার প্রতি বছর অনেক অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা।

## ৭) টোল ও লেভি (Toll and Levy)

বিভিন্ন সেতু থেকে টোল ও লেভি আদায় বাবদ সরকার কিছু অর্থ আয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা।

## ৮) অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়

সরকার জনগণের কল্যাণে কোনো কোনো সময় বিনা লাভে অনেক দ্রব্য বিক্রয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৩৪০ কোটি টাকা।

## ৯) রেলওয়ে (Railway)

বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীবহন ও দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের ভাড়া বাবদ আয় করে। রেলওয়ে সেবাকে সমর্থন, আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে এ খাতে মুনাফার পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ৫১৮ কোটি টাকা।

## ১০) ডাক বিভাগ (Postal Department)

বাংলাদেশের ডাক বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি সরকারের আয়ের আরো একটি উৎস। ডাক বিভাগ বহুমুখী সেবা প্রদান করার ফলে ২০০১-০২ সাল হতে এ খাতে আয় প্রবাহ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ উৎস হতে সরকারের আয় হয়েছে ২২৩ কোটি টাকা।

উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাই প্রতি বছর সরকারকে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিদেশি ঋণ, সাহায্য, দান, অনুদান এসবের উপর নির্ভর করতে হয়।

**উৎস :** অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

**কাজ :** বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসভিত্তিক তালিকা প্র' ত কর।

**কাজ :** বাংলাদেশ সরকারের আয় বৃদ্ধির উপায় চিহ্নিত কর।

## ১০.৩ বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশ রক্ষা ও পরিচালনা এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য প্রতিবছর সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। গণতন্ত্রের উন্মেষ ও উন্নয়নের ফলে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে অনেক নতুন নতুন খাত ও ব্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

## বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

### ১) শিক্ষা ও প্রযুক্তি

সরকার মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তি সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রচুর অর্থ

ব্যয় করে। শিক্ষার সাথে প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছর তথ্য ও প্রযুক্তি খাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৮৭৬৯ কোটি টাকা।

## ২) প্রতিরক্ষা

দেশকে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেতনভাতা, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদানের জন্য সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এ খাতে অনেক ব্যয় বরাদ্দ অপ্রকাশিত থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১২২৪০ কোটি টাকা।



নৌ-তরী

## ৩) জনপ্রশাসন

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে জনপ্রশাসন পরিচালনা করতে হয়। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এবং অফিস পরিচালনা বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৫৩২৩৭ কোটি টাকা।



জনপ্রশাসন ভবন

## ৪) জনশান্তিলা ও নিরাপত্তা

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে ও পরিচালনা করতে এবং তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৮৬০২ কোটি টাকা।

## ৫) কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও কৃষি গবেষণা

বাংলাদেশ সরকার কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প সমৃদ্ধীকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি কৃষি খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি এবং ঋণ বিতরণ করেছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ সরকার প্রথম কৃষি গবেষণার জন্য বরাদ্দ দেওয়া শুরু করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৪৩৫৩ কোটি টাকা।



কৃষিকাজ

## ৬) জনস্বাস্থ্য

জনগণের সুচিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান, মহামারী প্রতিরোধ, ডাক্তার ও নার্সের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি খাতে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসা সেবা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত

ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন এবং সেখানে একজন করে এম.বি.বি.এস ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দিয়েছে। যার ফলে এ খাতে ব্যয়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১৬৯ কোটি টাকা।

#### ৭) সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশ সরকার সামর্থ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা বেফঁনী, যেমন : বয়স্কভাতা কর্মসূচি, বিধবাভাতা, এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে (বিশেষ করে মজ্জা এলাকার) সৃষ্ট সাময়িক বেকারত্ব নিরসন, তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এবং ev' nvi গৃহায়ন তহবিল, একশ দিনের কর্মসূজন কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার এবং গরিব দুস্থদের মাঝে রেশনিং কাজে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০৭১৬ কোটি টাকা।

#### ৮) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন বৃদ্ধিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন তহবিল গঠন, প্রভৃতি খাতে প্রতি বছর সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৭৯৫৭ কোটি টাকা।



বিদ্যুৎ সরবরাহ

#### ৯) পরিবহন ও যোগাযোগ

বাংলাদেশের যাতায়াত, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার যোগাযোগ, সড়ক, রেলপথ, নৌ পরিবহন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে এবং সেতু বিভাগের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১০৪৮৬ কোটি টাকা।

#### ১০) দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান

‘ন্যাশনাল সার্ভিস’ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুই বছরের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় স্বল্প শিক্ষিত, কর্মঠ ও বেকার যুবকদের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে নানারূপ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (টিআর), খয়রাতি সাহায্য (জিআর), বিজিএফ ও ভিজিডি বাবদ প্রতিবছর ১০ লক্ষ মেট্রিক টনের অধিক খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করেছে। এসব খাতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়।

#### ১১) ঋণ ও সুদ পরিশোধ

সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস হতে প্রচুর পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে। এসব ঋণ এবং ঋণের সুদ পরিশোধ করতে সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের ঋণ ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৯৭৯৬ কোটি টাকা।

## ১২) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবাসমূহ

দেশের শিল্প এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সেবা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এই ব্যয় করে থাকে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি পুনর্অর্থায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৭৬৪ কোটি টাকা।



বস্ত্রশিল্প

## ১৩) পরিবেশ ও বন

পরিবেশ সংরক্ষণ-মানোন্নয়ন, শিল্প দূষণ থেকে রক্ষা, তরল বর্জ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন ইত্যাদি নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ ব্যয় করে।

## ১৪) বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম

সরকার দেশের তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং যুব ও ক্রীড়ার উন্নয়নে প্রতি বছর অনেক অর্থ ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১৫৩৯ কোটি টাকা।

## ১৫) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে সরকারের ব্যয় হয়েছে ১২০০৯ কোটি টাকা।

উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার আরো কয়েকটি খাতে ব্যয় করে, যেমন- মহিলা ও শিশু, পানিসম্পদ, মৎস্য ও পশুসম্পদ, গৃহায়ণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব বা অনুন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ প্রায় ৫৫টি খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর প্রায় ১৮টি খাতে ব্যয় করে থাকে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র ধারণার আলোকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে, অনুন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস করে উন্নয়নমূলক খাতে সরকারি ব্যয়ের পরিধি আরো প্রসারিত করা উচিত।

**উৎস :** অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

**কাজ :** বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতওয়ারী অর্থ বরাদ্দের তালিকা তৈরি কর।

**কাজ :** মন্ত্রণালয় কালে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ কর।



## ১০.৪ বাজেট (Budget)

বাজেট বলতে আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে বোঝায়। ব্যক্তি তার বিভিন্ন উৎস থেকে যে আয় পায় তা কীভাবে ব্যয় করে তা যদি মজুত হিসেব সাজানো হয়, তা হবে ব্যক্তিগত বাজেট। একইভাবে সরকারের কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে বিভিন্ন উৎস থেকে কতটুকু আয় প্রাপ্তির আশা করে এবং বিভিন্ন খাতে কী পরিমাণ ব্যয় করতে চায় তার হিসাবকে সরকারি বাজেট বলে। বাংলাদেশে আর্থিক বছর হলো জুন থেকে জুলাই।

বাজেট হলো সরকারি অর্থব্যবস্থার গুণ চালিকাশক্তি। বাজেটে যেমন সরকারের রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটে, তেমনি দেশের অর্থনীতির চিত্র ফুটে উঠে। বাজেটে কেবল সরকারি সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবই থাকে না বরং আয় ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে কীভাবে ঘাটতি চূড়ান্ত হবে এবং ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হলে সে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে কী করা হবে ইত্যাদি বিষয়ও বাজেটে লিপিবদ্ধ থাকে।

বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়ন করে জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে সরকারের নির্ধারিত আয়-ব্যয় ও তার পদ্ধতি কার্যকর হয়।

### বাজেটের প্রকারভেদ

সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।



### চলতি বাজেট (Current Budget)

যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে। চলতি আয় সংগৃহীত হয় কর রাজস্ব ও করহীন রাজস্ব হতে। কর রাজস্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গুপ্ত সংযোজন কর, আয়কর, মূল্য কর ও ফিগ রাজস্ব ইত্যাদি। করহীন রাজস্বের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা, ঋণের সুদ ইত্যাদি। বাজেটের এ অর্থ ব্যয় হয় সরকারের প্রশাসনিক কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও দেশ রক্ষার জন্য। এ বাজেটের ব্যয়ের খাতগুলো যেমন- শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এ খাতগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাই প্রতি বছর বাজেটে এ ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়। চলতি বাজেট সাধারণত উদ্বৃত্ত থাকে।

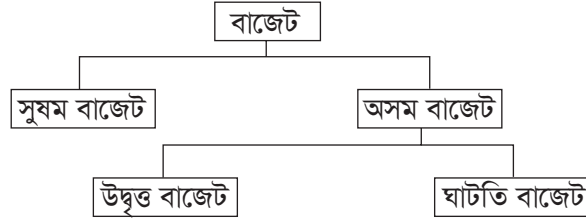
### মূলধন বাজেট (Capital Budget)

সরকারের গুপ্ত আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে গুপ্ত বাজেট বলে। এ বাজেটের গুপ্ত লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হলো- রাজস্ব উদ্বৃত্ত, বেসরকারি মজুত ও অতিরিক্ত কর ধার্য করা ইত্যাদি। আর বৈদেশিক আয়ের উৎস হলো- বৈদেশিক ঋণ, দান, অনুদান ইত্যাদি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আওতায়- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, পল্লী উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের গুপ্ত লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।



**কাজ :** চলতি বাজেট ও gjab বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দিক থেকে বাজেটকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :



## ১. সুখম বাজেট (Balanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুখম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সজ্জতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব ি করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে এটি সহায়ক নয়।

মি :

সুখম বাজেট = মোট আয়-মোট ব্যয় = ০

অর্থাৎ, মোট আয় = মোট ব্যয়

## ২. অসম বাজেট (Unbalanced Budget)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বা আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান না হলে তাকে অসম বাজেট বলে। সরকারের আয় ও ব্যয়ের অসমতার দিক থেকে অসম বাজেটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

### ক) উদ্বৃত্ত বাজেট (Surplus Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ কম হলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। অর্থাৎ, এ বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ বেশি।

মি : উদ্বৃত্ত বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) > ০

অর্থাৎ মোট আয় > মোট ব্যয়

### খ) ঘাটতি বাজেট (Deficit Budget)

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি ি করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য গ্রহণ করে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক মসৃণতা ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

মত : ঘাটতি বাজেট = (মোট আয় - মোট ব্যয়) < ০

অর্থাৎ, মোট আয় < মোট ব্যয়

**কাজ :** উদ্ভূত বাজেট ও ঘাটতি বাজেটের পার্থক্য নির্ণয় কর।

**কাজ :** সুখম বাজেট ও অসম বাজেটের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

## ১০.৫ বাংলাদেশ সরকারের বাজেট

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের আর্থিক বছর জুলাই-জুন। প্রতি বছর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহান জাতীয় সংসদে পরবর্তী বছরের খসড়া বাজেট উপস্থাপন করেন, যা আলোচনা, সমালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজনের পর উক্ত মাসেই মহান সংসদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়।



জাতীয় সংসদ

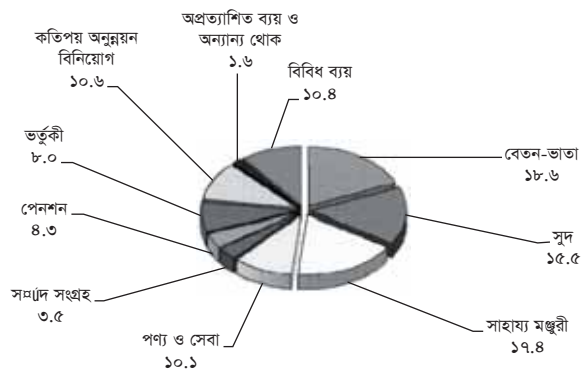
আমাদের দেশে বাজেটকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা হয়। যথা-

১) অ-উন্নয়ন বাজেট

২) উন্নয়ন বাজেট

### ১) অ-উন্নয়ন বাজেট (Non-Development Budget)

বাজেটের যে অংশে সরকারের দৈনন্দিন বা চিরাচরিত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় এবং বাজেটের ব্যয়ের  $LvZmg\alpha$  সরাসরি উন্নয়নের সঙ্গে  $m\alpha u_j^3$  নয় তাকে অ-উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশ রক্ষা এবং দেশের প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিষয় এ বাজেটে উল্লেখ থাকে না।



অ-উন্নয়নবাজেটের ব্যয়ের খাত

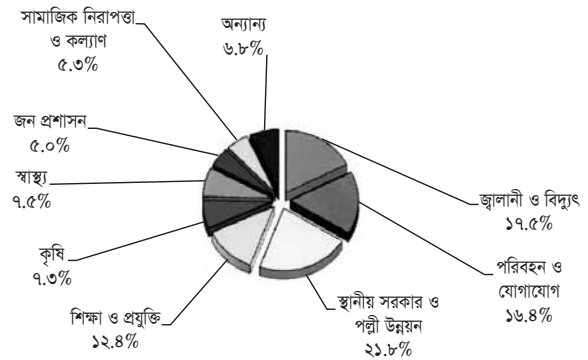
অ-উন্নয়ন বাজেটের আয় সংগৃহীত হয় গৃহীত কর ও করবহিত রাজস্ব হতে। আয়ের উৎসগুলো নিম্নরূপ :

কর থেকে আয়	করবহিত আয়
আয় ও মুনাফার উপর কর মূল্য সংযোজন কর (VAT) আমদানি শুল্ক আবগারি শুল্ক মালিক শুল্ক ভূমি রাজস্ব যানবাহন কর বিদ্যুৎ বিক্রয় মাদক শুল্ক অন্যান্য কর ও শুল্ক	সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে লভ্যাংশ ও মুনাফা সুদ থেকে প্রাপ্ত প্রশাসনিক ফি জরিমানা, দণ্ড ও বাজেয়াপ্তকরণ সেবা বাবদ প্রাপ্তি ভাড়া ও ইজারা টোল ও লেভী রেলওয়ে ডাক বিভাগ তার ও টেলিফোন বোর্ড অন্যান্য করবহিত রাজস্ব

অ-উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত সমূহ	
শিক্ষা ও প্রযুক্তি জন প্রশাসন প্রতিরক্ষা জন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিবহন ও যোগাযোগ	সামাজিক নিরাপত্তা ঋণ ও সুদ পরিশোধ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম অপ্রত্যাশিত ব্যয়

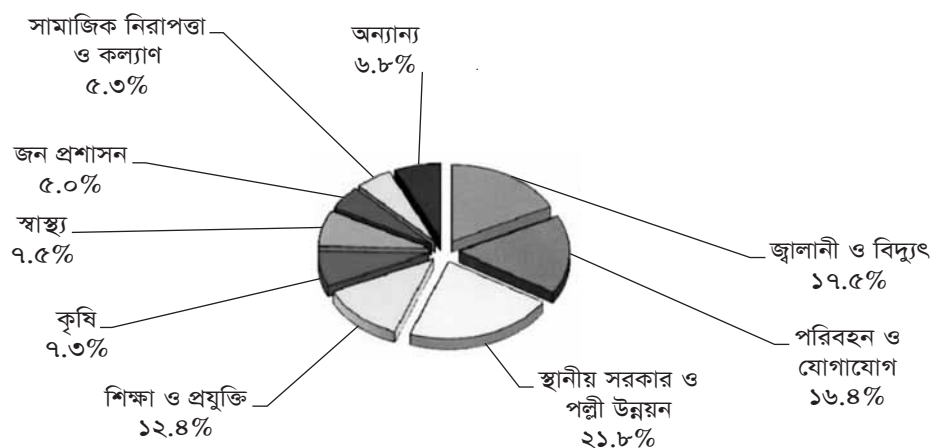
## ২) উন্নয়ন বাজেট (Development Budget)

বাজেটের যে অংশে উন্নয়ন কার্যক্রমের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়, তাকে উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটে বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিবরণ ও সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ এবং অর্থসংস্থানের উৎসের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই প্রতিবছর নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নিতে হয়।



### উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ :

আয়ের উৎসসমূহ	ব্যয়ের খাতসমূহ
<p>অভ্যন্তরীণ উৎস :</p> <p>১. অ-উন্নয়ন বাজেটের উদ্বৃত্ত</p> <p>২. অতিরিক্ত কর ধার্যের মাধ্যমে আয়</p> <p>৩. অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ঋণ</p> <p>৪. বন্ডের মাধ্যমে ঋণ</p> <p>বৈদেশিক উৎস:</p> <p>১. বৈদেশিক সাহায্য</p> <p>২. বৈদেশিক ঋণ</p>	<p>১. কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন</p> <p>২. স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন</p> <p>৩. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন</p> <p>৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী</p> <p>৫. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন</p> <p>৬. পানিসম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ</p> <p>৭. গৃহায়ণ</p> <p>৮. শ্রম ও জনশক্তি</p> <p>৯. মহিলা ও যুব উন্নয়ন</p> <p>১০. অন্যান্য</p>



**কাজ :** বাংলাদেশ সরকারের বাজেটের কোনটি অ-উন্নয়ন এবং কোনটি উন্নয়ন বাজেটের অংশ তা নির্ণয় কর।

### ১০.৬ একনজরে বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেট

(AsKmgd কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১১-২০১২
রাজস্ব প্রাপ্তি	১,১৪,৮৮৫
কর রাজস্ব	৯৬,২৮৫
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	১৮,৬০০
বৈদেশিক অনুদান	৪,৪৬০
মোট আয়:	১,১৯,৩৪৫

ব্যয় :	
অনুন্নয়নমূলক	১,০১,১০৬
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৯১,৪০৩
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৯,৬৬২
উন্নয়নমূলক ব্যয়	৪৫,৫৭১
অ-উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	১,১৪৫
এডিপি-বহির্ভূত প্রকল্প	২,১৪২
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪১,০০০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি (এডিপি-বহির্ভূত) ও স্থানান্তর	১,২৮৪
মোট ব্যয় :	১,৬১,২১৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ) :	-৪১,৮৬৯
জিডিপির শতকরা হার :	-৪.৫
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত) :	-৪৬,৩১৮
জিডিপির শতকরা হার :	-৫.১
অর্থসংস্থান :	
বৈদেশিক ঋণ (নীট)	৭,৩৯৯
বৈদেশিক ঋণ	১৪,০৩৬
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৬,৬৩৬
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩৪,৪৬৯
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	২৯,১১৫
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৫,৩৫৪
মোট অর্থ সংস্থান	৪১,৮৬৮

## ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

বাজেটের মোট আয়তন/ব্যয় :	১,৬১,২১৩ কোটি টাকা
মোট রাজস্ব আয় :	১,১৪,৮৮৫ কোটি টাকা
সামগ্রিক ঘাটতি :	৪৬,৩১৮ কোটি টাকা
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :	৪১,০০০ কোটি টাকা
মোট অর্থসংস্থান :	৪১,৮৬৯ কোটি টাকা
অভ্যন্তরীণ ঋণ :	৩৪,৪৬৯ কোটি টাকা
যার মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে (নীট) :	২৯,১১৫ কোটি টাকা
ব্যাংক-বহির্ভূত ঋণ (নীট) :	৫,৩৫৪ কোটি টাকা
বৈদেশিক ঋণ (নীট) :	৭,৩৯৯ কোটি টাকা (মোট প্রাপ্তি ১৪,০৩৬ কোটি টাকা যা থেকে পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ৬,৬৩৬ কোটি টাকা ধরা হয়)

এ বাজেটে প্রধানত দুটি অংশ রয়েছে। যথা- অনুন্নয়ন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। আয়-ব্যয়ের ভারসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সরকারের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি বাজেট।

**কাজ :** বাংলাদেশের উন্নয়ন বাজেটের অর্থায়ন সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
২. 'g' সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়?
৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়?
৪. চলতি বাজেট ও 'g' ab বাজেট বলতে কী বোঝায়?

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলো বর্ণনা কর।
২. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের 'L' 'Z' 'M' 'G' 'A' বর্ণনা কর।
৩. বাজেট বলতে কী বোঝায়? সরকারের আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটির ওপর আয়কর ধার্য হয়?

ক. ব্যক্তির আয়ের ওপর

খ. 'K' 'v' 'u' 'm' 'b' 'i' আয়ের ওপর

গ. যানবাহন থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

ঘ. 'f' 'i' 'n' 'g' রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের ওপর

২.



চিত্র : A



চিত্র : B



চিত্র : C



চিত্র : D

কোনটিতে কর-বহির্ভূত রাজস্বের উৎসসমূহ রয়েছে?

ক. চিত্র : A

খ. চিত্র : B

গ. চিত্র : C

ঘ. চিত্র : D



### নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রনি এইচ, এস, সি পাস করে বিদেশ যেতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে মৎস্য খামার গড়ে তোলে এবং অনেক লোককে কাজ দেয়। রনির বন্ধু সানি লেখাপড়া শেষে চট্টগ্রাম কর্ণফুলী পেপার মিলে কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেয়।

৩. সানির কাজ বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?

- |           |              |
|-----------|--------------|
| ক. শিক্ষা | খ. কৃষি      |
| গ. সেবা   | ঘ. প্রযুক্তি |

৪. সানির চেয়ে রনির কর্মকাণ্ডে অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখছে। কারণ রনি-

- সানির চেয়ে বেশি অর্থ আয় করে
- কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে
- জাতীয় আয়ে  $\text{f} \text{u} \text{g} \text{K}$  রাখে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. ii          |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইসরাতে একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কেনাকাটা করতে যায়। সে কেনাকাটা শেষে দাম পরিশোধ করে তাকে প্রকৃত দামের সাথে কিছু অতিরিক্ত  $\text{g} \text{j}$  পরিশোধ করতে হয়। এ প্রসঙ্গে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, “এটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করা হয়।”

- $\text{f} \text{u} \text{g} \text{i} \text{R}^{\wedge}$  কাকে বলে?
- $\text{m} \text{u} \text{i} \text{K}$  শুল্ক কী? ব্যাখ্যা কর।
- ইসরাতে কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি রাজস্বের কোন উৎসের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।
- আবগারি শুল্কের সাথে ইসরাতে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের  $\text{m} \text{u} \text{i} \text{K}$  বিশ্লেষণ কর।

২. জাহিদ একটি সরকারি স্কুলে পড়ে। তাদের স্কুলের সবাই খুশি। কারণ এ বছর একটি নতুন ভবন তৈরি  $\text{n} \text{f} \text{Q}$ । সে জানতে পারে সরকার এবার তাদের স্কুলে বড় বাজেট বরাদ্দ দিয়েছে। বাজেট কী তা সে বোঝে না। এ প্রসঙ্গে তার শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তাদের বেতনের মতো এটিও সরকারের এক ধরনের ব্যয় যা বাজেটের মাধ্যমেই সরকার প্রদান করে।

- বাজেটের সংজ্ঞা দাও।
- সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়?
- জাহিদের স্কুলের ভবন নির্মাণের কাজটি সরকারের কোন বাজেটের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।
- জাহিদের শিক্ষকের বেতন কীভাবে উদ্ভূত বাজেটের অন্তর্গত হতে পারে? বিশ্লেষণ কর।

২০১৩  
শিক্ষাবর্ষ  
৯,১০-অর্থনীতি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর  
-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মিতব্যয়ী কখনও দরিদ্র হয় না



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :